BENGALI FAMILY LIBRARY.

গার্হস্থ্য বাঙ্গালা পুস্তক সংগ্রহ।

পাল ও বর্জ্জিনিয়া।

শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন

কর্ত্তৃক

ইংরাজি ভাষা হইতে

অনুবাদিত।

II. EDITION.

CALCUTTA:

BAHIR MIRZAPORE.

PRINTED FOR THE VERNACULAR LITERATURE COMMITTEE AT THE VIDYARATNA PRESS.

By Girisha chandra Sarma.

1859.

Price 6 annas.—মূল্য ।৵৹ ছয় আনা।

বিজ্ঞাপন।

এই পুস্তক এবং অনুবাদক সমাজের প্রকটিত আর আর পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবে, গরাণহাটার চৌরাস্তাস্থিত ২৭৩।১ নং গার্হস্থ্য বাঙ্গালাপুস্তক সংগ্রহের পুস্তকালয়ে, অথবা মাণিকতলা শিবতলা লেন, ১৪ নং, অনুবাদক সমাজের সহকারি-সম্পাদকের কার্য্যালয়ে পাটাইবেন। এতদ্ব্যতীত কলিকাতার অন্যান্য প্রকাশ্য পুস্তকালয়েও ইহা বিক্রয় হইয়া থাকে এবং মফঃসলে প্রত্যেক জিলার বিদ্যালয়সম্পর্কীয় ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর মহাশয়দিগের নিকট তত্ত্ব করিলেও পাওয়া যায়।

অনুবাদক সমাজে মধ্যে২ নূতন২ পুস্তক প্রকাশিত হইয়া থাকে। যাঁহারা গ্রহণেচ্ছা করিবেন, তাঁহাদের নাম ও বাসস্থানের নাম, সমাজের কার্য্যালয়ে প্রেরণ করিলে, পুস্তক পাঠান যাইবে।

শ্রীমধুসূদন মুখোপাধ্যায়।
অনুবাদক সমাজের সহকারী
সম্পাদক।

NOTE.

When the Vernacular Literature Committee was first set on foot, there was much discussion as to whether the works selected for translation into Bengali should undergo any *adaptation*, or should be translated as literally as possible and without any paraphrasing or alteration of the original whatever.

The following extract from a letter which I published at that time still expresses my own view of the matter.

"Mere *Translation* would not meet the great objects which this Society intends to keep in view. There is not only a difference of language between the people of India and of England. We must recognise the far greater difficulty of a difference of ideas, associations and literature. The instruction communicated to the masses requires somewhat more than the mere employment of the vehicle of native language ;—the form in which it is conveyed

As long as the mere *narrative* part is concerned, the difficulty is not so great, but directly we come to abstract reflections and didactic passages, the whole turn of thought, —every allusion and every illustration is entirely different from what any one would use in writing for a native reader.

As there have been no meetings of the committee for a long time past and the management of its affairs, therefore, rested with myself, I have taken the liberty of freely paraphrasing every passage in the text where I thought I could make the sense clearer, and I have omitted all allusions and illustrations which would be stumbling-blocks to the Bengali reader. These remarks apply more especially to the latter two-thirds of the Book.

Excepting in very rare cases where men like the Rev. Mr. Robinson or the Rev. Krishna Mohun Banerjee are the translators,—every translation should I think, have the advantage of *two* heads, a Bengali and an English head. An Englishman is hardly ever to be found who can really write for the masses in Bengali,—nor a native who can do this and also understand English so thoroughly as not to commit serious blunders.

As a *pendant* to these remarks I beg to quote the following from the recent Madras Blue Book on Education.

"When a boy has a translated book, of even a simple narrative quality, put in his hands, his usual observation is that 'it is very hard' although it has been known that the same boy would read fluently, and comprehend fully, a native work upon an abtruse subject. It has been testified on credible authority, that a translation by two European gentlemen (of familiar learning in Mahratta) and one native Mahratta scholar, of Lord Brougham's tract on the objects, advantages and pleasures of science, is not only unintelligible to Mahratta readers, but that it actually became so, after five or six years, *to the Mahratta translator himself*." [Minute of the Madras University Board.]

H. PRATT.

ভূমিকা।

প্রায় সপ্ততি বর্ষ অতীত হইল, সেণ্টপেরি নামা জনৈক ফরাসিস্, পাল ও বর্জ্জিনিয়া নামক প্রসিদ্ধ উপাখ্যানগ্রন্থ স্বদেশীয় ভাষায় রচনা করেন। পরে ইহা ইউরোপীয় নানা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া অনেকবার মুদ্রিত হয়। এই উপাখ্যানের রচনা সুললিত, এবং বর্ণনা সকলি সত্য। বিশেষতঃ ভিন্ন২ অবস্থায় মনুষ্যের যে-রূপ মনের ভিন্ন২ ভাব উদিত হয়, তাহা এই গ্রন্থে বিবৃত থাকা প্রযুক্ত ইহা ইউরোপের কি বৃদ্ধ, কি যুবা, কি যোষিদ্গণ, সকলেরই সমাদর-ণীয়। সম্প্রতি বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের মানস যে অন্যান্য দেশের মত এই দেশেও এই গ্রন্থ-খানি সর্ব্বজনের পঠনীয় ও আদরণীয় হয়।

যে সকল ঘটনার কথা এই গ্রন্থে বর্ণিত আছে, তাহার স্থল মরীচি উপদ্বীপ। অধুনা তথায় বিহার, ছোটনাগপুর প্রদেশের মজুরগণ, ও

ধাঙ্গড়েরা, এবং বঙ্গদেশের অপরাপর লোক-সকল সর্ব্বদাই গমনাগমন করিয়াথাকে। ঐ দ্বীপে পরিশ্রমের অতিরিক্ত ফল লাভ হয়, এবিধায়ে ঐ সকল লোক অত্যল্পকালের মধ্যেই যোত্রাপন্ন হইয়া স্ব২ দেশ প্রত্যাগমন করে।

তথায় কলিকাতা হইতে যাইতে হইলে জল-পথে ঠিক দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে গমন পূর্ব্বক লঙ্কা উপদ্বীপের নিকট দিয়া দুই মাসের মধ্যেই উপস্থিত হওয়া যায়।

মরীচি উপদ্বীপ মাদাগাস্কার উপদ্বীপের পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী। ইহার দীর্ঘতা ১৮ ক্রোশ। এই দেশ বঙ্গদেশ অপেক্ষা শীতল, এবং ইংলণ্ড হইতে উষ্ণতর। এস্থলে ঋতুর বৈষম্য নাই, সুতরাং ইহা সকলেরই মনোহর।

৩৫০ সাড়ে তিন শত বৎসর হইল পর্ত্তুগি-সেরা এই দেশ প্রথমতঃ দেখিয়া ইউরোপীয় লোকের কর্ণগোচর করেন। পরে ১৭১৫ খৃঃ অব্দে ফরাসিসেরা অধিকার করিয়া ইহার "আইল আব্‌ ফ্রান্‌স" এই নাম রাখেন। অব-শেষে ১৮১০ খৃঃ অব্দে ইংরাজেরা জয় দ্বারা

হস্তগত করিয়া ইহার নাম "মরীসস্" (মরীচি উপদ্বীপ) রাখিয়া ভোগ করিতেছেন। এই স্থান শ্রীমতী মহারাণী ও পার্লিএমেণ্ট সমাজের শাসনাধীন, শ্রীযুক্ত কোম্পানী বাহাদুরের অধীনস্থ নহে। এই উপদ্বীপের প্রধান নগরের নাম "পোর্টলুইস্" (লুইস্‌বন্দর)।

আফ্রিকা ও মাদাগাস্কার উপদ্বীপের অধিকাংশ কাফ্রিরা এই উপদ্বীপে বসতি করিয়া থাকে। ইহারা পূর্ব্বকালে এই উপদ্বীপবাসি ইউরোপীয়দিগের ক্রীতদাসত্বে কাল-যাপন করিত, এক্ষণে এই দেশ ইংলণ্ডাধিকৃত হওয়াতে তাহারা সেই দাসত্ব হইতে মুক্তি পাইয়াছে।

হজ্‌সন্ প্র্যাট্।

১লা জানুয়ারি।
ইং সন ১৮৫৬ সাল।

উপক্রমণিকা।

ভারত মহাসাগরে মরীচি* নামে এক উপদ্বীপ†
আছে, তাহা করাসীদিগের অধিকৃত। তথাকার প্রধান
নগর সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী। এজন্য তাহা বন্দর লুই‡
নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ঐ নগরের পশ্চাৎভাগ, এক
বিস্তারিত পর্ব্বতমালায় আবৃত। সেই পর্ব্বতমালার
নিজ পূর্ব্বদিকে দুই গৃহস্থের গৃহাদির ভগ্নাংশ ও তাহার
আশপাশে কৃষিকর্ম্মের পুরাতন চিহ্ন সকল দেখিতে
পাওয়া যায়। যে স্থানে সেই ভগ্নাবশেষ গৃহগুলি
রহিয়াছে, সে একটি আশ্চর্য্য গুহা। তাহার চারি দিক্
উচ্চ ২ পর্ব্বতে বেষ্টিত, এবং তাহাতে প্রবেশ করিবার
দ্বার একটি মাত্র। ঐ দ্বার দিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ
করিতে গেলে ঠিক দক্ষিণমুখে প্রবেশিতে হয়। সেই
দ্বারে দাঁড়াইলে যে পর্ব্বত দেখা যায়, তাহার শিখর-
দেশ হইতে, অতি দূরে যে সকল অর্ণবপোত ঐ
দ্বীপে আসিতে থাকে, তাহা বিলক্ষণরূপে দৃষ্টিগোচর
হয়। তদ্ব্যতীত সেখান হইতে লোকেরা সচরাচর

---

* ইংরাজী নাম 'মারীসস্'। ফরাসী নাম "আইল আব
ফ্রান্স"।

† পৃথিবীর স্থলভাগ চতুর্দ্দিকে জলে বেষ্টিত হইলে তাহাকে
দ্বীপ বলে, দ্বীপ হইতে কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র হইলে তাহাকে উপদ্বীপ
কহাযায়।

‡ ইংরাজী নাম 'পোর্ট লুইস'।

আবশ্যকমতে জাহাজী সঙ্কেতাদিও করিয়া থাকে। এই হেতু তত্রত্য লোকেরা সেই পর্ব্বতের দূরদর্শন* নাম প্রদান করিয়াছে। ঐ পর্ব্বতের পাদভূমিতেই লুই নগর। লুই নগর অবধি বাতাবিকুঞ্জ বা বাতাবি গিরিজা পর্য্যন্ত প্রসিদ্ধ রাজপথ ঐ পর্ব্বতের ধার দিয়া চলিয়া গিয়াছে। বাতাবি গিরিজা চতুর্দিকে বেণুবনে পরিবৃত। দর্শনমাত্র বোধ হয়, যেন তাহার চূড়া কোন কুঞ্জাগ্র বিদীর্ণ করিয়া উত্থিত হইয়াছে; এবং তাহা বিস্তারিত প্রান্তরমধ্যে সংস্থাপিত হইয়া এমনি শোভা পাইতেছে, যেতাহা দর্শকমাত্রেরই চিত্ত আকর্ষণ করিয়া লয়। গিরিজার পরে যত দূর দেখা যায়, ততই জলময় বোধ হয়। অগ্রে সম্মুখেই সমাজখাড়ি বা সমাজ অখাত†। তাহার দক্ষিণভাগে অসৌভাগ্য অন্তরীপ‡ তাহার পরই অকূল মহাসাগর। মধ্যে২ কয়েকটা ক্ষুদ্র২ নিরাবাস দ্বীপ দর্শন হয়, তাহাতেই ক্রমাগত একাকার দর্শনের ভঙ্গ হইয়া পড়ে। সেই সমুদায়ের প্রধান দ্বীপের নাম উদ্যমাঙ্ক¶। চতুর্দ্দিকে তরঙ্গ-

---

* ইংরাজী নাম 'হাইট্ আব্ ডিস্কবরি'।

† মহাসাগর হইতে নির্গত, এবং আকৃতিতে প্রায় উপসাগরের সমান, আর তাহার মোহানা অতিশয় বিস্তীর্ণ, এমত জলাশয়ের নাম অখাত। সমাজ অখাতের ইংরাজী নাম "বে আব্ দি টুম্ব"।

‡ মহাদ্বীপের এক উচ্চ ভূমিখণ্ড ক্রমশঃ অল্প পরিসর হইয়া সমুদ্রজলে গমন করিলে, তাহার অগ্রভাগকে অন্তরীপ বলে। অসৌভাগ্য অন্তরীপের ইংরাজী নাম 'কেপ্ আব্ মিস্ফাচন।

¶ ইংরাজী নাম 'পত্রন্ট আব্ ইণ্ডেবর

মালায় বেষ্টিত হওয়াতে বোধ হয় যেন তাহা ঠিক একটি দুর্গের ন্যায়।

যখন সেই গহ্বরদ্বার দিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করা যায়, তখন পর্ব্বতীয় প্রতিধ্বনিতে কর্ণকুহর বিদ্ধ হইতে থাকে। হঠাৎ শুনিলে বোধ হয় যেন পর্ব্বতেরাই বাতচালিত বন্যবৃক্ষগণের এবং অবিরত সমুত্থিত সাগর তরঙ্গের মর্ম্মর চট্‌চট্‌ শব্দই অভ্যাস করিতেছে; কিন্তু সেই কুটীরদ্বয়ের নিকটস্থ হইলে, আর এ সমস্ত শব্দ কিছুমাত্র অনুভূত হয়না। তথায় সকলি স্থির ও শান্ত। সেই গুহার চতুর্দ্দিকে যে সকল গণ্ডশৈল আছে, তাহা অতিশয় সরল। তাহাতে উচ্চ নীচ এবং বক্রভাব আছে কি না, তাহা সহসা বোধ করা যায় না। দেখিলে পর নয়নের সাতিশয় প্রসাদ জন্মে। আহা! কি অপূর্ব্ব গুল্ম লতা প্রভৃতি তাহাদের পরিধিমণ্ডলে জন্মিয়া রহিয়াছে!। আর সে সমস্ত, ঐ সকল পর্ব্বতের ঘনাচ্ছন্ন শিখরদেশে জন্মিবাতেই বা তাহা-দিগকে কেমন সুন্দর দেখাইতেছে। আহা! বৃষ্টির পূর্ব্বে যখন রামধনু উঠে, তখন তাহাদের চূড়াগ্র সকল কেমন দেদীপ্যমান হয়! এবং বৃষ্টি হইলে তত্রত্য তালনদী * নামক ক্ষুদ্র নদীটি পরিপূরিত হইয়া কতই বা শোভা পায়! কিন্তু গুহার ভিতরে এ সমস্ত কিছুই নাই, সে স্থান একান্ত শান্ত, এবং সাতিশয় নিস্তব্ধ। পর্ব্বতের প্রতিধ্বনি সেখানে শুনাই যায় না, অধিকন্তু তাহার উপরি ভাগে নিকটে২ যে সকল তালবৃক্ষ

* রাজ্ঞী নাম ফান রিবর

আছে, বাতাহত হইলে তাহার পাতার শব্দ শুনাও দুর্ঘট। তথাকার দিবসের আলোক একপ্রকার তেজোহীন বোধ হয়। ঠিক মধ্যাহ্ণ কালেও তথায় রৌদ্র প্রখর বোধ হয় না। তাহা দেখিলে বোধ হয় যেন দিবাকর প্রচণ্ড কিরণ হারাইয়া বসিয়াছেন। বিশেষতঃ প্রাতঃকালে তথাকার এক আশ্চর্য্য শোভা অনুভব হয়। সূর্য্য উদয় হইতেছেন এমত সময়ে, এক পর্ব্বতের ছায়া আর এক পর্ব্বতে এবং তাহার ছায়া অন্য এক পর্ব্বতে পতিত হয়। সেই সময়ে তাহাদের সূক্ষ্মাগ্র চূড়াসকলের উপরি সূর্য্যকিরণ লাগিলে, বোধ হয়, যেন নির্ম্মল আকাশে সুবর্ণবর্ণ অথবা ধূপছায়া বর্ণের চিহ্ন দেখা যাইতেছে। আহা, কি সুদর্শন দর্শন। এক মুখে কিরূপে বর্ণন করিব!।

অনন্তর আমি এ দিক্ সে দিক্ বেড়াইতে২ এবং তথায় সেই সমস্ত অসুলভ চিত্তরঞ্জক বস্তুসকল দেখিতে২ মনের সুখে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া সেই ভগ্ন গৃহদ্বয়ের সমীপস্থ হইলাম, এবং পূর্ব্বকালে তাহাতে কাহারা বাস করিয়াছিল, এখন বা তাহারা কোথায়, এবং কি প্রকারেই বা তাহার তাদৃশ ধ্বংস হইয়াছে এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমি বসিয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছি এমত সময়ে এক জন বৃদ্ধ মহাপুরুষ, অতি সামান্য বেশ পরিধান, মস্তকে পলিত কেশ লম্বমান, অতি গম্ভীর আকার, সরল স্বভাব, হস্তে এক গাছি কৃষ্ণবর্ণ যষ্টি অবলম্বন করিয়া, শূন্যপাদে আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একে আমি স্বভাবতঃ প্রাচীন ব্যক্তিকে

দেখিবামাত্র তাঁহার প্রতি সম্মান করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকি, তাহাতে আবার সেই মহাপুরুষের তাদৃশ সাধু-ভাব দর্শনে সেই ইচ্ছা আরো বলবতী হইয়া উঠিল। ইহাতে তাঁহার উপস্থিতি মাত্রেই আমি ব্যস্তসমস্ত হইয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনিও শিষ্টরীতি অনুসারে আমাকে তাহার প্রতিদান করিলেন। অনন্তর ক্ষণকাল আমাকে মস্তক পর্য্যন্ত বিলক্ষণরূপে নিরীক্ষণ করিয়া আমার পার্শ্বেই উপবেশন করিলেন।

তাঁহার সেপ্রকার ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া আমার কিঞ্চিৎ সাহস ও উৎসাহ হইল। ইহাতে আমি সবিনয় সম্বোধনে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসিতে লাগিলাম, "ধর্ম্মপিতঃ! এই যে সম্মুখে ভগ্নাবশেষ ঘর দুখানি পতিত রহিয়াছে, ইতিপূর্ব্বে ইহাতে কাহাদের বাস ছিল, অবগত হইতে নিতান্ত বাসনা করিতেছি, যদি কৃপা প্রকাশ করিয়া আমার এ প্রার্থনা পূর্ণ করেন, চরিতার্থ হই"। মহাপুরুষ, আমার প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া করুণবচনে উত্তর করিলেন বৎস! এই যে ভগ্নাব-শিষ্ট গৃহ দুখানি ও সম্মুখপতিত পতিত ভূমিখণ্ড দেখিতেছ, বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে এসমস্ত দুই জন গৃহস্থের অধীনে ছিল। তাহারা এস্থলে থাকিয়া বহু বর্ষ পরম সুখে যাপন করিয়া গিয়াছে। আহা, তাহাদের ইতিহাস বড়ই দুঃখজনক। শ্রবণ করিলে চিত্ত আর্দ্র হইয়া উঠে। তুমি তাহাদের কথা জিজ্ঞাসিতেছ বটে, কিন্তু তাহাতে তোমার কোন ফল নাই; কারণ তোমাকে পথিক দেখিতেছি, কার্য্যবশতঃ ভারতবর্ষে যাত্রা করিতেছ, তোমার এই উপদ্বীপ স্পর্শ কেবল

ইচ্ছাক্রমেই ঘটিয়াছে। যে সকল ব্যক্তি এখানে বাস করিত, তাহাদিগকে উদাসীন বলিলেও বলা যায়; তাহারা সংসারের কোন বিষয়ই অবগত ছিল না। অতএব তাদৃশ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের সুখ সৌভাগ্যাদির বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে তোমার কিছুই সন্তোষ হইবেক না। এই পৃথিবীমণ্ডলে যাহারা মহামহিম হইয়া উঠেন, তাহাদের কে কেমন চরিত্রে, কে কেমন সুখসম্ভোগে কাল হরণ করিয়া যান, তাহাদের নিষ্ফল ইতিহাস শুনিতেই সকলের ইচ্ছা ও ঔৎসুক্য প্রকাশ দেখা যায়, যাহারা দীন হীন হইয়া সুখসম্ভোগ করে, তাহাদের কথা কাহার শুনিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে?"

বৃদ্ধের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে আমি যাহার পর নাই ব্যগ্রতাপূর্ব্বক তাঁহার সমীপে নিবেদন করিতে লাগিলাম "ধর্ম্মপিতঃ! আপনার আকার প্রকার দেখিয়া ও গূঢ়ার্থ বাক্য শুনিয়া আমার স্পষ্টই বোধ হইতেছে, আপনি যৎপরোনাস্তি বহুদর্শী, অতএব প্রার্থনা করি যদি আপনার অবকাশ অধিক থাকে, তবে এই বিজন-দেশের পূর্ব্বতন নিবাসীদের বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিয়া আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে আজ্ঞা হউক। সাধুদিগের চরিত্র শুনিলে বিষয়ী লোকেরাও সাতিশয় সুখী হইয়া থাকেন"। এই কথা শুনিয়া সেই পুরুষ-প্রবর আমার প্রার্থনায় সম্মত হইলেন, এবং করার্পিত-বদনে যেন যথার্থই কোন বিষয়ের বৃত্তান্ত স্মরণ করিতে লাগিলেন এমনি ভাবে, ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া তাহাদের ইতিহাস কহিতে আরম্ভ করিলেন।

পাল ও বর্জিনিয়া

কথারম্ভ

ফ্রান্স* দেশে দিলাতুর নামক এক যুবা পুরুষ বাস করিতেন, তিনি আপন জীবিকা বিধানের জন্য ফরাসী সেনার মধ্যে এক পদ পাইতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। দুরদৃষ্টক্রমে তাহার সেই অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই। তাহার আত্মীয় স্বজন সকলেই স্বার্থপর ছিলেন। সুতরাং তাহার জীবিকাবিধানে আর কেহ কোন যত্নই করেন নাই। ইহাতে তিনি নিরুপায় হইয়া স্বদেশ হইতে এই উপদ্বীপে আসিয়া কোনরূপে কিছু অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক দিনপাত করিতে মনস্থ করিলেন। কিছু কাল পরে তিনি স্বদেশীয় এক সম্ভ্রান্ত ধনবান কুলীনের এক যুবতী দুহিতাকে সমভিব্যাহারে লইয়া এই উপদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দিলাতুর নিজে বড় সদ্বংশজাত ছিলেন না বলিয়া, সেই কন্যার পিতা মাতা তাহাকে জামাতা করিতে অভিলাষী হন নাই; কিন্তু তাহারা উভয়ে পরস্পর প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়া বিবাহকার্য্য গোপনে সমাধা করিতে আর

* এই দেশ ইউরোপ খণ্ডের পশ্চিম দিকে বর্ত্তমান। ফরাসি নামক যে প্রসিদ্ধ জাতি আছে, এই দেশ তাহাদের জন্মভূমি।

কাহারো অনুমতির অপেক্ষা করেন নাই। এ কারণ বশতঃ দিলাতূরের কিছুই যৌতুক লব্ধ হয় নাই।

অনন্তর তিনি এই উপদ্বীপে* উপস্থিত হইয়া মনে ২ বিবেচনা করিলেন "মেদেগস্কর † দ্বীপ হইতে জনকত কাফ্রি দাস কিনিয়া আনিয়া তাহাদের সাহায্যে এখানে চাস বাস করিয়াই কাল ক্ষেপণ করিব। মনে ২ এই কল্পনা স্থির করিয়া তিনি সেই প্রণয়িনী পত্নীকে এই লুই নগরে রাখিয়া মেদেগস্কর প্রস্থান করিলেন। মেদেগস্কর এমনি কদর্য্য স্থান যে কার্ত্তিক অবধি ছয় মাস পর্য্যন্ত তথাকার জল ও বাতাস অতি বিরুদ্ধ ও অনিষ্টকর হয়। বিদেশীয় ব্যক্তিদের সে সময়ে সেখানে থাকা সাতিশয় ভয়ঙ্কর। বিশেষতঃ ইউরোপীয় ব্যক্তি সেই মহামারীর সময়ে তথায় থাকিলে, তাহার প্রাণ রক্ষা করা অতি সুকঠিন হয়। দিলাতূর দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময়েই তথায় উত্তীর্ণ হইলেন এবং অনতিবিলম্বেই নিদারুণ জ্বরগ্রস্ত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তথাকার দয়াহীন মহাজনেরা তাহার নিকট হইতে যথাসর্ব্বস্ব হস্তসাৎ করিতে আর ক্ষণমাত্রও ত্রুটি করিল না। এদিকে তাহার নিরুপায়া পত্নী অন্তর্ব্বত্নী ছিলেন, যথাকালে তাঁহারও একটি কন্যাসন্তান হয়।

পরে সেই অভাগিনী নারী লোকমুখে পতির মরণ সংবাদ পাইবামাত্র, এককালে অতলস্পর্শ বিষাদসমুদ্রে

* দিলাতূরের এ স্থানে আসিবার কারণ এই যে ইহা পূর্ব্বে ফরাসীদের অধিকৃত ছিল। এক্ষণে ইহা ইংরাজদের হইয়াছে।

† ইহা আফ্রিকা খণ্ডের দক্ষিণপূর্ব্ববর্ত্তী ভারতমহাসাগরের একটি প্রকাণ্ড দ্বীপ।

নিমগ্ন হইলেন। এইরূপে কিছুদিন গেলে পর তিনি কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া মনে২ এই ভাবিতে লাগিলেন এখন ত আমাকে অসহায়িনী হইয়া উপদ্বীপেই থাকিতে হইল, উপায় কি করি! এমন কোন সংস্থান নাই, যে তাহার অবলম্বনে, জীবন যাপন করিতে সমর্থ হই। এ স্থলে কাহারো সহিত আমার আলাপ পরিচয় নাই, কাহার নিকটেও সম্মান নাই, কিরূপে দিনপাত করিব।"

এইরূপ চিন্তায় মগ্ন থাকিয়া বিবি দিলাতূর, কোন্ দিক্ দিয়া দিবা রাত্রি যাইতে লাগিল, কিছুই জানিতে পারিলেন না। অভিভাবকের মধ্যে তাঁহার নিকটে এক কাফ্রি দাসী ছিল, কখন কিছু বলিতে কহিতে হইলে, সেই দাসী ভিন্ন কোন গতি ছিল না। কাহার নিকট যাচঞা করা তাঁহার কখনই অভ্যাস ছিল না; সুতরাং তাহাতে নির্ভর করাও কঠিন বোধ হইল। আশা ভরসা সকলই এক জনের উপরি ছিল, বিধাতা তাহাকে তাহা হইতেও বঞ্চিত করিয়াছিলেন! কিন্তু এতাদৃশ দুঃখের সময়ে তিনিই তাহার মনে সাহসের সঞ্চার করিয়া দিলেন। তাহাতেই তিনি সেই দাসীর সহায়তায় এখানকার এক স্থানে কৃষিকর্ম্ম করিয়া দিনপাত করিতে মনস্থ করিলেন।

উপদ্বীপ প্রভৃতি পতিত স্থানের নিয়ম এই যে, তাহাতে যদি কোন প্রজা বসিতে চায়, তবে সে যে স্থান মনোনীত করে, সেখানেই বাস করিতে পারে। এইহেতু তৎকাল পর্য্যন্ত বিবি দিলাতূরের এ প্রদেশের কোন অংশই নিজ বাসস্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট

হয় নাই। তিনি, লোকালয় হইতে নিরালয়ে অধিক সুখ সচ্ছন্দে থাকিতে পারিবেন ভাবিয়া, সেই উর্ব্বরা ও ব্যবসায় বাণিজ্যের স্থান লুই নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পর্ব্বতের কোণ ও গুহা প্রভৃতি নির্জ্জন স্থানের অন্বেষণে তৎপর হইলেন। সুখ দুঃখ জ্ঞানবান্ প্রাণী-মাত্রেই অতিশয় মনঃক্লেশ উপস্থিত হইলে, গহন বন ও পর্ব্বতের গুহা প্রভৃতি বিজন স্থানে থাকিতে ইচ্ছা করে। তাহারা মনে করে গহন বন ও পর্ব্বতাদি নিজন স্থানে অবস্থিতি করিলেই তাহাদের বিপদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ হইবেক, অথবা বিজন দেশের শান্তভাবে তাহাদের আত্মার শান্তি জন্মিতে পারি-বেক। যাহাহউক, যিনি, যখন যে বস্তুর প্রয়োজন হয়, তখনি তাহা দিয়া আমাদিগকে কষ্ট হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন, তিনিই বিবি দিলাতুরের জন্যে এক অমূল্য সখীরত্ন আশ্রয়স্বরূপ যুটাইয়া রাখিয়া ছিলেন।

তিনি বাস করিবার জন্য ইতস্ততঃ স্থান অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে২ একদিন এই স্থানটি দেখিতে পাইলেন এবং দেখিবামাত্র মনোনীত করিলেন। এক বৎসর পূর্ব্বে এখানে আর এক জন স্ত্রীলোক আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। তাহার স্বভাব সাহসিক, চিত্ত দয়ার্দ্র, এবং চরিত্র নিতান্ত সাধু, ব্রিটানি * দেশীয় কৃষকবংশে জন্ম, নাম মারগ্রেট। তিনি পূর্ব্বে আপন পরিবারবর্গের যৎপরোনাস্তি প্রিয় পাত্র ছিলেন; সুভ-

* এই দেশ ফ্রান্স দেশের উত্তর পশ্চিম দিকে আছে।

রাং স্বজাতীয় অধম ব্যবসায়ে থাকিলেও তাঁহার সুখ-স্বচ্ছন্দে কালহরণ হইতে পারিত; কিন্তু তিনি আপন দোষেই সে সকল সুখ হইতে বঞ্চিত হন, তাঁহার প্রতি-বাসী এক অভদ্রাচার ভদ্রসন্তান তাহাকে বিবাহ করি-বার আশা দিয়া কতক দিন তাঁহার সহবাসী হন। অব-শেষে আপন প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ না করিয়াই পাকে প্রকারে তাহাকে পরিত্যাগ করেন।

মার্‌গ্রেট নিজে অতি ভদ্রা ছিলেন, কি করেন; নিরু-পায়া হইয়া সেই নিষ্ঠুর ব্যলীকের নিকট সবিনয়ে প্রার্থনা করিয়া কহিলেন "যদি আমার প্রতি একান্ত নির্দ্দয় হওয়া তোমার উচিত হয়, হও, কিন্তু এখন আমি অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছি, সন্তান হইলে, যাহাতে তাহাকে প্রতিপালন করিতে পারি, এমন কিছু জীবিকা নিরূপণ করিয়া দাও" এইরূপ কাকূক্তিতেও সে দুরাচারের কর্ণপাত হইল না। তখন মার্‌গ্রেট নিতান্ত হতাশ হইয়া পড়িলেন এবং দিনে ২ লজ্জায় অভিভূত হইতে লাগিলেন। কি বলিয়া আত্মীয় স্বজনের নিকট মুখ দেখাইবেন তাহা ভাবিয়াই স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে মনে ২ এই যুক্তি স্থির করিলেন "আমার এই পরিজনমণ্ডলীর মধ্যে অবস্থিতি করিয়া মুখ দেখান আর ভাল দেখায় না। অতএব কোন নিরালয়ে গিয়া থাকিলেই, আমার এ দোষ ঢাকিতে পারিবেক। আমি অতি দুঃখিনী কৃষকের কন্যা বটি, কিন্তু পুরুষানু-ক্রমে আমার পিতৃবংশে কোন কলঙ্ক নাই; আমিও সেই পবিত্র মানধনের অধিকারিণী হইয়াছিলাম, সম্প্রতি আপন দোষে সেই ধন হারাইয়া বসিয়াছি।

এক্ষণে এস্থানে থাকিতে গেলে, কেবল আমাকে অপমানেই জীবন যাপন করিতে হইবেক। সুতরাং এই লোকালয়ে থাকিয়া আর কেন অনর্থক লোকবিদ্বেষ সহ্য করি; কিয়দ্দূর অন্তরে কোন নিরালয় স্থানে থাকিয়া এ কলঙ্কের হাত হইতে মুক্ত হই।”

মনে২ এই কল্পনা স্থির করিয়া মার্‌গ্রেট এই স্থলে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহাকে নিতান্ত দুঃখিনী দেখিয়া সদয় ভদ্র মহাশয়েরা কিঞ্চিৎ২ অর্থ দিয়াছিলেন; তিনি সেই অর্থ দিয়া এক জন কাফ্রিকে ক্রীত দাস করেন। যৎকালে তিনি এই স্থানে আগমন করেন, তখন সেই দাস তাহার সঙ্গ ছাড়া হয় নাই। এই যে সম্মুখে চাস বাসের চিহ্ন সকল রহিয়াছে দেখিতেছ, এ কেবল সেই দুই জন দাস দাসীদেরই স্বহস্তের করা।

মার্‌গ্রেট এইস্থানে গৃহে বসিয়া আপন শিশুকে স্তন্যপান করাইতেছিলেন, এমত সময়ে, বিবি দিলাতূর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আপনার যেমন অদৃষ্ট মার্‌গ্রেটেরও প্রায় তদ্রূপ দেখিয়া আপাততঃ মনে২ কিঞ্চিৎ হর্ষযুক্ত হইলেন এবং তাহার নিকটে বসিয়া আপনার মনের যত বেদনা ছিল, সমুদয় বিশেষ করিয়া বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

মার্‌গ্রেট স্বভাবতঃ অতিশয় সদয় ছিলেন, বিবি দিলাতূরের দুঃখের কথা শ্রবণ করিতে২ তাঁহার হৃদয় এক কালে কারুণ্যরসে আর্দ্র হইতে লাগিল। বিবি দিলাতূর যেমন তাঁহার উপরি বিশ্বাস করিয়াছিলেন, মার্‌গ্রেট তাহা আরো উত্তেজ করিয়া দিবার বাসনায়

তাঁহার নিকট আপন দোষের যে ২ ফল তাহার পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন। অপরিচিত ব্যক্তির নিকটে দোষের কথা বলিলে অপমান আছে এ বিষয়ে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না।

এইরূপে উভয়ের আলাপ ও পরিচয়ের পর, মারগ্রেট অকপটে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন "ভদ্রে! আমি যেন, যেমন কুকর্ম্ম করিয়াছিলাম, তাহার সমুচিত ফল প্রাপ্ত হইয়াছি; কিন্তু তুমিত তেমন পাপচারিণী নও, তবে কেন তোমাকে এতাদৃশ দুঃখভাগিনী হইতে হইল?"। এই কথা বলিতে ২ অন্তর্বাষ্পভরে তাঁহার কণ্ঠাবরোধ হইয়া উঠিল, আর কথা কহিতে পারেন এমত ক্ষমতা রহিল না, তথাপি অশ্রুপূর্ণবদনে ও গদ্গদস্বরে বিবি দিলাতুরকে কহিতে লাগিলেন "ভয় কি। তোমার চিন্তা কি! আমি তোমাকে এই কুটীরের একাংশ বাস করিতে দিতেছি, তুমি আমার নিকটে থাক। আমি অতি মন্দভাগিনী, যদি আমার সহিতও তুমি সখীভাব করিতে চাহিতেছ, আমার ইহা অপেক্ষা আর অধিক ভাগ্য কি!" বিবি দিলাতুর মারগ্রেটের এইরূপ আশ্বাসবাক্য শুনিয়া আনন্দ রাখিতে স্থান পান না এমনি হইয়া উঠিলেন এবং মনে ২ যৎপরোনাস্তি ধন্যবাদ দিয়া তখনি অমনি তাঁহাকে বাহুলতায় আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন "প্রিয়সখি! আমি এক জন উদাসীন ব্যক্তি, আমার দুঃখে দুঃখিনী হইয়া তোমাকে যেমন কাতরতা ও দয়া প্রকাশ করিতে দেখিতেছি, এমন আমার আপনার জনও কখন করিয়াছে কি না, তাহার সন্দেহ। যাহা

হউক, বুঝিলাম এত দিনের পর আমার ক্লেশ দূর করিবার জন্য পরমেশ্বরের ইচ্ছা হইয়াছে, নতুবা এমন যোগাযোগ কখনই ঘটিত না।”

মার্‌গ্রেট এ স্থলে উপস্থিত হইলে পর সর্ব্বাগ্রে তাঁহার সহিত আমার আলাপ পরিচয় হয়। আমি এখান হইতে অনধিক তিন ক্রোশ অন্তরে এক পর্ব্বত-ব্যবহিত অরণ্যমধ্যে বাস করি, মার্‌গ্রেটের বাস এই স্থানে ছিল, তথাপি আমি তাহাকে অতি ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশিনীর ন্যায় বোধ করিতাম।

প্রজাবহুল নগরের বাটী সকল কেবল প্রাচীর ও রাজপথ মাত্রেই ব্যবহিত হইয়া থাকে, তথাপি তত্রত্য পরিবারদিগের পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ হওয়া সংবৎসর-মধ্যেও ঘটিয়া উঠা ভার; কিন্তু এস্থল তেমন নয়, ইহাতে অতি অল্প দিন হইল লোকেরা বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে, অদ্যাপি এখানে ভালমত প্রজা বৃদ্ধি হয় নাই। এখানকার লোকদিগের বাটী ঘর দ্বার কেবল বন ও পর্ব্বতেই ব্যবহিত। পর্ব্বত বন ব্যবধান থাকিয়াও আমরা পরস্পরে পরস্পরকে প্রতিবাসী বলিয়া গণনা করিতাম। বিশেষতঃ তৎকালে ভারত-বর্ষীয় জনপদের সহিত এস্থানের কোন সংস্রবই ছিল না, এপ্রযুক্ত কেবল বাসস্থানের ঘনিষ্ঠতা হইলেই লোকেরদের পরস্পর আত্মীয়তা জন্মিতে পারিত।

বাপু হে! আমাদের সে এককাল গিয়াছে! তখনকার সন্তোষের কথা কত বলিব; বলিতে গেলে শেষ হয় না। যে দিন কেহ এখানে নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইতেন, সে দিন আমাদের আমোদ রাখিবার স্থান পাওয়া

ভার হইত। মার্‌গেরেটের এক নূতন সখী প্রাপ্তি হইয়াছে এ কথা পরম্পরায় শুনিবামাত্র, আমি অতিমাত্র সত্বর হইয়া এখানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইলাম। আমার মনের কথা এই ছিল যদি কোন বিষয়ে তাঁহাদের কিছু সাহায্য করিতে হয়, তাহা হইলে আমাদ্বারা কোন না কোন উপকার দর্শিলেও দর্শিতে পারিবেক। ইহা ভাবিয়া আমি এখানে উপস্থিত হইলাম এবং দেখিলাম বিবি দিলাতূরের রূপে কুটীর আলোকময় হইয়াছে। শোকে তাহার লাবণ্যময়ী মুখচ্ছবিতে মলিনতা জন্মিয়াছিল, তথাপি তাহার কান্তির কিছুমাত্র হ্রাস করিতে পারে নাই, বরং আর একখানি বিলক্ষণ শোভাই উৎপাদন করিয়াছিল।

কিছু দিন পরে, আমি বিবি দিলাতূরকে দেখিলাম, তিনি গর্ব্ভভরে নিতান্ত মন্থরা হইয়া পড়িয়াছেন, প্রসব হইতে আর বড় বিলম্ব নাই। ইহাতে আমি তাহাদিগের উভয়কে কহিতে লাগিলাম "তোমরা উভয়ে পরস্পর বন্ধুতা করিয়া যে এ স্থলে অবস্থিতি করিতেছ, ইহাতে আমার যৎপরোনাস্তি পরিতোষ জন্মিয়াছে, কিন্তু এক গৃহে দুই পরিবারের অবস্থিতি হইলে সর্ব্বতোভাবে ত সামঞ্জস্য হইতে পারে না। অতএব এক কর্ম্ম আছে, বলি শুন, এই গুহার মধ্যবর্ত্তী যে ন্যূনাধিক বিংশতি বিঘা ভূমি পতিত রহিয়াছে, ইহা তোমরা উভয়ে সমানাংশে বিভাগ করিয়া লও। উত্তরকালে তোমাদের সন্তানেরা যোগ্য হইয়া উঠিলে তাহাদের পক্ষে আর কোন অসুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা

থাকিবেক না। এবং অন্য কেহ আসিয়াও ইহা সহসা অধিকার করিতে সমর্থ হইবেক না”।

আমার মুখ হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া, তাহারা উভয়েই আমার নিকটে এই ভূমিখণ্ড বিভাগ করিয়া দিবার প্রার্থনা করিলেন; আমিও তদনুসারে ইহা সমান অংশদ্বয়ে বিভক্ত করিয়া তাহাদের দুজনকে সমর্পণ করিলাম। ঐ সম্মুখস্থ পর্ব্বতের তালনদীর উৎপত্তি স্থান হইতে উহারি ঐ বিস্তারিত বিদার পর্য্যন্ত এক জনের অংশে পড়িল। উহার মধ্যে যে স্থান বনময় দেখা যাইতেছে, উহা অতিশয় দুর্গম। বিশেষতঃ ক্ষুদ্র২ প্রস্তরখণ্ডে ব্যাপ্ত থাকিয়াও মধ্যে২ নদীর স্রুতি ও ঝরণায় পূর্ণ হইয়া ইহা সকলেরই অগম্য হইয়াছে। আর তালনদীর তীর অবধি আমাদের এই উপবেশন স্থান পর্য্যন্ত যে ভূমিখণ্ড, তাহা অপর অংশের অন্তর্গত, তালনদী এই স্থান বেষ্টন করিয়া সাগরের সহিত মিলিত হইয়াছে। এইরূপে আমি এই ভূমিখণ্ড সমান দুই ভাগে বিভাগ করিয়া, এ অংশ তুমি লও, এ অংশ তুমি লও, ইহা না বলিয়া, তাহাদিগকে কহিলাম “এখন এক কর্ম্ম কর, এই দুই অংশে তোমরা গুটিকাপাত * করিয়া আপন আপন স্বত্ব নির্দ্দিষ্ট করিয়া লও”।

ইহাতে তাহারা মহা আমোদপূর্ব্বক সেইরূপ করিয়া লইল। এখানকার ঐ উচ্চ ভাগ বিবি দিলাতুরের অংশে পড়িল। নিম্ন ভূমিখানা মার্গ্রেটের হইল।

* গুটিকাপাতকে অপভাষায় সুরতিখেলা বলে

এইরূপে উভয়কে ভূমি সকল অংশ করিয়া দিলে পর, তাঁহারা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া, আমার নিকটে বিনয়পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন " মহাশয়! আপনি আমাদের জন্যে যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই ভূমি সকল ভাগ করিয়া দিলেন ; এক্ষণে আমরা প্রার্থনা করিতেছি, যাহাতে আমরা এখানে বাস করিতে পারি এমন একটু স্থান দেখিয়া তাহাতে আর একখানি ঘর বাঁধিয়া দেউন ? সে ঘরখানি এমনি স্থানে করিয়া দিবেন, যেন আমরা দুই সখীতে পরস্পর সাহায্য ও কথাবার্ত্তা করিতে সমর্থা হই। ইহা হইলেই আমাদের মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ হয়"। তাহাদের তাদৃশ প্রার্থনায় আমি সম্মতি না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। কিন্তু আর একখানি ঘর কোন্ স্থানে বাঁধিলে ভাল হয়, তাহা তখন মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম। দেখিলাম মার্গ্রেটের ঘর খানি ঠিক গুহার মধ্যবর্ত্তী এবং তাহারি ভূমিখণ্ডের প্রান্তভাগে অবস্থিত রহিয়াছে। তাহার পরই বিবি দিলাতূরের নিজের ভূমিভাগ। ইহা দেখিয়া আমি মার্গ্রেটের ঘরের পারেই বিবি দিলাতূরের নিজের স্থানে তাহার একখানি ঘর বাঁধিয়া দিলাম।

এইরূপে ঘর দ্বার প্রস্তুত হইলে পর, সেই দুই প্রিয়সখীতে আপন আপন ঘরে থাকিয়া পরম সুখে সংসারধর্ম্ম করিতে লাগিলেন। বৎস! এই যে দুই খানি ভাঙ্গা ঘর দেখিতেছ, উহা আমারই স্বহস্তে নির্ম্মিত। আমি আপন হাতে পর্ব্বত হইতে চাপড়া কাটিয়া আনিয়া, উহার দিয়াল গাঁথিয়া দিয়া ছিলাম

এবং তালনদীর তীরস্থিত তালগাছ হইতে তালপাতা কাটিয়া আনিয়া উহার চাল ছাইয়া দিয়াছিলাম। এখন কেবল মাটির ঢিপি রহিয়াছে। সে ঘরের কিছুই নাই। কালে২ সমস্তই কালগ্রাসে পড়িয়াছে। তথাপি এখন যাহা কিছু অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহাতে আমার মনে সে কালের কথা সকল ভুলিয়া দিতে পারে, সন্দেহ নাই। কালের করাল গ্রাসে কি না পতিত হয়। সে সর্ব্বভক্ষক, তাহার উদর কিছুতেই পূরে না। তাহার মুখের আহুতি নয় এমন কোন বস্তুই জগতে দেখিতে পাইনা। রাজ্যমধ্যে রাজাদের কীর্ত্তিস্তম্ভ-সকল দাম্ভিকের মত গা ফুলাইয়া দণ্ডায়মান থাকে, কিছুকাল বিলম্বে তাহারও সে অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া যায়। তবে যে সেই সকল প্রণয়িনীদের গৃহাদির চিহ্ন-সকল এখন পর্য্যন্তও তাহার গ্রাসে পড়ে নাই, তাহার কারণ কেবল আমাকে ক্লেশ দেওয়া ভিন্ন আর কোন কারণই বোধ হয় না।

বিবি দিলাতূর সেই নূতন গৃহে বাস করিতে আরম্ভ করিলে পর, তাহার এক কন্যাসন্তান হয়। ইতিপূর্ব্বে মার্‌গ্রেটের পুত্র হইলে আমি তাহার নামকরণ প্রভৃতি তাবৎ সংস্কার সম্পন্ন করিয়াছিলাম। এবং তাহার নাম পাল রাখা গিয়াছিল। বিবি দিলাতূরের কন্যা হওয়াতে, তিনি আমাকে কহিলেন "মহাশয়! আপনি কর্ত্তা রহিয়াছেন, এবং আমার প্রিয়সখীও আছেন, দুই জনে কৃপা করিয়া আমার কন্যার নামকরণ এবং আর যাহা কিছু সংস্কার করা আবশ্যক, তাহা সমাধা করিয়া দেউন"। এই কথা শুনিয়া আমি অবশ্য

কর্ত্তব্য বোধে তাহা স্বীকার করিলাম। শাস্ত্রের বিধি অনুসারে কন্যার সংস্কার করা হইল; এবং মার্‌গ্রেটের মতে তাহার বর্জিনিয়া এই নাম রক্ষিত হইল। নামকরণ সমাপন হইলে পর, মার্‌গ্রেট তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন "যে পরমেশ্বর এ কন্যাকে ধর্ম্মরতা করুন্‌"।

কতিপয় দিবস অতীত হইলে পর, বিবি দিলাতূর সুস্থ হইয়া উঠিলে, তাহারা দুই সখীতে মিলিয়া আপনাদের দিনপাতের জন্য এই সকল ক্ষেত্রে কৃষিকর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিলেন। আমিও মধ্যে২ আসিয়া তাহাদের সেই কর্ম্মে সহায়তা করিতাম, কিন্তু তাহাদের সমভিব্যাহারে যে দুই কাফ্রি দাস ও দাসী ছিল, তাহারাই অবিরত পরিশ্রম করিয়া, যাহা২ করিতে হয় তাহা সমাধা করিত। মার্‌গ্রেটের দাস দমিঙ্গের বয়স্‌ অধিক হইয়াছিল। তথাপি চাসবাসের পক্ষে যাহা কিছু করিতে হয়, তাহাতে নিপুণতার কিছুমাত্র ত্রুটি ছিল না। সে যখন যেমন কাল, তাহার বিশেষ বলাবল বুঝিতে পারিত। তাহাতে কোন্‌ শস্য কখন্‌ বুনিতে হয়, এবং কখন্‌ কি রোপণ করিতে হয়, কখন্‌ বা সে সকল প্রস্তুত হইলে কাটিতে হয়, তাহা কিছুই তাহার অবিদিত ছিল না। তাহাদের কৃষিকর্ম্মে এত উৎপন্ন হইত যে সংবৎসরকাল তাহাদের খাইবার জন্য আর কিনিতে হইত না। এবং যাহা উদ্বর্ত্ত হইত তাহার বিক্রয় দ্বারা আর২ প্রয়োজনীয় দ্রব্যও সংগৃহীত হইত। দমিঙ্গের মন এমনি নির্ম্মল ছিল, যে সে মার্‌গ্রেটের অপেক্ষায় বিবি দিলাতূরের

প্রতি কিছুমাত্রও ভক্তির ন্যূনতা করিত না। এ জন্য বিবি দিলাতুরও তাহাকে যথেষ্ট ভাল বাসিতেন।

বর্জিনিয়া ভূমিষ্ঠ হইলে পর, বিবি দিলাতুর আপন দাসী মেরীর সহিত দমিঙ্গের বিবাহ দেন। মেরীর জন্ম-ভূমি আফ্রিকাখণ্ডের মাদাগস্কর নগর। সংসার ধর্ম্মের যাহা কিছু আবশ্যক, মেরী সে সকল স্বহস্তে প্রস্তুত করিতে বিলক্ষণ পারক ছিল; এ কারণ দমিঙ্গ তাহাকে বড়ই ভাল বাসিত। ভাল মন্দ দ্রব্যসামগ্রী পরিষ্কাররূপে গুছিয়া রাখা, গৃহাদি মার্জন করা প্রভৃতি সাংসারিক কাজ কর্ম্ম করিতে তাহার তুল্য অন্য কোন স্ত্রীলোকে পারিত না। এতদ্ভিন্ন সে বড়ই বিশ্বাসের পাত্র ছিল। সে উভয় সংসারে পাকাদি তাবৎ কার্য্য আপন হাতে সম্পন্ন করিত। এবং চাসের দ্রব্য সকল যাহা কিছু সংসারের নিত্য ব্যয় হইয়া উদ্বর্ত্ত হইত, সে সমস্ত লুই নগরের বাজারে লইয়া বিক্রয় করিয়া আসিত। সেই দুই পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির পরিচয় একে একে প্রদত্ত হইল। এক্ষণে তাহা-দের নিকট যে এক ছাগমিথুন ও একটি কুকুর ছিল তাহারও উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। কারণ তাহাদিগকেও তাহাদের প্রতিপাল্যের মধ্যে ধরিতে হইবেক। গৃহস্থ হইলেও অপর দুই চারি জন লইয়া পালন করিতে হয়, তাহাদের কাছে উহারাই তেমনি ছিল। দ্রব্য-সামগ্রীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রক্ষক চাই, সেই কুকুর তাহাই ছিল।

সেই দুই সখীতে সংসারের তাবৎ কর্ম্ম করিতেন, এবং পরিশ্রমের ফল নহিলে তাঁহারা কদাচ স্বকীয়

সুখ সমাধান করিতেন না। স্বয়ং ক্ষেত্রের তত্ত্বাবধান করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহারা অতি সামান্য বেশে প্রতি রবিবার প্রত্যূষে বাতাবি গিরিজায় ভজনা করিতে যাইতেন। বাঙ্গালী দাসীরা যেমন মোটামুটি কাপড় পরিয়া থাকে, তাঁহারাও ঠিক সেই মত পরিতেন। নগরবাসী লোকেরা তাহাদিগকে দেখিয়া পাছে ঘৃণা করে এই ভয়ে, তাঁহারা কম পথ হইলেও লুই নগর দিয়া কদাচ গিরিজায় যাইতেন না। এইরূপ সামান্য ভাবে থাকিয়া তাঁহারা যেরূপ সুখ সচ্ছন্দ ভোগ করিয়া গিয়াছেন, ভাল ভাল পদস্থ ও সম্পন্ন ব্যক্তিরাও তেমন সুখের সুখী হইতে পারেন না। তাঁহারা প্রায় সর্ব্বদাই আনন্দে থাকিতেন। ইহার মধ্যে যদি দৈবাৎ কখন কোন সামান্য ক্লেশ উপস্থিত হইত, তাহারা গন্তব্যই করিতেন না।

যে দিন তাঁহারা দুই সখীতে গিরিজায় ভজনা করিতে যাইতেন সে দিন তাঁহাদের ফিরিয়া আসিবার সময়ে, দমিঙ্গ ও মেরী দুই স্ত্রীপুরুষে ঐ সম্মুখস্থ পর্ব্বতের শিখরে আরোহণ করিয়া পথ চাহিয়া থাকিত। যখন দেখিত তাঁহারা বাতাবিকুঞ্জ উত্তীর্ণ হইয়া রাজপথে উঠিয়াছেন, তখনি তাহারা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া শিখর হইতে পর্ব্বতের অপর দিকের নীচে নামিত, এবং তাহাদিগকে উহার উপরি উঠিবার সময়ে সহায়তা করিত। ঐ সময়ে সেই কর্ত্রীরাও তাহাদের মুখ দেখিয়া জানিতে পারিতেন যে তাহাদের প্রত্যাগমনে উহারা পরম সন্তুষ্ট হইয়াছে। পরে গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইতেন যেটি যখন চাই সে সমুদায়-

গুলি তাহারা পরিপাটীরূপে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং তাহাদের পরিতোষের আর ইয়ত্তা থাকিত না। ফলে যাহাদের এমন প্রভুভক্ত দাস দাসী থাকে, তাহাদের কৃতজ্ঞতা ও স্নেহের সহিত সেবা প্রাপ্তি কিছু আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে।

সেই দুই সখীদের দুঃখ একপ্রকার ছিল বলিয়া তাহাদের পরস্পর প্রণয়ে আর কিছুমাত্র কপট ছিল না। কেহ কাহাকে ডাকিতে হইলে তাহারা পরস্পর প্রিয়সখি! ভগিনি! সহচরি! বলিয়া সম্বোধন করিতেন। অধিক বলা বাহুল্য, বস্তুতঃ, তাহাদের যে পরস্পর ভেদ সে কেবল দেহেতেই ছিল এইমাত্র, অন্য আর কিছুতেই তাহাদের ইতরবিশেষ ছিল না। তাহাদের পরস্পর ভেদ না থাকিবার কারণ শ্রবণ কর। তাহাদের ইষ্ট ও অনিষ্ট লাভালাভ, এবং আহার ব্যবহার সকলি একাকার ছিল। বিশেষতঃ যৎসামান্য কাজ কর্ম্ম করিবার আবশ্যক হইলেও, তাহা উভয়ের ঐক্য ব্যতীত কদাচ সম্পন্ন হইত না। কখন২ তাহারা মনোদুঃখের গতিকে চক্ষের জল ও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেন, কিন্তু তখনই আবার তাহাদের ধৈর্য্য উপস্থিত হইত। তাহারা সাতিশয় ধার্ম্মিক ও বুদ্ধিমতী ছিলেন, একারণ বুঝিতে পারিতেন, যে আমাদের এ শোকের বিষয় সকল মনুষ্যের আয়ত্ত নহে; সুতরাং তাহাতে অধিক ক্ষণ মগ্ন না থাকিয়া আপনা আপনিই তাহা হইতে ক্ষান্ত হইতেন।

শিশুরা, স্নেহ প্রকাশ করিতে হয় এমন কোন কথা জানে না, কেবল যেমন শিক্ষা পায় তেমনি শিখে, এই

কারণ বশতঃ সেই দুই মাতা আপনং বালক বালিকাকে, প্রথমতঃ ভাই বোনকে যাহা বলিয়া ডাকিতে হয়, সেই সকল সম্পর্কের কথা শিখাইতে লাগিলেন। শিশুরাও তদবধি কেহ কাহাকেও ডাকিতে হইলে সেইরূপ সম্বোধন করিয়া ডাকিত। বাল্যকাল অবধি এইরূপে শিক্ষিত হইয়া তাহারা পরস্পর আবশ্যক কার্য্যসাধনে সহায়তা করিত। বর্জ্জিনিয়া কিঞ্চিৎ বড় হইয়া উঠিলে সংসারধর্ম্মের অনেক কার্য্যের ভার তাহার হস্তে সমর্পিত হয়। বিশেষতঃ সে ভোজনের বিষয়ে তত্ত্বাবধান করা এবং সকল প্রকার খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করার ভার স্বেচ্ছাপূর্ব্বক গ্রহণ করে। বর্জ্জিনিয়া স্বহস্তে দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিত বলিয়া পালের যৎপরোনাস্তি আমোদ জন্মিত। সে এই উপলক্ষে বর্জ্জিনিয়াকে সতত ধন্যবাদ ও প্রশংসা করিত। তাহাতে বর্জ্জিনিয়াও আপনার শ্রম সফল এবং আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিত। এই সকল ক্ষেত্রে চাসবাস করা ও পর্ব্বতীয় বন হইতে জ্বালানি কাষ্ঠ ভাঙ্গিয়া আনার বিষয়ে দমিঙ্গকে সহায়তা করা পালেরই কর্ম্ম ছিল। পাল বনে গিয়া যদি ভাল ২ ফল, কিম্বা ছানাশুদ্ধ পাখীর বাসা দেখিতে পাইত, তাহা হইলে সে সেটি তৎক্ষণাৎ তথা হইতে ভাঙ্গিয়া আনিয়া বর্জ্জিনিয়ার হস্তে সমর্পণ করিত। যদি দৈবাৎ কখন একটি শিশুকে কোন স্থানে একাকী দেখা যাইত, তখনি অমনি আর একটিকে তাহার অনতিদূরে অবস্থিত দেখা পাইতে আর কিছুমাত্র বিলম্ব হইত না।

এক দিবস আমি পর্ব্বত হইতে নামিয়া তাহাদের

গৃহের অভিমুখে আসিতেছিলাম। আসিতে আসিতে দেখিতে পাইলাম, বর্জ্জিনিয়া উদ্যানের প্রান্তভাগ হইতে অতি দ্রুতবেগে ধাবমান হইয়া আসিতেছে। তখন গুড়ুনি২ বৃষ্টি হইতেছিল বলিয়া, সে আপন পরিধেয় বস্ত্রের অঞ্চল পৃষ্ঠদেশ হইতে তুলিয়া মাথা ঢাকিয়া আসিতে লাগিল। দেখিবামাত্র হঠাৎ আমার বোধ হইল সে একাকিনীই আসিতেছে, সঙ্গে আর কেহই নাই। ইহাতে আমি সত্বরে তাহাকে আশ্রয় দিবার জন্য আগিয়া আসিতে লাগিলাম। নিকটে আসিয়া দেখি যে পালও তাহার সঙ্গে আসিতেছে, এবং দুই জনে হাত ধরাধরি করিয়া এক বসনের অঞ্চলে আপন২ মস্তক ঢাকিয়া রাখিয়াছে। বৃষ্টির সঙ্গে২ যে বাতাস হইতেছিল তাহাতে সেই অঞ্চলখানি স্ফীত হইয়া এমনি বোধ হইতে লাগিল, যেন লেডার সন্তান দুটি অণ্ডখণ্ডে আবৃত হইয়া আগমন করিতেছে। *

এইরূপ পরস্পর সাহায্য করাই তাহাদের অপরিসীম আনন্দের মূলীভূত কারণ হইতে লাগিল। অহর্নিশি তাহাদের এ সকল ব্যাপার ভিন্ন আর কিছুই অনুশীলন করা হইত না। লেখা পড়া প্রভৃতির কিছুই তাহারা অবগত ছিল না। কখন সেই বিস্ময়জনক পদার্থ দেখিলেও তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করিতে ইচ্ছুক হইত না। তাহারা এই সকল পর্ব্বত এবং ক্ষেত্রের

---

* গ্রীকপুরাণে কথিত আছে টিণ্ডুস রাজার হংসরূপী মহিষী লেডা জুপিটর দেবের ভজনা করিয়া এক ডিম্ব প্রসব করেন, সেই ডিম্বমধ্যে এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুত্র ও তদ্রূপ এক কন্যা ছিল।

সীমার বাহিরে কি আছে তাহা কিছুই জানিত না। অধিক আর কি বলিব, তাহারা এই উপদ্বীপকেই সমগ্র পৃথিবী বলিয়া বোধ করিত। তাহাদের আশা ভরসা সমস্তই এ সকল স্থানের বস্তুর উপরি ভিন্ন আর কিছু-তেই ছিল না। মারগ্রেট ও বিবি দিলাতুরের যে ক্ষমতা ছিল, তাহা পরস্পরের উপকার ভিন্ন আর কুত্রাপি নিয়োজিত হইত না। পাল ও বর্জ্জিনিয়ার কোমল মন কখন বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনায় বিরক্ত হইত না। শিক্ষকের শাসনে কখন তাহাদের নয়ন হইতে অশ্রুবারি বিগলিত হইত না। ফলে স্বভাব-গুণে যাহাদের মনে কখন অনীতির সঞ্চারই হয় নাই, তাহাদের নীতিশিক্ষার বিষয়ই বা কি?। লাভ ও অলাভ, জয় ও পরাজয় যাহা কিছু সকলই তাহাদের একাকার ছিল, সুতরাং যদি তাহাদের এক জন অপ-রের দ্রব্য লইয়া ব্যবহার করিত, তাহা হইলে অপরে তাহা চৌর্য্য দোষ বলিয়া ধর্ত্তব্য করিত না। শাক পাত ফল মূলই তাহাদের নিয়মিত আহার ছিল, তদ্ভিন্ন যাহাতে রুচি হইত তাহাও খাইত। এই সকল কারণ বশতঃ কোন বিষয়ে তাহাদের অপরিমিতাচার ঘটিয়া উঠিত না। শিশুদিগের মধ্যে, এমন কোন বিশেষ দ্রব্য ছিল না যে এটি অমুকের অসাধারণ, কিন্তু অমুকের নয়, এই কথা লইয়া কোন বিবাদ উপস্থিত হয়। সুতরাং তাহাদের পরস্পর প্রতারণা করিবারও ইচ্ছা হইত না। শিশুরা জননীদের উপর যাহার পর নাই ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। জননীরাও নিতান্ত সন্ত-তিবৎসলা ছিলেন। সুতরাং "পিতা মাতার দ্বেষ-

কারী সন্তানদিগকে পরমেশ্বর দণ্ড করেন এবং তাহা-রাও অন্তে নরকযাতনা সহ্য করে” এ কথা তাহাদের কর্ণকুহরেও কখন প্রবেশ করে নাই। বালককালাবধি তাহারা যে ধর্ম্মবিষয়ে শিক্ষা পাইত, তাহা অতি সহজ। ক্ষণকালের জন্য উৎকট বলিয়া তাহাদের মনে প্রতীতি হইত না। ভজনালয়ে গিয়া যেরূপে পরমেশ্বরের আরাধনা করিতে হয়, তাহারা তাহার কিছুমাত্র করিত না, কেবল সময়ে২ একং বার তাঁহার উদ্দেশে হাত-দুখানি যোড় করিয়া তুলিত-এই মাত্র। আর জননী-দের উপরি যতদূর পর্য্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতে হয় তাহাতে কিছুমাত্রও ক্রটি করিত না। তাহারা যে-রূপে পরমেশ্বরের উপাসনা করিত, বলিতে গেলে তাহাই যথার্থ উপাসনা বলিতে হয়। তাহাই সাধুদের সম্মত। তাদৃশ উপাসনায় কাল, অকাল, স্থান, অস্থানের কিছুমাত্র বিবেচনা নাই। যখন তখন যেখানে সেখানে করিলেই তাহা সিদ্ধ হইতে পারে। তাহারা এইপ্রকার উপাসনাই উৎকৃষ্ট বলিয়া সমা-ধান করিত।

এইরূপে তাহারা শৈশবাবস্থা অতিক্রম করিয়া কৌ-মারাবস্থায় পদার্পণ করিলে পর, তাহাদের শরীরে রূপ লাবণ্য, এবং মনেতে স্ফূর্ত্তি, সাহস, উৎসাহাদি ক্রম-শই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহাদিগকে সেই অব-স্থায় দেখিলে পর, সকলেরই মনে প্রীতি জন্মিত। তাহারা তখন সাংসারিক কার্য্যের তাবৎ ভার স্বহস্তে লইয়া জননীদিগকে নিশ্চিন্ত করিয়াছিল। বর্জ্জিনিয়া প্রতিদিন প্রভাতকালে কুক্কুটধ্বনি শুনিতে পাইলেই

অমনি সর্ব্বাগ্রে গাত্রোত্থান করিত এবং নিত্য২ সংসারে যত জল লাগিত, তাহা ঐ পর্ব্বতের ঝরণা হইতে তুলিয়া আনিত। পরে সমস্ত পরিবারের জন্য প্রাতরাশ আপন হস্তে প্রস্তুত করিত। মেরী বাসন কোশন মাজা, ঝাঁইট পাঁইট দেওয়া এ সমস্ত কাজ কর্ম্ম করিতে থাকিত। ক্ষণকাল পরে পর্ব্বতের চূড়ায় রৌদ্র উঠিতে দেখিয়া মারগ্রেট ও তাঁহার পুত্র, বিবি দিলাতুরকে সঙ্গে লইয়া আপনাদের ঘরখানির ভিতর উপাসনা করিতে আরম্ভ করিতেন। দণ্ডখা-নিক পরে তাহা সমাপন করিয়া সকলে মিলিয়া উঠা-নে কলাতলায় প্রাতরাশ করিতে বসিতেন। ঐ সকল কলাগাছের পাতা তাহাদের ভোজনপাত্র রাখিবার আস্তর হইত, এবং পরিণত ফলগুলিতে বিলক্ষণ আহার চলিত। দুইটি বালক বালিকা তাদৃশ প্রকৃতি-সম্ভব পুষ্টিকর দ্রব্য সামগ্রী আহার করিতে২ ক্রমশঃ কান্তিপুষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। তৎকালীন তাহাদের মুখের যে অপূর্ব্ব শ্রী হইয়াছিল, দেখিলেই তাহাদের অন্তঃকরণ নির্ম্মল ও প্রসন্ন বোধ হইত।

যখন বর্জ্জিনিয়ার দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইল, তখন তাহার দেহে একখানি অলৌকিক লাবণ্যময়ী ছায়া প্রকাশ পাইতে লাগিল। আহা! তাহার মুখখানি যেন আমি এখনও দেখিতে পাইতেছি। উজ্জ্বল২ কুন্তলগুলি সেই চাঁদ বদন খানির আশে পাশে পড়িয়া যেরূপ তাহাকে সুশোভিত করিত, তাহা মনে হইলে আর ক্ষণমাত্র ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারা যায় না। আ মরি! যে ব্যক্তি তাহার সেই দুটি মনোহর চক্ষু

একবার নয়নগোচর করিয়াছে, তাহার কি নীলনলিন দর্শনে আর অভিরুচি আছে?। তাহার ওষ্ঠাধরের বর্ণের সঙ্গে প্রবাল মনির তুলনা দিয়া কি কোন ব্যক্তি পরিতৃপ্ত হইতে পারে?। বিবেচনা কর দেখি, একে তাহার মুখখানি সহজেই সুন্দর, তাহাতে আবার এই সকল অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়াছিল, সুতরাং তাহা দেখিলে মন না ভুলিবার বিষয় কি?। মুখেং বর্ণনা করিয়া আমি তাহার সেই মুখশ্রীখানি কেমন করিয়া ব্যক্ত করিব? তাহার চক্ষু দুটির এমনি স্বভাবসিদ্ধ মনোহর ভাব ছিল, যে তাহা তাহার কথোপকথনের সময়ে দেখিলে পর সতেজ অথচ উল্লসিত বোধ হইত। যখন সে চুপ করিয়া থাকিত, তখন তাহার দৃষ্টিটি কিছু ঊর্দ্ধ হইত, ইহা আমি বিলক্ষণ অনুভব করিয়া দেখিয়াছিলাম। তদবস্থাতে মুখ দেখিলে তাহার যে বিশিষ্ট বুদ্ধিমত্তা ছিল, তাহা সুচারুরূপেই প্রকাশ পাইত।

পাল তৎকালে যৌবন-সীমায় পদার্পণ করিয়াছিল। তাহারও কিছু বিশেষ কহি শুন। তদবস্থায় তাহাকে দেখিলে সম্পূর্ণ সাহসী ও বীর-পুরুষের ন্যায় বোধ হইত। তাহার দেহ বর্জ্জিনিয়ার চেয়ে দীর্ঘতর এবং বর্ণ অপেক্ষাকৃত মলিন। তাহার রঙ্গ মলিন হওয়ার কারণ এই যে, সে অনবরত গাত্র খুলিয়া রৌদ্রেং বেড়াইত এবং সেই ভাবে খেত খোলার কাজ কর্ম্মও করিত। কখন বৃষ্টিই এক পসলা তাহার উপরি দিয়া যাইত। শরীরের এইরূপ অনাদর ও অযত্ন করাতে তাহার বর্ণটা একপ্রকার রৌদ্রপোড়া মলিনের মত হইয়া গিয়াছিল। পালের নাকটি ঈষৎ উন্নত ছিল।

চোখ দুটি আকর্ণ দীর্ঘ অথচ সুচারুরূপ সতেজ কৃষ্ণবর্ণ। দেখিবামাত্র একটা প্রকাণ্ড বীর পুরুষের মত বোধ না হইয়া যাইত না। সেই চক্ষুর পক্ষ্মগুলি যদি বড়২ না হইত, তাহা হইলে তাহার যাদৃশ সতেজভাব ছিল, তাহাতে আরো কর্কশ বোধ হইত; সুতরাং সে চাহিবামাত্র অন্য কোন ব্যক্তির ভীত না হইবার বিষয় থাকিত না। কিন্তু সেই লম্বা২ পক্ষ্মদ্বারা তাহার নয়ন দুটি এমনি মানাইয়াছিল, যে তাহার শোভা ও সুকুনারতার বিষয় বর্ণনা করিয়া উঠা ভার।

পালের এক অসাধারণ স্বভাব এই ছিল, যে সে কাজ কর্ম্ম ছাড়া কথনই কোন সময় অনর্থক নষ্ট করিত না। সে কোন কার্য্যে ব্যস্ত আছে, অথবা কোন আমোদ প্রমোদ করিতেছে, এমত সময়ে যদি বর্জিনিয়া তাহার নিকট আসিত, তাহা হইলে সে তথনি অমনি সে সকল কাজ কর্ম্ম ফেলিয়া তাহার সহিত একত্র উপবিষ্ট হইত। কথন বা তাহারা দুই জনে কথাবার্ত্তা না করিয়া কিছু আহারাদি করিতে থাকিত। সে সময়ে তাহাদিগকে দেখিতেই এক অপরূপ। তাহাদের শাদা২ পায়, মোজা ও জুতা কিছুই থাকিত না। তাহারা সেইপ্রকার সহজ-সুন্দর ভঙ্গিতে উপবেশন করিত। যদি তাহাদের প্রতি অকস্মাৎ কাহারো দৃষ্টিপাত হইত, তাহা হইলে তাহার মনে শাদা পাতরের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া প্রতীতি না হইয়া যাইত না; কিন্তু তাহাদের সে চন্দ্রবদনে যথন ভ্রাতৃভগিনীর স্নেহময় হাস্য প্রকাশ পাইত, এবং সেই উভয়ের চারি চক্ষু একত্র মিলিত হইত, তথন তাহাদিগকে দেখিলে

স্বর্গীয় কোন অপ্সরা জাতি, অথবা অন্য কোন প্রণয়-ধন প্রাণী বলিয়া বোধ হইত। যখন তাহারা পরস্পর নিরীক্ষণ ও হাস্য করিত, অথচ মুখে কোন কথাটি কহিত না, তখন দেখিলে পর কাহার না বোধ হইত, যে সামান্য কথা দ্বারা আন্তরিক প্রীতিকে ব্যক্ত করা তাহাদের কদাচ অভিমত নহে।

এদিকে বিবি দিলাতুর আপনার মেয়েটির পক্ষে পরে কি ঘটনা হইবেক, এই চিন্তাই দিবানিশি করেন, কিন্তু তদ্বিষয়ে কিছুই স্থির করিতে পারেন না। মধ্যে মধ্যে তিনি এমনও ভাবনা করিতেন, যে আমি মরিলে ইহার ভরণ পোষণ কে করিবেক? না জানি মেয়েটা তখন কত ক্লেশই পাইবে। মনে২ এই সকল বিষয় আন্দোলন করিতে২ তিনি তখন এককালে উদ্বেগসমুদ্রে নিমগ্ন হইতেন। কিন্তু কি হইবে, কি উপায় করিতে হইবে, এবং কিসেইবা ভাল হইবে, তাহার বিষয় কিছুই স্থির করিতে পারিতেন না। সুতরাং ক্ষণকাল পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া আপনাআপনিই ক্ষান্ত হইতেন।

ফ্রান্সদেশে বিবি দিলাতূরের এক প্রাচীন পিসী তখন পর্য্যন্তও বাঁচিয়া ছিলেন। সেই বৃদ্ধার যেমন কুলমর্য্যাদা তেমনি ধন সম্পত্তি, উভয়ই প্রচুররূপ, কিন্তু তাঁহার এক কুস্বভাব এই ছিল, যে আপনি যেটা ধরিতেন সেইটিই বলবৎ করিয়া বোধ করিতেন। তাঁহার সহিত অন্যের মতান্তর হইলে তিনি তাহাকে যাহার পর নাই দ্বেষ করিতেন। সেই বৃদ্ধা হইতেই বিবি দিলাতুরের এত ক্লেশ। ফলে সেই বৃদ্ধা তাঁহার

সকল অনর্থের মূল। বিবি দিলাতুরের অপরাধের কথা বলিতেছি তুমি শুনিয়া বিবেচনা কর। তিনি, যাহার সহিত মনের মিলন হইয়াছিল, তাহাকেই পতিপদে বরণ করিয়াছিলেন এইমাত্র। ইহাতেই সেই বৃদ্ধা তাহাকে যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা করেন এবং নির্দ্দয়ভাব প্রকাশপূর্ব্বক তাহাকে একেবারে স্পষ্ট করিয়া কহেন যে "তুই একেবারে আমার মন হইতে গিয়াছিস্, জন্মাবচ্ছিন্নে আমি আর তোর মুখ দেখিব না, এবং তোর কখন কিছু উপকারও করিব না"।

এই সমস্ত কারণেই বিবি দিলাতুর যুবক দিলাতুরের সঙ্গিনী হইয়া এই উপদ্বীপে আইসেন। তিনি অতি-শয় ক্লেশে পড়িলেও যে সেই পিসীকে জানাইতে চাহিতেন না, তাহার প্রধান কারণ এই। কিন্তু তখন আর তাহার সে অভিমান করিলে চলিবে কেন। সন্তানের জননী হইলে কাহারো অহঙ্কার সাজে না। বিবি দিলাতুর এত দিন অহঙ্কার করিতেন শোভা পাইত, এখন তাহার কন্যার কিসে লালন পালন হয়, কিসেই বা উত্তর কালে তাহার চলিতে পারে, সেই ভাবনাই প্রধান হইয়া উঠিল। এক দিন তিনি মনে২ বিবেচনা করিলেন, পিসী আমাকে গালিই দেউন, আর তিরস্কারই করুন, বর্জ্জিনিয়ার জন্য একবার তাঁহার কাছে কিছু যাচ্ঞা করিয়া পাঠাইতে হইবে; নচেৎ আর অন্য কোন উপায় দেখিতে পাই না।

মনে মনে এই প্রকার বিবেচনা করিয়া বিবি দিলা-তুর আপন পিসীকে এই বলিয়া এক পত্র লিখিলেন যে "আমি আপন স্বামীর সঙ্গে এই মরীচি উপদ্বীপে

আসিয়া উপস্থিত হইলে পর কিছু দিন বিলম্বে তিনি কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। এক্ষণে আমি অনাথা ও অসহায়া হইয়া এস্থানে রহিয়াছি। পতির মরণের পর আমি তাঁহার কিছুমাত্র ধন পাই নাই। যাহা কিছু ছিল যথাসর্ব্বস্ব অপরের পর্য্যাপ্ত হইয়াছে। অর্থা- ভাবে এখানে এমনি ক্লেশে পড়িয়াছি, যে আপনার উদর পোষণ করাও একান্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। না হয়, আপনার ক্লেশই হউক, তাহাও নয়, পরমে- শ্বর আবার একটি কন্যা দিয়াছেন, সেটির ভরণ পোষ- ণের জন্য আমাকে যথোচিত যাতনা সহ্য করিতে হই- তেছে। এ অনাথমণ্ডলীতে আমার মুখপানে চায় এমন কাহাকেও দেখিতে পাই না। তুমি পিসী হও বলিয়াই তোমার নিকট দুঃখের কথা জানাইতেছি, অপরের কাছে হইলে কদাচ এ কথা বলিতাম না, আর বলিলেও অপর হইতে কোন উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহা হউক পিসি! মেয়েটি লইয়া বড় দুঃখ পাইতেছি, যদি অনুগ্রহ করিয়া তুমি আমাকে কিছু পাঠাইয়া দাও তাহা হইলে আমাকে জন্মের মত কি- নিয়া রাখ"।

এইরূপে বিবি দিলাতুর কাকুতি বিনীতি করিয়া সেই পত্রখানি লিখিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু সে বৃদ্ধা তাহার কিছুই উত্তর দিলেন না। বিবি দিলাতুরের মন ক্ষণ- কালের জন্য অসন্তুষ্ট থাকিত না। সুতরাং তিনি তাদৃশ অপমানে জ্রক্ষেপও করিলেন না। তিনি মনে মনে বিলক্ষণ জানিতেন যখন তিনি আপন পরিবার বর্গের অমতে আপন বিবাহ নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন তখন

তাহারা তাঁহার নামে জ্বলিয়া উঠিবেক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং তিনি সেই অপমানকে আর নূতন বলিয়াই ধর্ত্তব্য করিলেন না। বিশেষতঃ তিনি তখন সন্তানবাৎসল্যরসে এমনি নিমগ্না ও মত্তপ্রায়া হইয়াছিলেন যে তাঁহার তখন অপমানের উদ্বোধ হওয়াই দুর্ঘট। এই সকল কারণবশতঃ তিনি পত্রের কোন উত্তর পান নাই, বলিয়া কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন হইলেন না। যদি সে বৃদ্ধা এই উপলক্ষে তাঁহাকে আরো কতগুলা গালি তিরস্কার দিয়া লিখিয়া পাঠাইতেন তাহা হইলেও বোধ হয় তিনি তাহা অনায়াসে সহ্য করিতে পারিতেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি মনে২ বুঝিয়াছিলেন আমার দুঃখে পিসীর দুঃখ হউক বা নাই হউক, আমার কন্যার উপরি তাঁহার অবশ্যই কিছু দয়া প্রকাশ হইবেক, তাহার ভুল নাই। মনে মনে এইরূপ ভ্রান্তির পরবশ হইয়া তিনি আরো কয়েকবার তাহাকে পত্র লিখিয়াছিলেন, কিন্তু কে কার কথা শুনে? তিনি একটি কথাও তাহার উত্তর পাইলেন না।

তিন বৎসর পরে বিবি দিলাতুর শুনিতে পাইলেন যে ১১৩৮শ বঃ অব্দে ফ্রেঞ্চদেশবাসি মনস্যুর দিলাবর্দ্দন্নুই এই উপদ্বীপে গবর্ণর হইয়া আসিবার সময়ে, তাহার পিসী তাঁহাকে দিয়া তাহার জন্য এক পত্র পাঠাইয়া দিয়াছেন। পত্রখানি তদবধি তাঁহার কাছেই রহিয়াছে। এই কথা শুনিবামাত্র তিনি বোধ করিলেন যে এতদিন যে আমি ধৈর্য্য ধরিয়া রহিয়াছিলাম, বুঝি পরমেশ্বর তাহার ফল আমাকে প্রদান করিলেন।

এই কথা মনেং বিবেচনা করিয়া বিবি দিলাতূর অমনি সত্বরে বন্দরলুইতে গমন করিলেন। তখন তিনি হর্ষে এমনি জড়প্রায়া হইয়াছিলেন যে গবর্ণরের কাছে যাইতে গেলে পরিচ্ছন্ন হইয়া যাওয়া উচিত কি না সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র অনুধাবনই করিলেন না। সন্তানের কুশলের জন্য মাতার আকাঙ্ক্ষা যত দূর পর্য্যন্ত বাড়িতে পারে তাহার ন্যূনতা না হওয়াতে তিনি তাহাতে মুগ্ধপ্রায় হইয়াছিলেন। এবং হয়ত তিনি ঐ গবর্ণরকে পুরুষ জ্ঞানই করেন নাই। বিবি দিলাতূর পত্রের জন্য গবর্ণরের কাছে গমন করিলেন বটে, কিন্তু সে পত্র তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির উপযুক্ত ছিল না। তিনি মনেং যে সমস্ত আশা করিয়াছিলেন সেই পত্রখানি তাহার নিতান্ত বিপরীত।

বৃদ্ধা ভ্রাতৃকন্যাকে এই বলিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন যে "আমি তখনি বুঝিতে পারিয়াছিলাম, তুই দুর্দ্দশা রাখিতে আর স্থান পাইবি না। তোর তখন আত্মীয় স্বজনের কথায় কাণ দিতে মন যায় নাই, তাহার সমুচিত ফল এখন বসিয়া ভোগ কর। আমরা তোর ভাল করিয়া বেড়াইতাম, আমাদের কথা তোর ভাল বোধ হয় নাই। তোর কেবল মতিচ্ছন্ন বৈত নয়। নহিলে তুই আপন ইচ্ছায় একজন ঘোর লম্পট ও বর্ব্বর পর্য্যটকের হস্তে বা পড়িবি কেন? যে জন এত দূর পর্য্যন্ত রিপুর পরবশ হইয়া স্বেচ্ছাচারী হয়, তাহার এ সকল দুর্গতি ও শাস্তি হওয়া বিচিত্র ব্যাপার নহে। যার যেমন কর্ম্ম তার তেমনি ফল ভোগ করিতে হয়, এ কথা কি তুই কখন কাণে শুনিস্ নাই। তুই তখন

যে বড় আপন ইচ্ছায় বিবাহ করিয়াছিলি। সে সময়ে তুই পরে কোথায় দাঁড়াইবি একথা একবার মনেতেও করিতে পারিস্ নাই। তুই আমাদের এ অকলঙ্ক কুলে কালি দিয়াছিস্, তুই তেমন কর্ম্ম করিয়া এ কুল ছাড়িয়া যে দূরে রহিয়াছিস্, ইহাতে আমরা একপ্রকার পরিত্রাণ পাইয়াছি। তোর মত স্বৈরিণীর কি মুখ দেখিতে আছে। তোর মত কলঙ্কিনীর কি কথা শুনিতে আছে। তোর উপকার করায় ত কোন ফল নাই। তোর দুঃখে ত দুঃখ বোধ হয় না। তুই এখন কোন্ মুখ লইয়া দুঃখের কথা লিখিয়া পাঠাইস্। তোর দুঃখ ত কিছু নাই, যেখানে তুই রহিয়াছিস্ সে যেমন উর্ব্বর, তেমনি পরিষ্কৃত স্থান; সর্ব্বতোভাবেই ত ভাল স্থান শুনিতে পাই। অলস ভিন্ন কর্ম্মণ্য ব্যক্তি মাত্রেই সেখানে একটা নয় একটা উপায়ে দিনপাত করিতে পারে। তবে কেন তোর এত দুঃখ হইতেছে"।

এইরূপে বৃদ্ধা আপনার ভ্রাতৃকন্যাকে সেই পত্রে যাহার পর নাই ভৎর্সনা করিয়া আপনারও গোটাকত গুণের কথা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্যে পত্রের শেষে লিখিয়াছিলেন "দেখ্ দেখি, বিবাহ করিলে পরিণামে অসুখ ঘটিবেক বলিয়া আমি একাকিনী এ জন্মটাই কাটাইলাম"। সেই বৃদ্ধার অতিশয় কুলাভিমান ছিল, এই কারণবশতঃ তিনি সৎকুলজাত ও সৎপাত্র নহিলে কখন বিবাহ করিব না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। তিনি প্রচুর ধনবতী ছিলেন, এবং যে দেশে বাস করিতেন সেখানেও ধনের কথা ও

ধনের চর্চ্চা বই অন্য বিষয় অধিক ছিল না; পরন্তু যাহারা বিশিষ্ট কুলে জন্মিয়া ও ধনবান্ হইয়া নিষ্ঠুর ও দুর্জ্জনের সহবাস করিতে অনুরক্ত, তাদৃশ কুলোক-দিগের মুখাবলোকন করিতে তাঁহার কখনই রুচি হইত না।

সর্ব্বশেষে বৃদ্ধা ঐ পত্রেতে পুনশ্চ পাঠে এই লিখি-য়াছিলেন যে "আমি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এই যে গবর্ণর যাইতেছেন ইঁহার নিকট তোর জন্য কিছু অনুরোধ করিয়া পাঠাইলাম, তুই তাহা জানিতে পারিবি"। বাপু হে! সেই বৃদ্ধা গবর্ণরের কাছে যে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহাতে যে বিবি দিলা-তূরের পক্ষে কোন উপকার দর্শিতে পারিত তাহা কোন মতেই সম্ভব নহে; বরং তাঁহার নিকট ভ্রাতৃ-কন্যার এত দুর্নাম করিয়াছিলেন, যে তাহাতে তাঁহার শত্রুতা প্রকাশ করাই স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছিল।

এদিকে বিবি দিলাতূর, পত্র আসিয়াছে সংবাদ পাইবামাত্র অমনি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া এই প্রদেশের গবর্ণর দিলাবর্দ্দন্নুইর নিকটে উপস্থিত হইলেন। কুসংস্কারাবিষ্ট নহেন এমন ব্যক্তিমাত্রেই বিবি দিলা-তূরকে দেখিলে অতিশয় মান সম্ভ্রম এবং কিসে তাঁহার উপকার হয় এমন চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেই গবর্ণরের মন এমনি বিপ-রীত হইয়াছিল, যে তিনি তখন তাঁহাকে বিষদৃষ্টিতেই দেখিলেন। বিবি দিলাতূর মেয়েটি লইয়া যে প্রকার দুরবস্থায় পড়িয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিকটে আদ্যো-পান্ত বর্ণনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি সে

সকল কথা শুনিয়া তাঁহার হাতে সেই পত্রখানি দিয়া কেবল দুই চারি কথায় সঙ্ক্ষেপে এই উত্তর করিলেন "ভাল, দেখা যাইবেক ; এ বিষয়ে বিবেচনা করিব। বিশেষ কারণ না দেখিতে পাইলে, আমি আপাততঃ কিছু উপায় করিতে পারি না। তুমি যেমন, এমন আরো শত সহস্র ব্যক্তি দুঃখী আছে। কেবল দুঃখের কথা শুনিয়াই যদি তোমার উপকার করিতে হয়, তবে আর২ সকলে কি অপরাধ করিলেক? তুমি সদ্বংশে জন্মিয়া তাহা যে প্রকার কলঙ্কিত করিয়া আসিয়াছ তাহাতে তোমার বিলক্ষণ অভদ্রতা প্রকাশ পাইয়াছে। ফলে তুমি বড়ই কুকর্ম্ম করিয়াছ"।

এইরূপ কর্কশ উত্তর পাইয়া বিবি দিলাতুর এককালে একান্তহতাশা ও ভগ্নমনোরথা হইয়া পড়িলেন। কি করিবেন ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিতে না পারিয়া তথা হইতে গৃহে ফিরিয়া আইলেন এবং পরিবারের কাহারো সহিত কোন কথা না কহিয়া পত্রখানি একস্থানে ফেলিয়া অতি বিমর্ষ ভাবে একধারে বসিয়া রহিলেন। ক্ষণেককাল বিলম্বে মার্‌গ্রেট্‌কে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন "সখি! এত কালপর্য্যন্ত যে পিসীর মুখ চাহিয়া ছিলাম, আজি তাহার সমুচিত ফল পাওয়া গিয়াছে। ঐ দেখ তাঁহার পত্র পড়িয়া রহিয়াছে" মার্‌গ্রেট্ এই কথা শুনিবামাত্র অমনি কই কই বলিয়া সত্বরে সেই পত্রখানি তুলিয়া লইলেন। তুলিয়া লইলেন বটে, কিন্তু আপনি তাহা পড়িতে পারিলেন না। সেই দুই গৃহস্থের মধ্যে কেবল বিবি দিলাতুরই লিখিতে পড়িতে জানিতেন এই মাত্র। সুতরাং

শোক সম্বরণ করিয়া তাঁহাকেই তাহা পাঠ করিয়া শুনাইতে হইল। মার্‌গ্রেট পত্রের নিষ্ঠুর মর্ম্ম শুনিয়া এককালে অবাক্‌ হইয়া রহিলেন। খানিক পরে সজলনয়নে কহিতে লাগিলেন "সখি! ভাল, আমাদের যেমন কপাল তেমনি থাকিলেইত ভাল হয়। আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবের নিকট সাহায্য প্রার্থনায় আমাদের প্রয়োজন কি? তাঁহারাই যেন আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, যিনি বিশ্বম্ভর পরমেশ্বর, তিনিত আমাদিগকে বিস্মৃত হন নাই। আমাদের পিতা, মাতা, অভিভাবক প্রভৃতি সকলই তিনি, যখন যাহা জানাইতে হবে, তখন তাঁহাকেই জানাইলে ভাল হয়, তিনি অবশ্যই তাহার বিবেচনা করিবেন। তাঁহার অনুগ্রহেতে আমরা এখন পর্য্যন্তও কোন ক্লেশ পাই নাই। ভবিষ্যতে কখন্‌ কি হইবে, সে জন্য তোমার অগ্রে এত ভাবনা চিন্তা এবং ক্ষোভ করিবার আবশ্যক কি? সবিশেষ জানিয়াও তুমি এত অবোধের মত কাজ কর কেন?।

এইরূপে মার্‌গ্রেট তাঁহাকে বিস্তর বুঝাইতে লাগিলেন। কিন্তু মর্ম্মান্তিক বেদনা বোধ হইয়াছিল বলিয়া, তাহাতে তাঁহার মন প্রবোধ মানিলেক না। অবিরত নয়ন-জলধারায় বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। মার্‌গ্রেটের মন অতি কোমল ছিল, অল্পেতেই আর্দ্র হইত। তিনি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিবি দিলাতুরকে বুঝাইয়া অবশেষে তাঁহার রোদন দেখিয়া আর বিনা রোদনে থাকিতে পারিলেন না। দেখিতে২ তাঁহার নয়নদ্বয় অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; এবং অন্ত-

র্বাষ্পে তাঁহার কণ্ঠদেশ অবরুদ্ধ হইল। তখন দিলাতুর তাঁহাকে "না, না, প্রিয়সখি! আর কাঁদিও না" বলিয়া বাহুলতায় আলিঙ্গন করিলেন। তৎকালে পাল ও বর্জ্জিনিয়া কিঞ্চিৎ অন্তরে ছিল, সহসা জননী-দিগকে কাঁদিতে দেখিয়া, দ্রুতবেগে তাঁহাদের নিকটে আইল। এবং সবিশেষ কারণ না জানিতে পারিয়া তাঁহাদের রোদন দেখিয়াই মহাব্যাকুল হইতে লাগিল। বর্জ্জিনিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে একবার আপনার মাতা ও একবার পালের মার কাছে যাইতে ও আসিতে লাগিল, এবং এক একবার তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুজল মুচাইয়া দিতে লাগিল। পাল সেখানে দাঁড়াইয়া রাগে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। কি জন্য মায়েরা কাঁদিতেছেন, কেবা তাঁহা-দিগকে এমন করিয়া কাঁদাইলেক, এবং কাহার উপ-রিই বা ইহার শোধ তুলিতে হইবেক, সে তাহার কিছুই জানিতে না পারিয়া, কেবল অন্যমনস্কের মত দণ্ডায়মান রহিল, এবং পায়ের বুড় আঙ্গুল দিয়া মৃত্তিকা খনন করিতে লাগিল।

মেরী ও দমিঙ্গ আপন আপন কাজ করিতেছিল। তাহারা স্বামিনীদের ক্রন্দনের শব্দ শুনিবামাত্র তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং দেখিল, তাঁহারা কেবল অনবরত রোদনই করিতেছেন, পাল রাগে ঘাড় হেঁট করিয়া নিকটে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া তাহারাও যাহার পর নাই ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে এ স্থানে তাহাদের হাহা-কারের আর সীমা পরিশেষ রহিল না। কেহ বলি-

তেছে "মা সকল কাঁদিতেছ কেন? কেহ জিজ্ঞাসিতেছে "গৃহিণী ঠাকুরাণীরা রোদন করিতেছ কেন? কেহ নিষেধ করিতেছে "হে মা! আর কাঁদিও না ক্ষান্ত হও" এই সকল কথা বলিতে২ তাহারা সপরিবারে একেবারে উচ্চস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিল।

বিবি দিলাতূর সাক্ষাতে সেই প্রকার অকপট প্রণয়ের চিহ্ন সকল দেখিয়া রোদন হইতে ক্ষান্ত হইলেন, এবং "এস ২ বাবা এস, এস ২ মা এস" বলিয়া পাল ও বর্জ্জিনিয়াকে কোলে করিয়া লইলেন। এবং বার বার মুখ চুম্বন করিয়া তাহাদিগকে এই বলিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন "বাছা সকল! চুপকর ২, আর কাঁদিও না। আমি আর কিছুর জন্য কাঁদি নাই, কেবল তোমাদের জন্যই এত ক্লেশ বোধ হইয়াছিল, এখন আবার তোমাদের মুখ চাহিয়া অন্তঃকরণে প্রবোধ দিলাম। এখন যে সুখ বোধ হইল, তাহাতে অকস্মাৎ যে দুঃখটা আসিয়াছিল, তাহা এক কালে দূর হইয়া গিয়াছে"। ছেলেরা এ সকল কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিল না, কেবল তাহারা মাতাদের মনে পূর্ব্বের মত শান্তি জন্মিয়াছে দেখিয়া, তাহাদের মুখপানে চাহিয়া রহিল, এবং মৃদু মৃদু হাস্যের সহিত তাহাদিগকে নানা প্রকার সোহাগ করিতে লাগিল। এইরূপে সেই দোষহীন পরিবারেরা আত্মসুখ সম্পাদন করিয়া গিয়াছে। তাহাদের দুঃখের কারণ তিল-প্রমাণ হইলে, তাহারা তাহাকে ক্ষণেকের মধ্যে তাল-প্রমাণ করিয়া তুলিত।

এইরূপে প্রতিদিন সেই বালক ও বালিকার নূতন

নূতন বুদ্ধির কৌশল ও স্নিগ্ধ প্রণয়ের চিহ্ন সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাহাদের এক দিনের স্নেহের কথা বলি, শ্রবণ কর। এক রবিবার সেই কর্ত্রীরা অতি প্রত্যূষে উঠিয়া উপাসনা করিবার জন্য বাতাবি গিরিজায় গমন করিয়াছিলেন। এমত সময়ে কোথা হইতে এক মাগী কাফ্রীদাসী তাহাদের উঠানে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং কলাতলার ছায়াতে উপবেশন করিল। তাহার শরীর কেবল অস্থিচর্ম্মসার, এবং মুখখানি যেমন শুষ্ক তেমনি ম্লান হইয়াছিল। আর তাহার পরিধেয় বস্ত্রখানি সাতিশয় মলিন এবং শতগ্রন্থিযুক্ত কেবল তন্তুসার মাত্র। দেখিলে অবশ্যই দুঃখিত হইতে হয়, সন্দেহ নাই।

তখন বর্জ্জিনিয়া ঘরের ভিতরে বসিয়া পরিবারদিগের জন্য জলযোগের দ্রব্য সামগ্রী প্রস্তুত করিতেছিল। মাগী কখন্ কোন্ দিক্ দিয়া আসিয়াছিল, তাহা সে দেখিতে পায় নাই। পরে সে ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইবামাত্র, সেই মাগী সত্বরে উঠিয়া গিয়া তাহার পাদুখানি ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। বর্জ্জিনিয়া তাহাকে "আহা! তুমি কাঁদ কেন? তোমার কি হইয়াছে? আমার কাছে বল" এই কথা বার ২ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। ইহাতে সে অতি করুণস্বরে কহিতে লাগিল" মা! আমি অতি দুঃখিনী, অনাথা, আমার কেহই নাই। একমাস হইল, আমি এখানকার বনমধ্যে প্রবেশিয়া নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি; কাহারো আশ্রয় পাইতেছি না। মাসাবধিই প্রায় কিছু খাইতে পাই নাই; এক্ষণে ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায়

আমার প্রাণ কণ্ঠাগতপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। ব্যাধেরা শিকারী কুকুর লইয়া বনে ২ শিকার করিয়া বেড়ায়, আমিও তাহাদের পশ্চাৎ২ থাকিতাম; আমার ক্লেশের আর পরিশেষ নাই। এই উপদ্বীপে কৃষ্ণানদীর উপকূলে একজন ধনবান্ কৃষক আছেন, আমি তাঁহার নিকটে দাসী ছিলাম, তাঁহার নিষ্ঠুরতার কত কথা কহিয়া জানাইব। এই দেখ মা! আমার সর্ব্বাঙ্গে কত শত ২ প্রহারের চিহ্ন সকল রহিয়াছে। তিনি কথায় ২ দিবারাত্র আমাকে নিগ্রহ করেন, একারণ আমি তাঁহার দাস্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়া আসিয়াছি। এক্ষণে মা! তোমার শরণাগত হইলাম, কিঞ্চিৎ দয়া প্রকাশ করিয়া আমাকে এযাত্রা রক্ষা কর; নহিলে আমার প্রাণ যায়" এই সকল কথা কহিয়া সেই দাসী বর্জ্জিনিয়ার নিকট আপনার গাত্র খুলিয়া প্রহারের চিহ্ন সকল দেখাইতে২ কহিতে লাগিল "দেখ্ মা! আমার যাতনা দেখ্! রক্ত মাংসের শরীরে আর কত যাতনা সহা যায় বল দেখি। হে দেখ মা! আমি এ যাতনার হাত থেকে এড়াইবার জন্য জলে ডুবিয়া মরিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা এখানে বাস করিয়া রহিয়াছ জানিতে পারিয়া, একবার তোমাদের নিকট দুঃখের কথা কহিতে আইলাম। এক্ষণে যাহা উচিত হয় কর"।

কাফ্রি দাসীর মুখ হইতে সেই সকল দুঃখের কথা শুনিয়া ও তাহার গাত্রে প্রহারের চিহ্ন সকল দেখিয়া, বর্জ্জিনিয়ার মন একেবারে দয়ারসে আর্দ্র হইল। ইহাতে সে কাতরতাপ্রকাশপূর্ব্বক তাহাকে যথেষ্ট আশ্বাস

দিয়া কহিল "বাছা! কপাল মন্দ হইলেই এ সকল ঘটনা হয়, করিবে কি? এত ব্যাকুল হইও না, ধীর হও, তোমাকে কিছু খা[illegible] সামগ্রী আনিয়া দিতেছি, অগ্রে খাও, পরে যাহা বিহিত হয় করা যাইবেক"। এই বলিয়া বর্জ্জিনিয়া ঘরের ভিতর থেকে এক পাত্রপূর্ণ খাবার সামগ্রী আনিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিল। দাসী মাগীও অনেক দিনের পর উৎকৃষ্ট দ্রব্য সকল আহার করিয়া সাতিশয় পরিতোষ প্রাপ্ত হইল। সে আহারাদি করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছে, এমত সময়ে বর্জ্জিনিয়া, সেই মাগীকে কহিল "হাঁগো বাছা! আমি তোমার সঙ্গে গিয়া তোমার উপরি তোমার প্রভুর ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আইলে কি তোমার পক্ষে কোন উপকার দর্শিতে পারে? তোমার এ দুঃখ দেখিলে যদি তাহার দুঃখ বোধ না হয়, তবে বোধ হইবেক তাহা হইতে কঠোরহৃদয় এ ভূমণ্ডলে আর কেহই নাই। এখন বিবেচনা কর দেখি, যদি আমি গেলে তোমার কোন বিশেষ ফল দর্শে তবে আমাকে সঙ্গে করিয়া তথায় লইয়া চল"। এই কথা শুনিয়া মাগী অমনি আহ্লাদে কহিয়া উঠিল "আহা মা! যদি তুমি এইটি করিতে পার, তাহা হইলে তোমার কি না করা হয়। আমার উপরি আমার প্রভুর কোপ শান্ত করিয়া দিতে পারিলে আমি এ যাত্রা পরিত্রাণ পাই। ইহার জন্য আমাকে যাহা করিতে অনুমতি করিবে, আমি তাহাতেই সম্মত ও প্রস্তুত আছি। তুমি আমাকে যে সাঙ্ঘাতিক ক্ষুধা তৃষ্ণার সময়ে অন্ন জল দিয়া প্রাণ রক্ষা করিলে, আমি

তোমার অভিমত ভিন্ন কোন কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইব না।

অনন্তর বর্জ্জিনিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া, পালকে নিকটে ডাকিয়া কহিল "হে দেখ দাদা! এই অনাথা স্ত্রীলোকটি আপন প্রভুর নিকট হইতে বিস্তর নিগ্রহ পাইয়া এখানে পলাইয়া আসিয়াছে, এবং আসিয়া আমার শরণাগত হইয়াছে। আমি উহার সঙ্গে গিয়া উহার প্রভুর নিকট কিছু অনুরোধ করিয়া আসিতে চাই; তুমি আমার সঙ্গে চল"। পাল এই কথা শুনিয়া তখনিই সম্মত হইল। অনন্তর সেই কাফ্রি-দাসীকে সঙ্গে লইয়া, পাল ও বর্জ্জিনিয়া বহির্গত হইল। তাহারা পথ ঘাট কিছুই জানিত না, আগে২ সেই মাগী যে পথ দিয়া যায়, তাহারাও সেখান দিয়া যাইতে লাগিল। মাগীও বড় পটু ছিল না। যাইতে২ এমনি এক দুর্গম পথ ধরিল, যে সেখানে কেবল সোজা সোজা পর্ব্বত বহিয়া উঠিতে এবং কষ্টে সৃষ্টে তাহার অপর দিক্ দিয়া নামিতে হয়। আবার তাহার মধ্যে গহন বন, জঙ্গল, নদী, নালা, ঝরণা প্রভৃতিও পার হইতে হয়। সে জানিলে এমন পথে কদাচই যাইত না। যাহা হউক, এইরূপে তাহারা তাহার সঙ্গে২ সেই সকল দুর্গম পথ উত্তীর্ণ হইয়া কৃষ্ণানদীর উপকূলে উপস্থিত হইল, এবং দেখিল, তথায় এক অপূর্ব্ব অট্টালিকা, ফল ফুলে সুশোভিত তরুসমূহে পরিবৃত হইয়া সাতিশয় শোভা পাইতেছে। আর ঐ সকল স্থানের চতুঃসীমার ক্ষেত্র সকল বিবিধ প্রকার শস্য-সমূহে বিকসিত হইয়া রহিয়াছে; অপর সেই সকল

ক্ষেত্রে বহুসঙ্খ্যক লোক জন কৃষিকর্ম্ম করিতেছে; এবং কর্ত্তার মত এক ব্যক্তি দক্ষিণ হস্তে যষ্টি, বাম হস্তে হুঁকা লইয়া তামাকু খাইতে২ তাহাদের কাজকর্ম্মের তত্ত্বাবধান করিয়া বেড়াইতেছেন। কর্ত্তা ব্যক্তির শরীরটি বড় দীর্ঘ নয়, বড় খর্ব্বও নয়, মধ্যমরূপ, কিন্তু অতিশয় কৃশ। চক্ষু দুটা কোটরে প্রবেশ করিয়াছে; তদুপরি ভ্রূদুটিও সঙ্কুচিত। স্বভাব নিতান্ত তমোময়। বস্তুতঃ তাহার মূর্ত্তিটা অতিশয় ভয়ানক ছিল। বর্জ্জিনিয়া পালের সঙ্গে২ অকুতোভয়ে তাহার নিকটে উপস্থিত হইল, এবং কৃতাঞ্জলিপুটে এই প্রার্থনা করিল "মহাশয়! অনুগ্রহ করিয়া আপনার পশ্চাদ্বর্ত্তিনী এই দাসীটির অপরাধ মার্জ্জনা করুন্। অপরাধ মার্জ্জনা করিলে পরমেশ্বর অবশ্যই মঙ্গল করিবেন"।

বর্জ্জিনিয়ার তাদৃশ প্রার্থনার সময়ে কৃষককে বোধ হইল, যেন তিনি তাহাদের অতি সামান্য পরিচ্ছদ দেখিয়া ইতরলোক বিবেচনায় সে সকল কথা শুনিয়াও শুনিতেছেন না। খানিক ক্ষণ পর্য্যন্ত সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বর্জ্জিনিয়ার রূপলাবণ্য, বিশেষতঃ কুঞ্চিতালকে তাহার সেই চাঁদমুখ খানির সাতিশয় শোভা নিরীক্ষণ করিয়া সদয়ভাবে তাহার সেই সুমধুর বাক্যের উত্তর না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি অমনি আপনার যষ্টিগাছটি ঊর্দ্ধে তুলিয়া সাতিশয় দৃঢ়বাক্যে কহিতে লাগিলেন "পরমেশ্বর সাক্ষী! আমি যথার্থ বলিতেছি, আমি কেবল তোমার অনুরোধেই এবার উহার দোষ সকল মার্জ্জনা করিলাম। এ অনুরোধ অন্যের হইলে আমি কদাচ শুনিতাম না। আর

উহাকে ক্ষমা করিয়া পরমেশ্বরকে প্রীত করাও আমার উদ্দেশ্য নহে”। বর্জিনিয়া কৃষকের প্রমুখাৎ এই কথা শুনিবামাত্র অমনি সেই দাসীকে ইঙ্গিত দ্বারা জানাইয়া তাহার হৃদয়কে নির্ভয় করিল, এবং আর কালব্যাজ না করিয়াই পালের সঙ্গে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

তাহারা যে পথদিয়া গিয়াছিল প্রত্যাগমন কালে সেখান দিয়াই আসিতে লাগিল। পথিমধ্যে উচ্চ পর্ব্বতের উপরি উঠিবার সময়ে তাহাদের বড়ই কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। একে তাহারা তত বেলা পর্য্যন্ত কিছুই আহার করে নাই, তাহাতে আবার সাত আট ক্রোশ পথ চলাতে নিতান্ত শ্রান্তও হইয়াছিল। সুতরাং আর অধিক চলিতে সমর্থ না হইয়া, সেই পর্ব্বতের উপরিভাগে এক বৃক্ষের তলে উপবিষ্ট হইল। বর্জ্জিনিয়া ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় এমনি কাতর হইয়াছিল, যে সেখানে খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিতে২ তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইতে লাগিল। এবং অবিলম্বেই ভূমি-শয্যা অবলম্বন করিয়া নিদ্রিত হইল। পাল তাহার তাদৃশ কাতরতায় অতিশয় ব্যাকুল হইয়া কহিল “বর্জ্জি-নিয়ে! এখন কি করি বল দেখি! বেলা ত দুই প্রহর অতীত হইয়াছে; ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় তুমি বড়ই কাতর হইয়াছ দেখিতেছি। এ পর্ব্বতের উপরি যে কিছু খাই-বার দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া যায় এমন বোধ হইতেছে না। করি কি? কোথায় যাই? চল আমরা দুজনে এখান হইতে নামিয়া পুনর্ব্বার সেই কৃষকের নিকটে গমন করি এবং তাঁহার নিকট হইতে কিছু খাদ্যদ্রব্য চাহিয়া

লইয়া আহার করি, নচেৎ আর কোন উপায় দেখিতেছি না"।

পালের এই কথা শুনিয়া বর্জ্জিনিয়া কহিয়া উঠিল "না না ভাই ও কথা মুখে আনিও না। সেই কৃষকের আকার প্রকার দেখিয়া আমার ভয় হইয়াছিল, আর আমি তাহার কাছে প্রাণ থাকিতেও যাইব না। তোমার কি স্মরণ হয় না ভাই? মায়েরা আমাদিগকে সর্ব্বদা কহিয়া থাকেন "দুষ্টের অন্ন বিষতুল্য"। পাল কহিল "ভাল সেখানে যেন নাই গেলে, এখনকার কর্ত্তব্য কি তাহা বল। এখানে কোন গাছে কিছু ফল দেখিতে পাইতেছিনা, যে তাহা খাইয়া দিবাভাগ যাপন করিব। বনের মধ্যে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিলেও কাঁচা লেবু, বুনো তেঁতুল মিলাও ভার, আর তাহা পাইলেই বা এসময়ে কি উপকার দর্শিবেক?" এই সমস্ত কথাবার্ত্তা হইতেছে এমত সময়ে তাহারা শুনিতে পাইল পর্ব্বতের এক স্থানে কল ২ শব্দে ঝরণাপাত হইতেছে। শুনিবামাত্র তাহারা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া সেই দিকে চলিল, এবং অবিলম্বে সেই নির্ঝরের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার জলে হস্ত মুখ প্রক্ষালন ও কিঞ্চিৎ পান করিয়া আপাততঃ শ্রান্তি দূর করিল। অনন্তর সেখান হইতে ফিরিয়া আসিবার সময়ে বর্জ্জিনিয়া দেখিল একটি পর্ব্বতীয় খেজুর গাছে কাঁদি২ ফল ফলিয়া রহিয়াছে। সে ফল খাইতে অতি মিষ্ট ও সুস্বাদু। গাছটি যেমন সরল তেমনি দীর্ঘাকার ছিল, কিন্তু তাহার মূল অবধি অগ্রভাগ পর্য্যন্ত এমনি এক প্রকার কঠোর বল্কল বা চুমুরীতে ব্যাপ্ত, যে তাহাতে উঠা

সহসা কাহারো সাধ্য হইত না। পালের সঙ্গে কোন অস্ত্র ছিল না, যে তাহা দিয়া সে সকল কাটিয়া পথ পরিষ্কারপূর্ব্বক তাহার উপরি উঠিবে। সে তখন মনে২ করিল, অগ্নি লাগাইয়া এ সকল দগ্ধ করিয়া ফেলি, কিন্তু সেখানে আগুন পাওয়াও সহজ ব্যাপার নহে। সমভিব্যাহারে চক্‌মকিও ছিল না যে তাহাদ্বারা অগ্নি জ্বলিয়া সেই কার্য্য সমাধা করিবেক। এইরূপে অনেক ক্ষণ ভাবিতে২ কাফ্রিরা যেমন করিয়া আগুন জ্বলিয়া থাকে, হঠাৎ তাহা তাহার স্মরণপথে উপস্থিত হইল। দেখ কি বিচিত্র ব্যাপার, যাহার যখন যেটা আবশ্যক হয়, তখন তাহার প্রাপ্তিবিষয়ে, একটা নয় একটা উপায় হইয়া পড়ে।

অতঃপর পাল, বন হইতে দুইখানি অতিশয় নীরস শুষ্ককাষ্ঠ ভাঙ্গিয়া আনিল, এবং আগাসরু একখানা পাতরের খণ্ড কুড়াইয়া লইয়া তদ্দ্বারা সেই কাষ্ঠদ্বয়ের একখানার মধ্যে একটি গর্ত্ত ও অন্যখানার অগ্রভাগ সেই গর্ত্তের উপযুক্ত সরু করিয়া প্রস্তুত করিল। পরে প্রথম কাষ্ঠখণ্ডের গর্ত্তমধ্যে দ্বিতীয়ের অগ্রভাগটি প্রবেশিত করিয়া ঘন২ পাক দিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে ক্ষণকাল পাক দিতে২ তাহা হইতে দুই এক অগ্নির স্ফুলিঙ্গ ও ধূম নির্গত হইতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বে গাছকত শুষ্কতৃণ একত্র করিয়া একটি নুটি পাকাইয়া নিকটেই রাখিয়াছিল, ঐটি তখন সেই স্ফুলিঙ্গে ধরিবামাত্র অবিলম্বেই জ্বলিয়া উঠিল। পাল অমনি সেই জ্বলন্ত নুটিটি লইয়া সত্বরে সেই বৃক্ষের মূলে লম্বমান চুমুরীতে ধরাইয়া দিলে পর, সেই সকল বাকল

ক্রমেঽ দগ্ধ হইয়া ভূমিতে পতিত হইতে লাগিল। ইহাতে পথ পরিষ্কৃত হইতে আর বিলম্ব হইল না।

অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া গেলে পর, পাল সেই বৃক্ষে আরোহণ করিয়া তাহা হইতে সেই সকল ফল পাড়িয়া আনিল। তন্মধ্যে পরিপক্ক ফল সকল বাচিয়াঽ আপনারা অগ্রেই ভোজন করিল। তাহাতে তাহাদের এক প্রকার ক্ষুন্নিবৃত্তিরও ব্যাঘাত হইল না। পরে অবশিষ্ট অপক্ক ফল সকল সেই বৃক্ষতলস্থ উষ্ণ ভস্মরাশির মধ্যে নিক্ষিপ্ত ও স্বিন্ন করিয়া খাইতে লাগিল। সেই স্বিন্ন করা ফলের আস্বাদ প্রায় পরিণত ফলেরই মত। যাহা হউক তাহাদিগের তাদৃশ আহার অতি সামান্যরূপ হইলেও তখন তাহা পরিতোষকর হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। সে দিবস প্রাতঃকালে যেরূপ সৎকর্ম্ম করিয়া আসিয়াছিল তাহাতে তাহাদের অন্তঃকরণ সম্পূর্ণরূপেই পরিতৃপ্ত ছিল। ফলে তাদৃশ তৃপ্তি থাকিতে আহারাদির তৃপ্তি তৃপ্তিমধ্যেই পরিগণিত হইতে পারে না। তাহাদের সে দিনের আহ্লাদ কি বর্ণনা করিয়া পরিচয় দেওয়া যায়? যদি তখন সন্ততিবৎসলা মাতাদের কথা তাহাদের মনে মধ্যেঽ উদিত না হইত, তাহা হইলে তাহাদের আমোদের আর ইয়ত্তা থাকিত না। এইরূপে জলযোগ করা সমাপ্ত হইলে পর বর্জ্জিনিয়ার মনে, আমাদের অদর্শনে মায়েরা কি ভাবিতেছেন, কি বাই করিতেছেন, এই বিষয় সর্ব্বদাই স্মরণ ও তদুপলক্ষে উৎকণ্ঠা হইতে লাগিল। তাহাতে পাল বর্জ্জিনিয়াকে দৃঢ়বাক্যে বুঝাইয়া কহিতে লাগিল "ভগিনি! ভাবিত হইও না, স্থির হও, আমরা

অবিলম্বেই গৃহে গমন করিয়া জননীদের মন হইতে শঙ্কা দূর করিতে সমর্থ হইব।”

সমনন্তর তাহারা, চল তবে এখান হইতে প্রস্থান করা যাউক, এই কথা বলিয়া গাত্রোত্থান করিল। গাত্রোত্থান করিল বটে, কিন্তু তাহারা অবিলম্বে বিষম বিপজ্জালে জড়িত হইয়া পড়িল। তাহারা নিজে সেখানকার পথ ঘাট কিছুই চিনিত না, অথচ সে সকল পথ দেখাইয়া দেয় এমত কোন ব্যক্তিও তাহাদের সমভিব্যাহারে ছিল না; সুতরাং এমত স্থলে বিপদ্ ঘটনা না হইবার বিষয় কি?। যাহা হউক, যে বিপদ্ উপস্থিত হইল, তাহা ভয়ানক বটে, কিন্তু পাল বড় সাহসিক ছিল, তাহার সাহস সহসা খর্ব্ব হইবার নহে। সে তখন সেই সাহসে নির্ভর করিয়া বর্জিনিয়াকে কহিতে লাগিল “ভগিনি! ঐ দেখ, এখন আমাদের ঘরের উপরি রৌদ্র পতিত হইয়াছে। বেলা অবসান হইলেই আমাদের চালের উপরি রৌদ্রপাত হইয়া থাকে। এখন বোধ হইতেছে সন্ধ্যা হইতে আর বড় বিলম্ব নাই। অতএব এখন এক কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য, আইস আমরা প্রাতঃকালে যে ত্রিশিরা পর্ব্বতদিয়া আসিয়াছিলাম, এখন আবার সেই পর্ব্বতদিয়াই ফিরিয়া যাই”। এই বলিয়া তাহারা দুই ভ্রাতৃ-ভগিনীতে তথা হইতে ফিরিয়া সেই পথদিয়া আসিতে লাগিল। এবং সেই পর্ব্বতের উত্তর দিকের যে শৃঙ্গ হইতে কৃষ্ণানদী বহির্গত হইয়াছে, সেই মোহানার নিকট আসিয়া উত্তীর্ণ হইল। অনন্তর তাহারা মুহূর্ত্তেককাল ভ্রমণ করিয়া ঐ মহানদীর কূলে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তৎকালে ওখান হইতে আর এক পা অগ্রসর হওয়া তাহাদের বিবেচনায় সহজ বোধ হইল না।

এই যে মরীচি উপদ্বীপ দেখিতেছ, ইহার অধিকাংশ এবং অত্রত্য অনেক২ নদ নদী পর্ব্বতাদি বস্তু সকলের নাম অদ্যাপিও কাহারো বিদিত নহে। বিশেষতঃ তৎকালে এ সমুদায় জানিবার সম্ভাবনাই ছিল না। এদিকে পাল ও বর্জ্জিনিয়া সেই নদীর কূলে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিল, যে নদীটি সেই পর্ব্বতের এক উচ্চ শৃঙ্গ হইতে বিস্তারিত শিলারাশির উপরি পতিত হইয়া সাতিশয় ফেনিল হইতেছে। সাহসিক পাল সেই স্থান দিয়া পদব্রজে পার হইবার উপক্রম করিল। বর্জ্জিনিয়া সেই নির্ঝরপাতের শব্দ শুনিয়া ও সাতিশয় দ্রুতবেগে জলপ্রবাহকে প্রবাহিত দেখিয়া ভয়ে তাহা পার হইতে চাহিল না। ইহাতে পাল তাহাকে সাহস প্রদানপূর্ব্বক আপনার পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করাইয়া সেই স্রোতোজলে নামিল, এবং তাদৃশ ভয়ঙ্কর ধ্বনিতেও শঙ্কিত না হইয়া "বর্জ্জিনিয়ে! কিছু ভয় নাই, কিছুই ভয় নাই, এখনই ইহা পার হইব, আমি তোমার ভরে ক্লান্ত ও শ্রান্ত হই নাই"। এই কথা বারংবার বলিতে২ বর্জ্জিনিয়াকে লইয়া সেই দুর্গম স্থান উত্তীর্ণ হইল। অনন্তর পাল বর্জ্জিনিয়াকে কহিতে লাগিল "আজি যদি সেই কৃষক তোমার অনুরোধে সেই কাফ্রি দাসীর অপরাধ মার্জ্জনা না করিত, তাহা হইলে আমি তাহার সঙ্গে একটা ঘোর বিবাদ না করিয়া আসিতাম না"। এই কথা শুনিয়া বর্জ্জিনিয়া কহিয়া উঠিল "কি বলিলে দাদা! যদি আমি আগে

জানিতে পারিতাম তোমার সেই নিষ্ঠুর নরাধমের সহিত বিবাদ করিবার মানস আছে তাহা হইলে আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া আনিতাম না। ভাই! পরের মন্দ করা বড়ই সহজ, কিন্তু ভাল করা তেমন সহজ বোধ হয় না।”

পাল তথন পর্য্যন্তও বর্জ্জিনিয়াকে নামাইয়া দেয় নাই, সে মনে২ করিল আর পোয়া ছুই তিন পথ বৈ নাই, আমি বর্জ্জিনিয়াকে আর না নামাইয়া একেবারে উহাকে শুদ্ধই ত্রিশিরা পর্ব্বতের উপরি আরোহণ করিব। কিন্তু সে ইতিপূর্ব্বে পথশ্রমে সাতিশয় ক্লান্ত হইয়াছিল, একারণ বর্জ্জিনিয়াকে না নামাইয়া আর অধিক ক্ষণ থাকিতে পারিল না। পরে তাহাকে নামাইয়া ছুই জনে একত্র বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে এমত সময়ে বর্জ্জিনিয়া পালকে কহিতে লাগিল, “দাদা পাল! বেলা অবসান হইল, এখন পর্য্যন্তও আমরা বাটীতে পঁহুছিতে পারিলাম না। তোমার এখনও কিঞ্চিৎ শক্তি আছে, কিন্তু আমি নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি; আমার আর এক পাও চলিবার শক্তি নাই। যাহা হউক, এখন এক কর্ম্ম কর, তুমি একবার সত্বরে গৃহে গিয়া জননীদিগের চিন্তা দূর করিয়া আইস; আমি ততক্ষণ এখানে বসিয়া থাকি।”

এই কথা শুনিয়া পাল কহিতে লাগিল “ভগিনি! বল কি? আমি এই পর্ব্বতীয় বনভূমিতে তোমাকে একাকিনী রাখিয়া কোথাও যাইতে পারিব না। যদি এখানে রাত্রি হয়, তাহারি বা এত চিন্তা কি? দিনের বেলায় যেমন কাষ্ঠে২ ঘর্ষণ করিয়া আগুন তুলিয়াছি-

লাম, রাত্রিকালেও সেইরূপ করিব, এবং তেমনি করিয়া ফল পাড়িয়া আনিয়া ভোজন করিব। আর বৃক্ষের পত্রসকল তলে বিস্তীর্ণ করিয়া দুই জনে শয়ন করিয়া পরম সুখে নিদ্রা যাইয়া রাত্রি যাপন করিব"।

পাল এরূপ আশ্বাসের কথা কহিয়া সাহস দেওয়াতে বর্জিনিয়ারও কিঞ্চিৎ ক্লান্তি দূর হইল। ইহাতে সে তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া অনতিদূরস্থিত অবনত একটি প্রাচীন শাল গাছ হইতে গুটিকত বড়২ পাতা পাড়িয়া আনিল এবং তাহাতে পাদত্রাণ (মোজা) প্রস্তুত করিয়া পরিধান করিল। সাতিশয় বন্ধুর পাষাণখণ্ডময় পথ পর্য্যটন করিয়া তাহার পা-দুখানি এককালে স্থানে২ ক্ষত ও স্ফোটিত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু সেই মোজা জোড়াটি পরিধান করাতে তাহার চলনের আপাততঃ কিঞ্চিৎ সুবিধা হইল।

বর্জ্জিনিয়া অনুভব করিয়া দেখিল মোজা পায় দিয়া চলিতে আর কিছু বেদনা বোধ হইতেছে না। ইহাতে সে একগাছি কঞ্চীর যষ্টি ভাঙ্গিয়া লইল, এবং এক হস্ত পালের স্কন্ধে দিয়া ও অপর হস্তে সেই যষ্টি অবলম্বন করিয়া পুনর্ব্বার সেই দুর্গম পথ চলিতে আরম্ভ করিল। এদিকে সূর্য্য অস্তগত হইলে পর দিক্ সকল ক্রমে তমোময় হইতে লাগিল। প্রকাণ্ড শাখাযুক্ত উচ্চ২ বৃক্ষ সমূহ ব্যবধান থকাতে ত্রিশিরা পর্ব্বত কোন্ দিকে রহিল আর দৃষ্টিগোচর হইল না। এতক্ষণ তাহারা সূর্য্যের আলোকে সেই পর্ব্বতের শৃঙ্গাদি দেখিয়া দিক্ নির্ণয় করিয়া আসিতেছিল, এখন আর সে উপায়ও রহিল না। তাহারা তখন সাহস করিয়া কতকদূর

পর্য্যন্ত আসিতে লাগিল বটে, কিন্তু অবশেষে জানিতে পারিল, যে তাহারা সহজ পথ হারাইয়া এক কুৎসিত পথে আসিয়া পড়িয়াছে। ইহাতে পাল বর্জ্জিনিয়াকে তথায় বসাইয়া অগ্রপশ্চাদ্ভাগে ইতস্ততঃ খানিকক্ষণ দ্রুতবেগে ধাবমান হইয়া, কোন্ দিক্ দিয়া গেলে পর সেই কুস্থান হইতে বহির্গমনের পথ পাওয়া যায়, তাহা অন্বেষণ করিতে লাগিল; কিন্তু তাহার তাদৃশ শ্রমে কিছুই ফল দর্শিল না। অনন্তর সে আর কিছু উপায় না দেখিয়া এক উচ্চ বৃক্ষের উপরি আরোহণ করিল, এবং কোন্ দিকে সেই ত্রিশিরা পর্ব্বত আছে তাহা দেখিতে লাগিল; কিন্তু তৎকালের অস্তগিত সূর্য্যের আভা তরুগণের শিখরদেশে পতিত হওয়াতে কেবল তন্মাত্র ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না।

এদিকে বনের উপরিভাগে উচ্চ২ পর্ব্বতের ছায়া পতিত হইয়াছে, বায়ু একেবারে সর্ব্বতোভাবে স্থির হইয়াছে। অরণ্যচারী মৃগ শবরাদি পশু সকল নানা স্থানে সঞ্চরণ করিয়া, বিশ্রাম করিবার জন্য সেই বনে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে; এবং তাহাদের ঘোরতর গভীর নিনাদে বনভূমির নিঃশব্দতা দূর হইয়া যাইতেছে, এমত সময়ে পালের মনে এমন ভরসা হইল, যে যদি কোন ব্যাধ মৃগয়া করিবার আশয়ে এই দিক্ দিয়া আগমন করিয়া থাকে, তবে ডাকিলে পর সে তাহা অবশ্যই শুনিতে পাইবে। ইহা ভাবিয়া সে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কহিতে লাগিল "কে হে! কে আসিতেছ হে! তুমি একবার অনুগ্রহ করিয়া এদিকে আইস, এবং আসিয়া বর্জ্জিনিয়াকে

অভয় প্রদান করিয়া যাও"। পাল এইরূপে অনবরত চীৎকার করিতে লাগিল, তথাপি কাহারো উত্তর পাইল না। তথায় মানুষ থাকিলে ত উত্তর দিবেক ? তখন সেখানে জনমনুষ্যের সমাগম ছিল না। কেবল তাহার চীৎকার শব্দই কাননমধ্যে প্রতিশব্দিত হওয়াতে তখন সেই বনই তাহার কথার এক প্রকার উত্তর দিতে লাগিল। ঐ ধ্বনির সঙ্গে বার দুই "বর্জ্জিনিয়া২" এই শব্দও তাহার শ্রবণগোচর হইল। তাহাতে তাহার মনে কিঞ্চিৎ ভয়ের সঞ্চার হওয়াতে সে তৎক্ষণাৎ বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইল।

তদনন্তর সে ভাবিতে লাগিল আমরা এস্থলে কি আহার করিয়া এ রাত্রিকাল যাপন করি। কোন্ স্থানে বা সেই ফলের বৃক্ষ? কোথায় বা পর্ব্বতীয় নির্ঝর? অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। কাষ্ঠে২ ঘর্ষণ করিয়া যে অগ্নি জ্বালাইব, তাহারই বা শুষ্ক কাষ্ঠ এখন কোথায় পাই?। এখন্ ত আমরা বিষম সঙ্কটে পড়িলাম, উপায় কি!? মনে২ এ সকল ভাবনা করিয়াও পাল কিছুই স্থির করিতে পারিল না; বরং আপনাকে নিতান্ত অক্ষম বোধ করিতে লাগিল। অনন্তর সে একান্ত নিরুপায় হইয়া বিনা রোদনে আর থাকিতে পারিল না। বর্জিনিয়া ভাইকে রোদন করিতে দেখিয়া কহিল দাদা পাল! আর রোদন করিও না! তোমার রোদন দেখিলে আমার মন অত্যন্ত শোকাকুল হয়। আমার ভাগ্য অতিমন্দ! আমি কেবল তোমাকেই বিপদ্গ্রস্ত করিলাম, এমত নহে, আমাদের অনুপস্থিতিতে জননীরাও এক্ষণে যেরূপ শোকসাগরে

নিমগ্ন হইয়া ক্লেশ পাইতেছেন আমি তাহারও মূলীভূত কারণ হইয়াছি। আঃ! আমি কি মন্দবুদ্ধি ও কৃতঘ্নের কর্ম্ম করিলাম!" এই কথা বলিতে২ নয়নজলে তাহার বক্ষঃস্থল ভাসিতে লাগিল। তথাপি সে ধৈর্য্যপূর্ব্বক পালকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল "দাদা! আর ক্রন্দন করিবার আবশ্যক নাই। ভয় কি! আমরা একান্ত নিরুপায় হইয়াছি, দেখিয়া পরমেশ্বর কি আমাদের নিস্তারের কোন উপায় করিয়া দিবেন না?। আইস দেখি এখন্ আমরা একান্তচিত্তে একবার তাঁহাকে ডাকি। তিনি অন্তর্যামী, কৃপাকটাক্ষে আমাদিগকে অবলোকন করিয়া আমাদের মনঃ হইতে এই চিন্তা দূর করিয়া দিবেন সন্দেহ নাই"।

এইরূপে তাহারা তদ্গত চিত্তে মনে২ জগদীশ্বরের ধ্যান করিতেছে, এমত সময়ে কুক্কুরের ধ্বনি তাহাদের কর্ণগোচর হইল। ইহাতে পাল কহিতে লাগিল "এ অবশ্যই কোন ব্যাধের কুকুর হইবেক। বোধ হইতেছে সে শিকারে আসিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। ক্ষণকাল পরে তাহাদের বোধ হইল, যেন সেই কুকুরধ্বনি অতি নিকটেই হইতেছে, তাহাতে বর্জ্জিনিয়া পালকে কহিল "দাদা! অনুভব করিয়া দেখ দেখি, আমাদের বাঘার শব্দের মত বোধ হইতেছে না? তাহার ডাকের শব্দ ঠিক এই প্রকার। বোধ হইতেছে আমাদের বাড়ী এখান্ হইতে বড় দূর না হইতে পারে। এই সকল কথা বলিতেছে, এমত সময়ে বাঘা আসিয়া তাহাদের নিকট উপস্থিত হইল। সে কুকুরটা তখন আহ্লাদে এক এক বার তাহাদের পায়ে লুঠিতে

এবং ঘন২ ডাকিতে লাগিল। পাল এবং বর্জ্জিনিয়া এত যে ভাবনা করিতেছিল, তখন তাহারা বাঘার সেই প্রকার সোহাগ করা দেখিয়া এককালে সে সমুদায়ই বিস্মৃত হইল। খানিক পরেই দেখিল যে দমিঙ্গ তাহাদের অভিমুখে ধাবমান হইয়া আসিতেছে। ইহাতে তাহারা নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইল।

“পাল ও বর্জ্জিনিয়া দমিঙ্গের স্বহস্তের পালন করা ধন। সে সমস্ত দিনের পর তখন তাহাদের উদ্দেশ পাইয়া একেবারে আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়িল। সহসা মুখ দিয়া বাঙ্‌নিষ্পত্তি করে তাহার তখন এমন ক্ষমতা রহিলনা। ক্ষণকালের মধ্যে সেই ভাব সম্বরণ করিয়া, তাহাদিগকে কহিতে লাগিল “বাছা সকল! সমস্ত দিন তোমাদের উদ্দেশ না পাইয়া তোমাদের মায়েরা এককালে বৎস-হারা গাভীর মত ব্যাকুল হইয়া ঘর ও বাহির করিতেছেন। তাঁহাদের সে ক্লেশের কথা কহিয়া জানাইবার নহে। তাঁহারা সকাল বেলায় আমার সঙ্গে ভজনালয় হইতে ঘরে আসিয়াই তোমাদিগকে দেখিতে না পাইয়া এককালে বিস্ময়াপন্ন হইলেন। কিছু দূরে মেরী আপনার কর্ম্ম কাজ করিতেছিল, তাহাকে ডাকিয়া তোমাদের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, সে তাহার কিছুই বলিতে পারিলনা। কোথায় গেলে তোমাদের অন্বেষণ পাওয়া যায় তাহাও হঠাৎ জানা দুর্ঘট হইল। সুতরাং তাঁহাদের নিশ্চিন্ত থাকিবার বিষয় কি!। আমি প্রথমতঃ সকল ক্ষেত্র ও সকল উদ্যান অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম কোন স্থানেই উদ্দেশ পাইলাম না।

অবশেষে এই উপায় স্থির করিলাম, যে তোমরা যে সকল পরিধেয় বস্ত্র ছাড়িয়া রাখিয়া আসিয়াছিলে তাহা বাঘাকে আঘ্রাণ করাইতে লাগিলাম। তাহাতে বাঘা তৎক্ষণাৎ আমার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিল এবং তোমরা যে পথ দিয়া আসিয়াছিলে, সেই পথ দেখাইবার জন্য সে আমার আগে২ লেজ লাড়িতে২ ও পথ সুঁকিতে২ আসিতে লাগিল। এইরূপে আমি বাঘার সঙ্গে কৃষ্ণানদীর তীর পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তথায় এক জন কৃষকের সহিত সাক্ষাৎ হইবাতে আমি তাহার নিকট তোমাদের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। ইহাতে সে কহিল কয়েক দিন হইল আমার একটি দাসী কোন অপরাধ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল, অদ্য প্রাতঃকালে তাহাকে লইয়া এক বালক ও একটি বালিকা আমার নিকটে আসিয়া, তাহার প্রতি আমার ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিল। তাহাতে আমিও সম্মত হইয়াছি, কিন্তু তাহারা কোথা হইতে আসিয়াছিল এবং কোথায় গিয়াছে তাহা কিছুই জানি না। কৃষক এই সকল কথা বলিল বটে, কিন্তু তাহার কি প্রকার ক্ষমা করা তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সে অঙ্গুলি দ্বারা সেই দাসীকে নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলে পর, আমি দেখিলাম যে তাহার দুইখানি পা এক বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ডের সহিত লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ রহিয়াছে। এবং আর একগাছা শিকলে তাহার গলদেশ বেষ্টিত হইয়াছে। আর তাহাতে কোন ভারি বস্তু ঝুলাইবার জন্য তিনটা হুকও লাগান আছে।

সমনন্তর বাঘা সেই স্থান পরিত্যাগ পুরঃসর পথ

খুঁকিতে২ আমার আগে২ যাইয়া, যে পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে কৃষ্ণানদী উৎপন্ন হইয়াছে, তথায় গিয়া দণ্ডায়মান হইল, এবং উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতে লাগিল। ঐ স্থানটি জলপ্রস্রবণের অতি সন্নিহিত। তথায় গিয়া দেখিলাম একটা খর্জ্জূর বৃক্ষের চতুর্দ্দিকে ভস্ম ও অঙ্গার সকল পতিত রহিয়াছে। অবশেষে খুঁজিতে২ এই স্থান প্রাপ্ত হইলাম।

"আমরা এখন ত্রিশিরা পর্ব্বতের ঠিক নীচে রহিয়াছি। এখান হইতে আমাদের গৃহ প্রায় ৬ ছয় ক্রোশ পথ অন্তর হইবেক। যাহাহউক আজি তোমরা যে প্রকার উৎকৃষ্ট ও বলকর ফল খাইয়া রহিয়াছ, তাহা শুনিয়া আমার অত্যন্ত আমোদ হইল"। এই সকল কথা কহিয়া দমিঙ্গ পিষ্টক, বিবিধ প্রকার ফল, ও চিনির জলেতে মদিরা মিশ্রিত এক ভাণ্ড পানীয় দ্রব্য তাহাদের সম্মুখে স্থাপন করিল। তখন বর্জ্জিনিয়ার আর কোন বস্তুতে দৃষ্টি কিম্বা কোন কথায় কাণ দেওয়া নাই, সে কেবল অন্যমনস্কের মত হইয়া বসিয়া রহিল। দমিঙ্গের মুখ হইতে কাফ্রি দাসীর দুরবস্থার কথা শুনিয়া অবধি তাহার অন্তঃকরণে মর্ম্মান্তিক দুঃখ বোধ হইতে লাগিল এবং মায়েরদের কাতরতার কথা স্মরণ হওয়াতে, তাহা যৎপরোনাস্তি বৃদ্ধি পাইয়া তাহাকে বিহ্বল করিয়া তুলিল। খানিকক্ষণ পরে বর্জ্জিনিয়া এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিয়া উঠিল "লোকে আর২ কর্ম্ম সকল অবলীলাক্রমেই করিতে পারে বটে, কিন্তু পরের উপকার করা তাহাদের পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার নহে"।

অনন্তর তাহারা উভয়ে সেই ভক্ষ্য ও পানীয় দ্রব্য সকল বিভাগ করিয়া খাইতেছে এমত সময়ে, তাহারা দেখিতে পাইল অতি দূরে যেন কেহ একটা আলো লইয়া আসিতেছে। ইহা দেখিয়া তাহারা সকলেই নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া ব্যস্ত সমস্ত হইতে লাগিল। দমিঙ্গ অতি সত্বরে একটা মসাল জ্বালিয়া পাল ও বর্জ্জি-নিয়াকে সমভিব্যাহারে করিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইল। অনেক পথ পর্য্যটন করিয়াছিল এবং পায়ে অতিশয় বেদনা হইয়াছিল বলিয়া পাল ও বর্জ্জিনিয়া "আর চলিতে পারা যায় না এখানে থাকা যাউক আইস" বলিয়া দমিঙ্গের কাছে চলিবার অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। দমিঙ্গ তখন বড় সঙ্কটেই পড়িল। কি করিলে ভাল হয় তাহা তখন স্থির করিতে পারিল না। সে তখন মনে২ ভাবিতে লাগিল, এখন আমি কি করি! ইহা-দিগকে রাখিবার জন্য কাহারো কোন আশ্রয় স্থান অন্বেষণ করি, কি ইহাদিগকে লইয়া এই স্থানেই অব-স্থিতি করিয়া নিশা যাপন করি।

এইরূপে দোলায়মান হইয়া দমিঙ্গ তাহাদিগকে কহিতে লাগিল "তোমরা যখন ছেলে মানুষ ছিলে, তখন আমি তোমাদিগের দুই জনকেই এককালে কোলে করিয়া লইতাম; এখন তোমরা বড় হইয়াছ, আমিও বৃদ্ধ হইয়াছি, শক্তি সামর্থ্য পূর্ব্বের মত কিছুই নাই, তাহা থাকিলেও তোমাদিগকে কোলে করিয়া যাইতে পারিতাম। এখন সে চেষ্টা করাও নিষ্ফল"। এই সকল কথা হইতেছে এমত সময়ে মারুণের এক দল কাফি সৈন্য আসিয়া তাহাদের সম্মুখীন হইল।

ঐ দলের অধ্যক্ষ, পাল ও বর্জ্জিনিয়াকে তদবস্থ দেখিয়া সাহস দিয়া কহিতে লাগিল "ভয় কি বৎস! ভয় কি বৎসে! আজি প্রাতঃকালে কৃষ্ণানদীর কূল দিয়া যখন তোমরা সেই কাফ্রি দাসীকে সঙ্গে লইয়া তাহার উপরি তাহার প্রভুর ক্ষমা চাহিতে যাও, তখন আমি তোমাদিগকে দেখিতে পাইয়া ছিলাম। তোমাদের তাদৃশ গুণে আমি নিতান্ত বশীভূত হইয়াছি। চলিতে পারিতেছনা তাহাতে ভাবনা কি? আমি তোমাদিগকে লইয়া গৃহে উত্তীর্ণ করিয়া দিতে প্রস্তুত আছি"। এই বলিয়া সেই দলপতি দলের চারিজন বলবান্ সেনাকে সঙ্কেত করিলে, তাহারা তৎক্ষণাৎ বৃক্ষের শাখা ও লতাদি দ্বারা এক প্রকার যান প্রস্তুত করিয়া আনিল, এবং তদুপরি পাল ও বর্জ্জিনিয়াকে আরোপণ করিয়া তাহা স্কন্ধে তুলিয়া লইল। দমিঙ্গ সেই জ্বলন্ত মসালটা হস্তে করিয়া আগে২ পথ দেখাইয়া যাইতে এবং বাহকেরা পশ্চাৎ২ আসিতে লাগিল। অবশিষ্ট সেনারা তাহাদিগের সঙ্গে সঙ্গেই আসিতে থাকিল। ইহাতে বর্জ্জিনিয়া নিতান্ত পরিতুষ্ট হইয়া পালকে কহিল "দাদা পাল! দেখিলে ত, করুণাময় পরমেশ্বর সৎকর্ম্মের পুরস্কার না দিয়া কদাচ নিশ্চিন্ত থাকেন না"।

প্রায় দুই প্রহর রাত্রি হইয়াছে এমত সময়ে তাহারা আপনাদের বাটীর নিকটস্থ পর্ব্বতের নীচে আসিয়া উপস্থিত হইল। দৈবাৎ তাহাদের দৃষ্টি পর্ব্বতের উপরিভাগে পতিত হওয়াতে দেখিতে ও শুনিতে পাইল তথায় কয়েকটা আলো জ্বলিতেছে এবং থাকিয়া২ "বাছারা আইলিরে! বাছারা আইলিরে!"

বলিয়া জননীরা উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছেন। মায়েরদের তদ্রূপ চীৎকার শুনিয়া তাহারা অতি সত্বরে তাহার উপরি উঠিতে লাগিল। এবং "এই আমরা আইলাম গো মা! এই আমরা আইলাম গো মা" বলিয়া বারং উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কহিতে লাগিল। জননীরা সেই শব্দ শুনিবামাত্র অমনি সত্বরে তাহাদের নিকট আগ-বাড়াইয়া আসিতে লাগিলেন। দুই জননী এবং মেরী এই তিন জন তিন মসাল হাতে করিয়া দেখিতেং তাহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। কেহ বাবা আইলি, কেহ মা আইলি, কেহ বাছারা আইলি, বলিয়া সকলে তাহাদিগকে মুখচুম্বন করিয়া এক এক বার কোলে করিতে লাগিল।

পরে বর্জ্জিনিয়ার মা, সাতিশয় আনন্দিত হইয়া আনন্দাশ্রুপূর্ণ লোচনে গদ্‌গদস্বরে তাহাদের চিবুকে হাত দিয়া কহিতে লাগিলেন "হাঁরে বাছা সকল! তোরা সমস্ত দিন কোথা ছিলি, বল্ দেখি, তোদের ভাবনায় আমাদের সমস্ত দিন যে প্রকার যাতনা গিয়াছে, তাহার কত পরিচয় দিব। যাইবার সময়ে যদি মেরীর কাছে বলিয়া যাইতিস্, তাহা হইলে আমাদিগকে এত ভাবিতে হইত না। ও মা! বাড়ীতে আসিয়া মেরীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সে কিছুই বলিতে পারিল না। খানিক ক্ষণ পর্য্যন্ত, ছেলেরা এখানেই গিয়াছে এখনই আসিবে এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিয়া রাখিলাম। পরে যত বেলা হইতে লাগিল তত প্রাণ কাটিয়া যাইতে লাগিল। একবার ঘর একবার বাহির করিতে লাগিলাম, কিছুতেই শান্তি বোধ হইল না"।

মায়ের মুখ থেকে এ সকল ব্যাকুলতার কথা শুনিয়া বর্জ্জিনিয়া অমনি তাঁহার গলাটি ধরিয়া মৃদু মধুরস্বরে কহিতে লাগিল "দেখ মা! তোমরা ভজনা করিতে গেলে পর একটি কাফ্রি স্ত্রী আমাদের উঠানে আসিয়া বসিল, সে কৃষ্ণানদীর উপকূলবাসী এক ধনাঢ্য কৃষকের দাসী। আহা! তাহার দুঃখ দেখিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তাহার না আছে পেটে ভাত, না আছে অঙ্গে বসন, আবার সর্ব্বাঙ্গ প্রহারের চিহ্নে পরিপূর্ণ। মাসাবধি প্রায় বনে২ ফিরিয়া অনাহারে কাল কাটাইয়াছে। সে আমাকে দেখিতে পাইবা-মাত্র আমার পা দুখানি জড়িয়া ধরিয়া "মা আমাকে রক্ষা কর" বলিয়া আপনার সমুদায় বৃত্তান্ত আদ্যো-পান্ত কহিয়া শুনাইল। তাহাতে আমি আগে তাহাকে ভোজনাদি করাইয়া আপনার সঙ্গে লইয়া, দাদাতে আমাতে তাহার প্রভুকে অনুরোধ করিবার জন্য কৃষ্ণা-নদীর তীরে সেই কৃষকের কাছে গিয়াছিলাম। এখন আমরা সেখান হইতে আসিতেছি। পথে ঘোরতর বিপদ্‌সাগরে পড়িয়া ছিলাম, কেবল এই সদয় সেনাপ-তির অনুগ্রহেতেই তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইলাম। উনি নহিলে আজি আমরা এ পর্য্যন্ত আসিতে পারিতাম না"। বর্জ্জিনিয়ার মুখহইতে এ সকল কথা শুনিয়া বিবি দিলাতুর এককালে অবাক্ হইয়া সাতিশয় স্নেহের সহিত তাহাকে কোলে করিয়া লইলেন এবং দেখিলেন যে বর্জ্জিনিয়ার নয়ন হইতে অশ্রুধারা বহিয়া পড়ি-তেছে। ইহাতে তিনি তখন আপন বসনাঞ্চল দ্বারা তাহার মুখ চোখ মুছাইয়া দিয়া কহিলেন "বাছা! পর-

মেশ্বরের নিয়ম এই যে ক্লেশের পর সুখ হইয়া থাকে। আমি এতক্ষণ যেমন জ্বলিতে ছিলাম, এখন তোমাকে পাইয়া আবার তেমনি শীতল হইলাম"।

এদিকে মারগ্রেটও তখন আপনার পুত্র পালকে কোলে করিয়া মুখচুম্বন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন "হারে বাছা! তুমিও কি সৎকর্ম্ম করিতে গিয়াছিলে?"। পরে তাহারা সকলে ছেলেদিগকে সঙ্গে লইয়া আপনাদের ঘরে আইলেন, এবং যাহার পর নাই সমাদর ও সম্মান পূর্ব্বক সেই সকল সেনাদলকে আহারাদি করাইয়া বিদায় করিলেন।

সেই দুই পরিবারের মনে ঈর্ষা ও দ্বেষ কিছুমাত্র ছিল না, মানের আকাঙ্ক্ষাও ছিল না; সুতরাং তাহাতে তাহাদের অসুখের সম্ভাবনা কি! মর্য্যাদা লাভ করিবার আশায় কপটতা প্রকাশ করিতে তাহাদের কিঞ্চিন্মাত্রও অভিলাষ হইত না। পরস্পর কুৎসা এবং গ্লানি করিতে পরাঙ্মুখ থাকিতেন। পরস্পর একবাক্যতা রক্ষা করা যে তাহাদের প্রধান তাৎপর্য্য ছিল, তাহা বিলক্ষণ প্রতীত হইত। স্থানান্তরের নববাসিত প্রদেশের মত এই উপদ্বীপেতেও আধুনিক নিবাসিগণের মধ্যে দোষীর নিন্দা ও দোষের কথার ভূয়োভূয়ঃ আন্দোলন হইত, কিন্তু দোষীদিগের কাহার কি চরিত্র, কাহার কোন্ ধর্ম্ম এবং কাহার কি নাম, তাহা কেহই অবগত ছিল না। যখন কোন পথিক বাতাবিকুঞ্জের পথ দিয়া আসিবার সময়ে প্রতিবেশবাসীদিগকে এই দুই কুটীরবাসীদের কথা জিজ্ঞাসা করিত, তখন সেই অপরিচিত ব্যক্তিরাও তাহাদিগকে এই বলিয়া উত্তর

করিত "যে আমরা জানি এ স্থলে যাঁহারা বাস করেন তাঁহারা অত্যন্ত ভদ্র লোক"। বস্তুতঃ তাহাদের গুণের কথা বর্ণনা করিয়া শেষ করা দুর্ঘট। তাহাদের এপ্রদেশে প্রচ্ছন্নভাবে বাস করা কেমন ধারা তাহা শুনিবে? যেমন সৌরভময় কুসুম, কণ্টকাবৃত লতা পাতায় সমাচ্ছন্ন থাকিয়া দিঙ্মণ্ডলীকে আমোদিত করে তদ্রূপ। সুরভি কুসুম কোথায় কি ভাবে কি প্রকারে থাকে তাহা দেখিতে না পাইলেও যেমন তাহার সৌরভ প্রাপ্তিতে আমোদিত হইতে হয়, তেমনি তাহারা এখানে অজ্ঞাতবাসীদের মত থাকিয়া কেবল নিজং গুণ দ্বারা জনমণ্ডলীর মনোরঞ্জন করিয়া গিয়াছে।

সেই পরিবারেরা যখন পরস্পর কথোপকথন করিত তখন তাহাতে কাহারো নিন্দার গন্ধও থাকিত না। তাহাদের মনের সংস্কার এই ছিল, যে বাস্তবিক দোষ উল্লেখ করিয়া পরকে নিন্দা করা একান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ না হইলেও অনিষ্ট করা সিদ্ধ হয়। কারণ নিন্দা করিবার সময়ে নিন্দকের মনে চপলতা, অবহেলা, এবং মিথ্যাকল্পনার প্রপঞ্চ উদয় হইতে থাকে। দেখ যাহাকে দুষ্ট বলিয়া বোধ করা যায়, তাহার প্রতি ঘৃণা করা কিছু অসম্ভব নহে। এবং যাহার প্রতি ঘৃণা করিতে হয়, তাহার উপরি সহজেই বিরাগ জন্মে। সুতরাং সেই বিরাগকে কপট বন্ধুতায় আবৃত না করিলে, সে ব্যক্তির সঙ্গে আর কদাচ সহবাস করিতে পারা যায় না। কিন্তু তাহাদের স্বভাব এইপ্রকার যে তাহারা বিশেষ কোন কারণ না থাকিলেও যেরূপে

সাধারণ লোকের হিত করা যায় এমন উপায়ের অন্বেষণে সর্ব্বদা কথোপকথন, ও তদ্বিষয়ের আন্দোলন এবং অনুশীলন করিত। সম্পূর্ণ ক্ষমতা না থাকিলেও তাহারা সৎকার্য্য সাধনে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে ক্রটি করিত না। তাহারা এই নির্জ্জন দেশে তাদৃশ ভাবে বাস করাতেই পরস্পর দুঃখের দুঃখী ও সুখের সুখী হইয়া কালযাপন করিত। সুতরাং তাহাতে তাহাদের সেই ভাব নিস্তেজ না হইয়া বরং উত্তরোত্তর প্রবলই হইয়াছিল। প্রতিদিন তাহাদের মনে যে নবং প্রসন্নতা উৎপন্ন হইত, তাহার মূলীভূত কারণ সেই অকপট ভাবকেই বলিতে হইবেক। বিশেষতঃ তাহাদের প্রতিবেশবাসীদেব বিষয়ে কোন উপন্যাস এবং সামাজিকদিগের কোন গ্লানি ঘটিত কথোপকথন করিবার আবশ্যক থাকিত না। তাহারা কেবল অনুক্ষণ সকল কর্ম্মে স্বভাবজাত পদার্থের সৌন্দর্য্য দর্শনেই সাতিশয় পরিতৃপ্ত থাকিত। এতাদৃশ জনমানববর্জ্জিত প্রদেশে থাকিয়া তাহারা ক্ষণকালের জন্যও সুখ সম্ভোগে বঞ্চিত হয় নাই। তাহারা কেবল প্রকৃতিজাত পদার্থের নিরন্তর উপভোগে প্রতিদিন নূতনং সুখ সচ্ছন্দ সম্ভোগ করত সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতি ধন্যবাদ করিয়া কালহরণ করিয়াছিল।

পালের যখন দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম, তখন সে ইউরোপের পোনের বৎসরের বালক হইতেও সমধিক বলবান্ ও বুদ্ধিমান্ হইয়া উঠিল। দমিঙ্গ এ সকল ক্ষেত্রে যে সমস্ত গাছ পালা এবং নানাজাতীয় শস্য রোপণ করিত, পাল সাবকাশ মতে সে সমুদয় গুলি পরিষ্কৃত

করিয়া দিত, এবং তাহার সমভিব্যাহারে গিয়া বাতাবিলেবু, কমলালেবু, পাতিলেবু, কাগজিলেবু, তিন্তিড়ী, খর্জ্জুর প্রভৃতি বৃক্ষের নিকটবর্ত্তি বনে ক্ষুদ্র২ চারা সকল সমূলে উৎপাটন করিয়া আনিয়া, আপনাদের এ সকল ক্ষেত্রে রোপণ করিয়া দিত। তদ্ব্যতীত এসব ক্ষেত্রের স্থানে২ উত্তমোত্তম পুষ্পবৃক্ষও রোপিত করিয়া দিয়াছিল। এ সকল পর্ব্বতীয় স্থানে কৃষিকর্ম্ম সম্পন্ন করা কি সহজ ব্যাপার? পাল নিজ বাহুবলে দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া কেবল এ সকল স্থানকে উর্ব্বরা করিয়া তুলিয়া ছিল। ঐ দেখ, গণ্ডশৈলের উচ্চতম প্রদেশে পালের স্বহস্তার্জ্জিত নানাজাতীয় অগুরু, চন্দন, অশ্বত্থ, বট, প্রভৃতি বৃক্ষ সকল নানা বর্ণের কুসুম ও পত্রে সুশোভিত হইয়া, আজি পর্য্যন্তও শোভা বিস্তার করিতেছে।

এই উপদ্বীপস্থ শৈলশিখর হইতে নির্ঝরপাত হইয়া যে নদী প্রবাহিত হইতেছে, তাহার নির্ম্মল জলেতে তরু গুল্ম লতাদির হরিদ্বর্ণ প্রতিভা ও অবনত পর্ব্বতের প্রতিবিম্ব, এবং আকাশের প্রতিচ্ছায়া পতিত হইলে যে কি পর্য্যন্ত শোভা পাইত, তাহা কি বর্ণনা দ্বারা ব্যক্ত করা সহজ?। ইতিপূর্ব্বে এতৎ প্রদেশের ভূমি সকল অত্যন্ত দুর্গম ছিল, ইচ্ছাক্রমে যেখানে সেখানে গমনাগমন করা বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। পরে কেবল পালের অপরিমিত পরিশ্রম-প্রভাবে এখানকার এক প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে যাতায়াত করা অনায়াসেই হইতে লাগিল। এখনও প্রায় সেই প্রকার রহিয়াছে, বড় লুপ্ত হয় নাই। পাল, এই সকল

পথ ঘাট প্রস্তুত করিবার জন্য যে২ উপায় করা আবশ্যক, তদ্বিষয়ে আপন পরিবার এবং আমার নিকট হইতে সর্ব্বদাই পরামর্শ গ্রহণ করিত। আদৌ সে এই গুহার পরিধিভাগে মণ্ডলাকারে একটি পথ করিয়া তৎসংলগ্ন আর কয়েকটি অল্পপরিসর পথ আপনাদের ক্ষেত্রের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল।

পাল ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিবার জন্য পর্ব্বতাদি হইতে প্রস্তরখণ্ড সকল আহরণ করিয়া পথ প্রস্তুত করিতে যে প্রকার পরিশ্রম করিয়াছিল তাহা অন্যের সাধ্য নহে। সে নানা স্থান হইতে তরু গুল্ম লতাদি আনয়ন পূর্ব্বক এখানকার উপযুক্ত স্থানে সুশৃঙ্খলা পূর্ব্বক রোপিত করিয়া এক মনোহর প্রাকৃত শোভার স্থান সম্পন্ন করিয়াছিল। এই উপদ্বীপের নানা স্থান হইতে নুড়ি সকল সংগ্রহ করিয়া আনিয়া তদ্দ্বারা এই ক্ষেত্র মধ্যে এক স্তূপ রচনা করিয়া তাহার তলস্থ পরিধিমণ্ডলে তরুলতা, রাধালতা, ঝুমকালতা, মাধবীলতা, অপরাজিতা, প্রভৃতি বিবিধ প্রকার পুষ্পের লতা সকল রোপণ করিয়াছিল। সেই সকল লতা বর্দ্ধমান হইয়া অনতিবিলম্বে সেই প্রস্তর স্তূপকে পত্র পুষ্প সমূহে সমাচ্ছন্ন করিয়াছিল। অত্রত্য ক্ষুদ্র২ পর্ব্বতীয় নদীর উপকূলজাত যে সকল প্রাচীন বৃক্ষ, যাহার তলে আতপতাপিত পথশ্রান্ত পান্থ সকল উপস্থিতি মাত্রে গতক্লম হইয়া থাকিত, তথা হইতে ঐ বনতরুশ্রেণী পর্য্যন্ত যে পথ দেখিতে পাও, তাহা পাল স্বয়ং স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া গিয়াছে।

তাহারা এই বিজনদেশবাসী হইয়া অত্রত্য প্রত্যেক

স্থানকে বিশেষ২ শ্রবণমনোহর অথচ সঙ্গত এবং সুললিত নাম দিয়া সুবিখ্যাত করিয়াছিল। অদূরে যে গণ্ডশৈল দেখা যাইতেছে, উহার এক স্থান হইতে এই দ্বীপে যে সকল জাহাজ আসিতে থাকে তাহা বিলক্ষণ রূপে দেখিতে পাওয়া যায়, এ কারণ তাহারা ঐ স্থানের নাম "প্রীতিবিকাশ" রাখিয়াছিল। উহার উপরিভাগে পাল ও বর্জ্জিনিয়া বিনোদচ্ছলে একটি বেণুদণ্ড রোপণ করিয়া রাখিয়াছিল। তথায় তাহারা দণ্ডায়মান হইয়া দূর হইতে আমাকে আসিতে দেখিবামাত্র একখানি পতাকার ন্যায় শুভ্র চীরখণ্ড সেই বেণুদণ্ডের অগ্রভাগে তুলিয়া দিত। অতি দূরাগত পোত দর্শনে লোকদিগকে অপর শৈলশিখরে নিশান তুলিতে দেখিয়া, পাল ও বর্জ্জিনিয়াও সেই প্রকার করিতে শিখিয়াছিল। আমি একদা আপন আলয় হইতে এখানে আসিতে ছিলাম, এমত সময়ে দেখিলাম যে তাহারা আমাকে দেখিয়াই সেইরূপ কার্য্য করিতেছে। ইহাতে আমি মনে করিলাম, যে আমারও ঐ বেণুদণ্ডের গাত্রে তাহাদের গুণানুবাদ কিঞ্চিৎ ক্ষোদিত করিয়া রাখা উচিত। আমার মনের কথা এই যে, যদি কখন কালান্তরে ইহা কাহারো দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তবে তাহার মনে অবশ্যই প্রতীত হইবেক যে এ স্থলে কখন না কখন কোন মহোদয়েরা বাস করিয়া গিয়াছেন। বৎসন্ এ বিষয়ে একটা অবান্তর কথা কহিতেছি শ্রবণ কর।

একদা আমি পর্য্যটন করিতে২ এক অরণ্যময় স্থানে উত্তীর্ণ হইয়া দেখিলাম, তথায় একটি পাষাণময়ী মূর্ত্তি

বিরাজমানা রহিয়াছে। তাহা যে মহাত্মার প্রতিমূর্ত্তি, তাঁহার গুণোৎকীর্ত্তন সেই মূর্ত্তির অবস্থান পাষাণেই ক্ষোদিত হইয়া তখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে। দর্শন মাত্রে আমার অন্তঃকরণে আহ্লাদ সাগর উদ্বেল হইতে লাগিল। লিপি পাঠ করিতেং বোধ হইল, যেন কোন পূর্ব্বকালের লোক আসিয়া আমার সঙ্গে কথা বার্ত্তা করিতেছেন। প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে তাহা নির্ম্মিত হইয়াছিল, তথাপি তদ্দর্শনে কাহার মনে প্রাচীন কীর্ত্তির স্মরণ না হইত ?। সেই গুণোৎকীর্ত্তনের লিপি দেখিয়া বোধ হইল, ইহা অবশ্যই কোন প্রাচীন জাতির বিবরণ হইবেক। কিন্তু তাহাদের কেহই তখন তৎপ্রদেশে বর্ত্তমান ছিল না। সেই লিপি দেখিয়া আমার মনে যে সংস্কার উদিত হইয়াছিল তাহা কি যুগান্তেও লুপ্ত হইতে পারে? অদ্যাপি তাহা আমার মনে জাগরূক রহিয়াছে। বেণুদণ্ডে লিখিবার পূর্ব্বে সেই কথা আমার স্মরণ হওয়াতে আমি মনেং স্থির করিলাম, এই ধ্বজাদণ্ডে আমিও উহাদের গুণানুবাদ ক্ষোদিত করিয়া রাখিব। মনেং এই সঙ্কল্প স্থির করিয়া আমি সেই বেণুদণ্ডে এই কথা লিখিয়া রাখিলাম যে "ধার্ম্মিকেরা তোমাদিগকে সৎপথ প্রদর্শন করাউন, এবং ধর্ম্ম তোমাদিগের সঙ্গী হউন, ও তোমরাও সেই ধর্ম্মপথের পথিক হইয়া নিরাপদে কাল হরণ কর"। পরে যে গন্ধবৃক্ষের তলে উপবিষ্ট হইয়া পাল সমুদ্রের তরঙ্গ দর্শন করিত তাহার বল্কলে এই কথা ক্ষোদিত করিয়া রাখিলাম। "বৎস! তুমিই ঈশ্বরতত্ত্ব জানিতে অনুরক্ত"। অবশেষে বিবি দিলাতুরের দেহলীর উপ-

রিভাগে এই কথা লিখিয়া রাখিলাম "নিষ্পাপ ও অপ্রবঞ্চক ব্যক্তিরাই এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন" সমনন্তর সেই ধ্বজাদণ্ডে তাদৃশ গুণোৎকীর্ত্তনের লিপি দেখিয়া বর্জ্জিনিয়ার মনে কিছুমাত্র সন্তোষ হইল না। তাহার বিবেচনায় তদ্রূপ লেখা অতিশয় প্রৌঢ়োক্তি এবং দুরবগম হইয়াছিল। সে তাহাতে মনে২ কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু আমার উপরি তাহার ভাবের ব্যতিক্রম হয় নাই। অনেকক্ষণের পর সে আমার নিকট "প্রকারান্তরে লিখিলেই ভাল হইত" এই কথাটি মুখদিয়া নির্গত করিল। ইহাতে আমি "না হবে কেন, অকপট ধর্ম্মের লক্ষণই এই" এই কথা বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলাম। এ কথাতেও তাহার কিঞ্চিৎ লজ্জাবোধ হইল।

এই যে সকল পদার্থ চতুর্দ্দিকে রহিয়াছে দেখিতে পাও, এ সমুদায়ই তাহাদের সুখের সাধন ছিল। তাহারা অতি যৎসামান্য বস্তু-সকলেরও কোমলং নাম দিয়া বিখ্যাত করিয়া গিয়াছে। সম্মুখে যে তৃণাচ্ছন্ন ভূমিখণ্ড পতিত রহিয়াছে, ওখানে তাহারা চারিদিকে কমলালেবু ও কদলী বৃক্ষের শ্রেণী রোপণ করিয়া দিয়াছিল। পাল ও বর্জ্জিনিয়া বিনোদ করণের ছলে তথায় যখন তখন নৃত্য করিয়া থাকিত। এই হেতু তাহারা ঐ স্থানকে "প্রীতিভূমি বা বিনোদপদ" বলিয়া ডাকিত। আর ওখানে বহুকালের একটি প্রাচীন বৃক্ষ ছিল, তাহার তলে বসিয়া তাহাদের মাতারা প্রায় আপনাদের দুর্ভাগ্যের কথা কহিতেন, এই হেতু তাহারা সেই স্থানের "শোকসূদন" নাম দেয়।

ইহা ব্যতীত তাহারা ক্ষেত্র সকলেরও ভিন্ন২ নাম দিয়া প্রসিদ্ধ করিয়াছিল।

সেই প্রবাসিত দুই পরিবার যখন আপনাদের জন্ম-ভূমির বৃত্তান্ত স্মরণ করিত তখন তাহাদের প্রবাসের ক্লেশ এককালে শিথিল হইয়া পড়িত। তাহাদের গুণের কথা বর্ণনা করিতে গেলে, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। এখানে যে কয়েকটা বৃক্ষ বিশৃঙ্খলভাবে রহিয়াছে, ও যে সকল নির্ঝর পতিত হইতেছে, এবং যে সমস্ত পাষাণখণ্ড ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, এ সমস্তই তখন শ্রবণমনোহর এক২ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। এখন কি তাহার কিছু মাত্র আছে? ক্রমে২ সমস্তই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই সকল স্থান দেখিলে গ্রীস দেশের জঙ্গলময় প্রান্তর মনে পড়ে। ফলে এখান-কার পূর্ব্বের কথা স্মরণ হইলে চিত্তে ধৈর্য্য ধারণ করা নিতান্তই ভার হইয়া উঠে।

সম্মুখেই যে ভূমিভাগখানি দেখা যাইতেছে, ইহার মধ্যস্থলে "বর্জ্জিনিয়া বিরাম" নামক এক নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল, তাহা এখানকার সর্ব্বস্থান অপেক্ষা অধিক মনোহর। আর "প্রীতিবিকাশ" নামক এক কোণা-কার সুদৃশ্য স্থান ঐ গণ্ডশৈলের প্রস্থদেশে বর্ত্তমান আছে। তথায় নির্ঝর পতিত হইয়া অতিশয় বেগে প্রবাহিত হইতেছে। ঝরণার কিঞ্চিৎ দূর অন্তরে বিস্তারিত গোপ্রচারের মধ্যবর্ত্তি এক পঙ্কিল স্থান আছে। পাল ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র আমি মার্‌গ্রেটকে সেই স্থানে একটি নারিকেল বৃক্ষ রোপণ করিয়া দিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম যদি উত্তর-

কালে কখন তাহার পুত্রের বয়ঃক্রম জানিবার আবশ্যক হয়, তবে তাদৃশ নিদর্শন দর্শনেও বিশেষ উপকার জন্মিতে পারিবেক সন্দেহ নাই। আজ্ঞানুবর্ত্তিনী মার্‌গ্রেট আমার উপদেশানুসারে তথায় একটি নারিকেল গাছ রোপণ করিয়া দিয়াছিলেন। বিবি দিলাতুরও দেখাদেখি আপন তনয়ার বয়ঃক্রম জানিবার জন্য তাহারি পার্শ্বে আর একটি নারিকেল গাছ রোপণ করিয়া দিতে বিলম্ব করেন নাই। সেই দুটি নারিকেল গাছ তাঁহাদের তনয় ও তনয়ার নামে খ্যাত ও সন্তাননির্ব্বিশেষে পালিত হইয়াছিল। এইরূপে পাল ও বর্জ্জিনিয়ার বয়ঃক্রম অনুসারে গাছ দুটিও বর্দ্ধমান হইতে লাগিল, কেবল তাহাদের উচ্চতাদি পরিমাণেই ঐক্য রহিল না। বালক বালিকার বয়ঃক্রম বার বৎসর হইলে, সেই দুই গাছ কাঁদি কাঁদি ফল ফলিয়া অতিশয় শোভমান হইল। ফল সকল পর্ব্বতীয় নির্ঝরের অভিমুখে লম্বমান থাকাতে সেই শোভারও কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

সেই দুই নারিকেল গাছই এখানকার কৃত্রিম শোভা। তদ্ভিন্ন প্রকৃতিজাত বস্তুমাত্রই এই শিলাময় প্রদেশের অলঙ্কার স্বরূপ। ঐ যে যৎকিঞ্চিৎ ভূমি নিম্ন ও আর্দ্র রহিয়াছে, উহাতে তখন বিবিধপ্রকার সুরভি ঘাস এবং নানাজাতীয় উৎকৃষ্ট গুল্ম লতা প্রভৃতি জন্মিয়া হরিদ্বর্ণ আভাদ্বারা ঐ স্থানের কি পর্য্যন্ত শোভা বিস্তার না করিত? সেই সকল তৃণ গুল্ম লতাদির মধ্যে২ এক জাতীয় শণ কুসুমিত হইয়া সেই শোভাকে দ্বিগুণিত করিয়া তুলিত। আমরা প্রত্যহই বেলা অবসান হইলে

সেই স্থানে গিয়া সেই শোভা নিরীক্ষণ করিতাম। এবং সমুদ্রের তীরে হংস, সারস, বক, চক্রবাক প্রভৃতি জলবিহঙ্গম সকলের অপরূপ উড্ডীনগতি ও ক্রীডা দর্শনে চিত্ত বিনোদিত করিতাম।

বর্জ্জিনিয়া নির্ঝরের উপান্তভাগে বসিয়া থাকিতে নিতান্ত সন্তুষ্ট হইত। বিশেষতঃ সেই নারিকেল বৃক্ষের তলে ছায়ায় বসিয়া আপনাদের ছাগ মেষাদি পশু সকল চরাইতে ভাল বাসিত। যখন সেই সকল পশু ইতস্ততঃ নানাজাতীয় গুল্ম ও তৃণের মঞ্জরী সকল ভোজন করিত, তখন বর্জ্জিনিযার আর আমোদের ইয়ত্তা থাকিত না। পাল উক্ত স্থান বর্জ্জিনিয়ার নিরতিশয় বিনোদাস্পদ জানিতে পারিয়া, বন হইতে নানাবিধ পক্ষীর শাবক ও ডিম্বশুদ্ধ কুলায় সকল আনয়ন করিয়া, সেই স্থানের সন্নিহিত পর্ব্বতীয় বিদারের মধ্যে২ সাজাইয়া রাখিত। পক্ষি-মাতারা প্রকৃতিসিদ্ধ স্নেহের পরবশ হইয়া পশ্চাৎ২ তথায় উপস্থিত হইতে বিলম্ব করিত না। অবিলম্বে সেই স্থলে আবার নূতন বাস করিতে আরম্ভ করিত। বর্জ্জিনিয়া প্রতিনিয়ত বৈকাল বেলায় যাইয়া তাহাদিগকে ধান্য, মক্কা, চীনা, মটর প্রভৃতি শস্য সকল ভাগ করিয়া ছড়াইয়া দিত। সে তথায় উপস্থিত হইলে, শ্যামা প্রভৃতি যে সকল পক্ষী শীস দিতে পারিত, তাহারা তথা হইতে কদাচ অপসরণ করিত না। মরকত মণির ন্যায় সুন্দর হরিদ্বর্ণ পরকুত পক্ষীরা সেই সময়ে চতুর্দ্দিক্‌স্থিত তাল খর্জ্জুরাদি বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিত। তিত্তিরি পক্ষী সকল সত্বরে ঘাসের উপরি দিয়া ধাবমান হইয়া আ-

সিত। তাহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইত যেন কুক্কুট-শাবক সকল চিচিকুচিধ্বনি করত যূথে২ অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। পাল ও বর্জিনিয়া এইরূপ বিহঙ্গমযূথের ক্রীড়া কৌতুকাদি দর্শন করিয়া যাহার পর নাই প্রীতি প্রাপ্ত হইত।

এইরূপে সেই বৃদ্ধ মহাপুরুষ তাহাদের সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে২ শোকাবেগ সম্বরণ করিতে অসমর্থ হইয়া আক্ষেপ করিয়া কহিতে লাগিলেন "কোথায় গেলেরে প্রাণাধিক প্রিয়তম বাছা সকল! আহা! তোমরা কি অনির্ব্বচনীয় সাধুতায় বাল্যাবস্থা যাপন করিয়া গিয়াছ। তোমাদের অবিরত সরল কার্য্যে সে সকল কাল কি পর্য্যন্ত না বিখ্যাত হইয়াছিল। তোমাদের জননীরা তোমাদিগকে ভূয়োভূয়ঃ বাহুলতায় আলিঙ্গন ও মুখচুম্বন করত ক্রোড়ে তুলিয়া পরমেশ্বরের প্রতি কত কত বার ধন্যবাদ না করিতেন!। তোমাদের সেই অলোকসামান্য সদ্বৃত্ততা দেখিয়া সেই দুই প্রসূতি তদবস্থাতেও পরমসুখে জীবনযাপন করিবার আশ্বাস করিতেন। তোমাদের তৎকালীন সুখজনক ব্যাপার দর্শনে তাহাদের যে কি পর্য্যন্ত সন্তোষ উৎপন্ন হইত, তাহা কি বর্ণনা দ্বারা ব্যক্ত করিতে পারা যায়। আমি কত কত বার তোমাদের সমভিব্যাহারে গণ্ডশৈলের ছায়ায় বসিয়া আহারাদি করিতাম!"।

এইরূপ বিস্তর আক্ষেপ করিয়া তিনি আমাকে পুনর্ব্বার সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন "বৎস! সর্ব্বনাশ যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে

পরে যে যে ঘটনা হইয়াছিল তাহার বিবরণ করিতেছি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

তাহারা প্রতিদিন কি প্রকার পরিশ্রম করিতে হইবেক সতত তদ্বিষয়েই কথা বার্ত্তা করিত। পর দিবস যে বিষয়ে যত পরিমাণে পরিশ্রম করিতে হইবেক, পাল তাহার প্রথা স্থির করিতে বিলম্ব করিত না। অপর, পরিবারগণের কিসে সুখ ও সচ্ছন্দ জন্মিতে পারে তদ্বিষয় চিন্তা করাও পালের ভার ছিল। সে কখন কোন স্থানে যাতায়াতের পথ পরিষ্কার বা সংস্কার করিত। কখন পরিবারদিগের উপবেশনের জন্য কোথাও বেদির মত মঞ্চ প্রস্তুত করিত। কোন কোন সময়ে সে অন্যমনস্কের মত এক নির্জ্জন স্থানে বসিয়া, দিনের বেলায় কখন্ কোন্ স্থানে গাছের ছায়া পড়িলে তথায় বর্জ্জিনিয়া পরমসুখে উপবেশন করিতে পারে তদ্বিষয়েই চিন্তা করিত।

রাত্রিকালে দুই পরিবারে এক গৃহে আহার করিতে বসিতেন। শয়নের পূর্ব্বে খানিক ক্ষণ বিবি দিলাতুর কিম্বা মারগ্রেট, পূর্ব্বকালে যে সকল পর্য্যটকেরা রাত্রিযোগে পথ হারাইয়া গহন বনে দস্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ঘোর বিপদ্সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিল, এবং যে সকল পোতবণিকেরা প্রবল ঝড়ের বেগে ভগ্ননিমগ্নপোত হইয়া অতি কষ্টে কোন মরুদ্বীপে উত্তীর্ণ হইয়া মহাক্লেশ সহ্য করিয়াছিল, তাঁহাদের দুঃখজনক উপাখ্যান কহিতে আরম্ভ করিতেন। এইরূপে জননীদিগের মুখে সেই সকল ইতিহাস শ্রবণ করিতে২ সেই শিশুদের কোমল চিত্ত এককালে কারুণ্যরসে আর্দ্র হইয়া

উচিত। তাহাতে তাহারা তৎক্ষণাৎ সাতিশয় ব্যগ্রতা সহকারে পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা করিয়া কহিত "হে করুণাময় প্রণতপাল জগদীশ! যদি তুমি কৃপা করিয়া সেই দুর্ভাগ্যবান্ ব্যক্তিদিগের প্রতি আমাদিগকে কোন সাহায্য করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে, তাহাহইলে তখন আমাদেব কতই আনন্দ হইত!"। অনন্তর নিদ্রা যাইবার সময় উপস্থিত হইলে পর তাহারা পৃথক্ গৃহে পৃথক্ শয্যায় শয়ন করিতে গমন করিয়া, কতক্ষণে রজনী প্রভাতা হইবে এবং কতক্ষণেই বা তাহারা পরস্পর পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ করিবে এই চিন্তায় নিতান্ত অধীর হইত। অত্যন্ত ঝড় ও বৃষ্টির সময়ে তাহারা অতি সামান্য গৃহে অবস্থিতি করিয়া মনে২ পরমেশ্বরের প্রতি ধন্যবাদ প্রদান করিত এবং কহিত "হে করুণাময়! আমাদিগকে কি নির্ব্বিঘ্নেই রক্ষা করিতেছ। যাহারা আমাদের হইতে দূরবর্ত্তী তাহারা এখন্ কে কি বিপদে পড়িতেছে তাহা কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, বোধ হয় তুমি তাহাদিগকেও এমনি ভাবে রক্ষা করিয়া থাকিবে সন্দেহ নাই"।

বিবি দিলাতুর প্রতিদিন কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে ধর্ম্মপুস্তকেব কোন অংশ হইতে একটি চিত্তরঞ্জক উপাখ্যান উদ্ধৃত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতেন। তাহাতে শ্রোতৃগণের পক্ষে যে কি পর্য্যন্ত উপকার দর্শিত তাহা বর্ণনাদ্বারা ব্যক্ত করা দুর্ঘট। তাহাদের আন্তরিক ভাব ও বাহ্য চেষ্টার সহিত, ধর্ম্মপুস্তকের প্রধান মর্ম্ম, পরমার্থজ্ঞান ও নীতিজ্ঞানের তুলনা করিয়া দেখিলে কিছুমাত্র ইতর বিশেষ বোধ হইত

না। তাহাদের কোন বিশেষ উৎসব উপলক্ষে আমোদ করিবার আবশ্যকতা ছিলনা, প্রতিদিনই তাহাদের পর্ব্বাহস্বরূপ বোধ হইত। তাঁহারা যেং বিষয় চিন্তা করিতেন তাহাই মানবজাতির পরম মঙ্গলজনক। তাহাদের হৃদয় ঐশ্বরী ভক্তিতে এতাদৃশ পরিপূর্ণ ছিল যে তাহাদের গতানুশোচনে নিবৃত্তি, ও বর্ত্তমানে দুর্ঘটনায় সহিষ্ণুতা, এবং ভাবি সম্পদে প্রত্যাশালাভ হইবার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইত না। এই রূপে সেই নারীরা লোকালয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই নিরালয় ও নির্জন প্রদেশে বাস করিলেও তাহাদের অন্তঃকরণে বিজাতীয় ধর্ম্মনিষ্ঠা ছিল। সুতরাং তাহাতে তাহাদের মনে সাংসারিক যাতনা-সকলের উদ্বোধমাত্রই হইত না।

মনুষ্যের মন যেমন ইচ্ছা তেমন সুদৃঢ় বা সুযন্ত্রিত হউক না কেন, তাহা কোন না কোন সময়ে কারণের গতিকে অভিভূত না হইয়া যায় না। এই কারণবশতঃ তাহাদেরও তাদৃশ ঘটনা কখনং ঘটিয়া উঠিত, কিন্তু তৎক্ষণমাত্র তাহার শান্তি হইয়া তিরোভূত হইতে আর কিছুমাত্র কালবিলম্ব হইত না। বিশেষতঃ সেই পরিবারদ্বয়ের কাহারো মনে কখন কোন দুঃখ উদিত হইলে সকলে মিলিয়া তাহা দূব করিবার চেষ্টা পাইত। মারগ্রেট আপনার স্বভাবসুলভ আমোদ প্রমোদের কার্য্য করিতে চেষ্টা করিতেন। বিবিদিলাতূর ধর্ম্মবিষয়ক তর্কবিতর্ক করিতে নিযুক্ত হইতেন। দয়ার্দ্র হৃদয়া বর্জ্জিনিয়া বাহুলতায় তাহাদের কণ্ঠদেশে আলিঙ্গন করিয়া সজল নয়নে বিবিধপ্রকার সান্ত্বনা করিত।

আর পাল কেবল অকপটভাবে তাহাদের স্বাস্থ্যজনক ব্যাপার সম্পাদন করিতে তৎপর থাকিত। মেরী ও দমিঙ্গও তৎপ্রতীকারের চেষ্টা করিতে কোন ত্রুটি করিত না। স্বামিনীদের কাহারো কোন কিছু দুর্ঘটনা বা ক্ষোভ জন্মিলে তাহারা দুই স্ত্রীপুরুষে যথাসাধ্য সাহায্য করিবার জন্য সত্বর হইয়া, যে ব্যক্তি রোদন করিত তাহার সঙ্গেং রোদন করিতে থাকিত। এই-রূপে যখন যে দুঃখ উপস্থিত হইত, তখন সেই নির্দ্দোষ পরিবারেরা একাগ্রচিত্তে তাহা দমন করিতে সমর্থ হইত। ফলতঃ তাহারা তাদৃশ একতা প্রভাবে বিষম সঙ্কটকেও সঙ্কট বোধ করিত না।

অত্যন্ত দুর্দ্দিন ভিন্ন প্রায় প্রতি নির্দ্ধারিত দিবসেই সেই দুই সখী একত্র হইয়া ভজনালয়ে রীতিমত উপা-সনা করিতে গমন করিতেন। তথায় এই উপদ্বীপ-বাসী অন্যান্য ধনাঢ্য ব্যক্তিও গমন করিতেন। সুত-রাং তাঁহাদিগের সহিত উহাদের বারংবারই দেখা সাক্ষাৎ হইত। তাঁহারা পরম্পরায় উহাদিগের ভদ্র-তা ও সুশীলতাদি গুণ সকল শ্রবণগোচর করিয়াছি-লেন, একারণ সাতিশয় আগ্রহপূর্ব্বক তাহাদের সহিত আলাপ পরিচয়াদি করণের অভিপ্রায়ে, উহাদিগকে কখনং কোন কার্য্যোপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিতেন, কিন্তু বিবি দিলাতুর তাহা স্বীকার করিতে বাসনা করি-তেন না। কারণ তাহার ধ্রুব জ্ঞান ছিল যে ধনীরা প্রায় তোষামোদের বশীভূত হন, এবং দরিদ্রদি-গকে প্রায় তাহাদের অনুগম ও তোষামোদকতা করি-তে হয়। *যে সমস্ত ধনীদিগের অনুগম-প্রভৃতিতে

প্রীতি জন্মে, তাঁহারাই নির্ধনদিগকে অন্বেষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাদিগের তেজ ও একান্ত স্বাধীনতা ছিল, তাহারা অধীনতা স্বীকার করিবার পাত্র ছিল না। তাহাদের তুল্যস্বভাবের ব্যক্তি কি ভূমণ্ডলের মধ্যে আর নেত্রগোচর হয়?। তাহারা কেবল ধনীদের সংসর্গই পরিত্যাগ করিয়াছিল এমত নহে, কিন্তু এখানকার নিতান্ত অনভিজ্ঞ কুব্যবহারী অধমজাতিদিগের সহিতও কোন সংস্রব রাখিত না। এজন্য অনেকে তাহাদিগকে অত্যন্ত ভীরুস্বভাব বোধ করিত। কেহ২ বা তাহাদিগকে অহঙ্কারী বলিয়া গণ্য করিত; কিন্তু তাহাদিগের সুশীলতা ও ভদ্রতা প্রভৃতি এমনি কতকগুলি সদ্গুণ ছিল যে তৎপ্রভাবে তাহাদের সধন জন হইতে মান, ও নির্ধন হইতে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হইবার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইত না।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদের গিরিজার কর্ম্ম সমাহিত না হইত তাবৎপর্য্যন্ত কতিপয় ইতর লোক অনুগ্রহ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় তাহাদিগকে অপেক্ষা করিয়া বাহিরে দণ্ডায়মান থাকিত। কখন২ বিপন্ন ব্যক্তিরাও তাহাদের নিকট পরামর্শ লইতে গমন করিত। কোন২ দিবস দরিদ্র বালক বালিকারা আপন২ মাতাকে নিতান্ত পীড়িত দেখিলে সম্পূর্ণ কাতরভাবে তাঁহাদের নিকট গমন করিত, এবং বাষ্পাকুল লোচনে তাহাদিগের নিকট পীড়িত জননীকে দেখিয়া আসিতে প্রার্থনা করিত। এই উপদ্বীপবাসী লোকদিগের যে রোগ সচরাচর হইয়া থাকে, তাহার উপশমনার্থ এক প্রকার মহৌষধও তাহাদের নিকট প্রস্তুত থাকিত। সংবাদ

প্রাপ্তিমাত্র তাহারা স্বয়ং রোগীর নিকটস্থ হইয়া রোগের বলাবল বুঝিয়া সেই ঔষধ প্রয়োগ করিতেন, ঔষধেরও সাতিশয় গুণ প্রকাশ পাইত। তাহাদের মনে এই সিদ্ধান্ত স্থির ছিল যে, যদি রোগী ব্যক্তির কোন প্রকার মনঃক্লেশ থাকে, তাহা হইলে তাহার সে রোগের যাতনা অত্যন্ত অসহ্য হয়। এই হেতু তাহারা রোগীকে দর্শন করিয়াই প্রথমতঃ তাহার মনঃক্লেশ দূর করিতে চেষ্টা পাইতেন। বিবিদিলাতূর সখীভাব প্রকাশ পূর্ব্বক সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত সেই রুগ্নাদিগের সন্নিধানে ঈশ্বরতত্ত্ব কহিতে আরম্ভ করিতেন। তাহাতে সেই২ পীড়িত ব্যক্তি শুনিতে২ বোধ করিত যেন তাহার সম্মুখে ঈশ্বর স্বয়ং আসিয়াই কথাবার্ত্তা করিতেছেন। মাতৃদ্বয়ের এতাদৃশ সাধুভাব দর্শনে বর্জ্জিনিয়া হর্ষিতমনে ও প্রসন্নবদনে তথা হইতে গৃহাভিমুখে গমন করিত। কোন২ দিন তাহারা অধিক পথ পর্য্যটন করিবার বাসনা করিয়া, সম্মুখস্থ পর্ব্বত পার হইয়া আমার কুটীরে উপস্থিত হইতেন। সে দিন আমরা মহা আমোদ পূর্ব্বক সকলে একত্র হইয়া আহারাদি করিতাম। আমার বাসস্থানের অদূরেই এক ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত আছে, তাহার ধারেই এই প্রমোদ-ভোজন সম্পন্ন হইত। ইচ্ছানুসারে কদাচিৎ সমুদ্রতীরেও এপ্রকার আহারাদি হইয়া থাকিত। ভোজের দিন আমরা বৃক্ষবাটিকা হইতে নানা জাতীয় ফল, মূল, শাক, পাত, লইয়াই তথায় যাইতাম। আর২ সামগ্রী পত্র সেখানে অতি সুলভ। যাহা২ লইয়া যাইতাম তাহাতে আমাদের বিবিধপ্রকার খাদ্য-

দ্রব্য প্রস্তুত করিতে কোন অপ্রতুল হইত না। এইরূপে আমরা ভোজনাদি সমাপন করিয়া ইতস্ততঃ পর্য্যটন ও পর্ব্বতীয় পদার্থের ও সাগর-তরঙ্গের অপূর্ব্ব শোভা নিরীক্ষণ করত চিত্তবিনোদনে উদ্যত হইতাম। সেই সময়ে পাল জলবিহার বাসনায় সমুদ্রের তরঙ্গাভিমুখে ঝম্প দিয়া পতিত হইত এবং উচ্চ২ তরঙ্গ সকল নিকটস্থ হইবামাত্র সে অমনি সত্বর হইয়া তটাভিমুখে, প্রত্যাগত হইত। বর্জ্জিনিয়ার স্বভাব অতি সুকুমার ছিল, একারণ সে প্রিয়তম পালের তাদৃশ সাহস দেখিয়া, পাছে তাহার কোন বিপদ্ ঘটে, এই আশঙ্কায় একান্ত ব্যাকুল হইয়া তাহাকে ডাকিয়া কহিত "দাদা! ক্ষান্ত হও, এমন বিষম ভয়ঙ্কর জলবিহার হইতে নিবৃত্ত হও। এ দুর্ধর্ষ সমুদ্রের কল্লোল দেখিয়া আমার হৃৎকম্প হইতেছে। তোমার আর এমন সাহস প্রকাশে কাজ নাই।"

ভোজনাদি সমাপন হইবার পরে যখন আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিতাম তখন পাল ও বর্জ্জিনিয়া আমাদের সম্মুখে আসিয়া রঙ্গভঙ্গের সহিত নৃত্য এবং সুললিত শ্রবণমনোহর মধুরস্বরে গান করত আমাদিগকে যৎপরোনাস্তি পরিতুষ্ট করিত। বর্জ্জিনিয়া প্রায় গানই করিত। তাহার গানের ভাব প্রায় এই প্রকার হইত যে যাহারা গ্রামবাসী হইয়া অঋণী ও অপ্রবাসী হয় তাহারাই সুখী এবং ধনোপার্জনের জন্য যাহারা দূরে যায় তাহাদের হইতে আর দুঃখী কেহই নাই। কোন২ সময়ে তাহারা ভাই বোনে ভাঁড়ামি ও অভিনয় আদি করিয়া আমাদিগকে আমোদিত

করিত। সে সকল অভিনয় তাহাদিগকে শিখাইয়া দিতে হইত না। তাহারা কেবল অপরের দেখা দেখিই শিক্ষা করিয়াছিল। ফলে এ সকল বিষয়ে কোন বালক ও বালিকাকে উপদেশ দিতে হয় না। বর্জ্জিনিয়া জননীর মুখে যে সকল ইতিহাস শুনিত তাহার মধ্যে যে অংশ চিত্তরঞ্জক ও করুণাজনক তাহা অবিকল অনুকরণ ও অভিনয় দ্বারা ব্যক্ত করিতে পারিত।

একদা তাহারা এমনি এক আশ্চর্য্য অভিনয় করিল যেন বর্জ্জিনিয়া প্রান্তর হইতে দমিঙ্গের ডমরুধ্বনি শ্রবণ করিয়া এক কলসী মাথায় করিয়া সত্বরে তথায় উপস্থিত হইতেছে, এবং অদূরবর্ত্তি নদীর জল আনিবার জন্য উদ্যম করিতেছে। তথায় তখন মেরী এবং দমিঙ্গ মেষপালকের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া যেন ছাগ মেষ প্রভৃতি পশু চারণে প্রবৃত্ত আছে। এবং সহসা বর্জ্জিনিয়াকে মেষাদির মধ্যদিয়া যাইতে দেখিয়া তাহারা অসভ্যতা পূর্ব্বক তাহাকে হাত দিয়া অপসারিত করিয়া দিতেছে, এমত সময়ে যেন পাল স্বচক্ষে তাহা দেখিতে পাইয়া ক্রোধে অন্ধপ্রায় হইয়া তাহাদিগকে দূরীকৃত করিয়া বর্জ্জিনিয়ার মস্তক হইতে সেই কলসীটি লইল, এবং তাহা নদীজলে পূর্ণ করিয়া তাহার মস্তকে পুনর্ব্বার তুলিয়া দিল। অনন্তর সে রক্তপুষ্পে এক ছড়া মালা গাঁথিয়া বর্জ্জিনিয়ার গলদেশে দিয়া তাহার সমস্ত মনের ক্ষোভ এককালেই দূর করিয়া দিল। তাহাদের তাদৃশ মনোমোহন কৌতুক দর্শনে আমি আনন্দিতমনে তৎক্ষণাৎ বর্জ্জি-

নিয়ার পিতা সাজিলাম এবং ক্ষণমাত্র কালব্যাজ না করিয়া বর্জ্জিনিয়াকে পালের সহিত বিবাহ দিলাম।

বৎস! আর এক রহস্যের কথা কহিতেছি শ্রবণ কর। সংবৎসরের মধ্যে তাহাদের মহোৎসব করিবার আর কোন বিশেষ দিন নির্দ্ধারিত ছিল না। কেবল সেই দুই সখীর জন্মদিন উপলক্ষেই মহোৎসব হইত। উভয়ের জন্ম-তিথির পূর্ব্বদিবস বৈকালে বর্জ্জিনিয়া কতকগুলি ময়দা, চিনি, এবং কদলীফল, মিশ্রিত করিয়া এক প্রকার পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া, এই উপদ্বীপবাসী যাবতীয় ইউরোপীয় দীন দরিদ্র ব্যক্তিকে ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত করিত। ঐ সকল দুর্ভাগ্যবান্ ব্যক্তিদের দাসত্ব স্বীকারে একান্ত অশ্রদ্ধা ছিল, অথচ সহিষ্ণুতাজনক বিশেষ জ্ঞান ছিল না। সুতরাং এই বন্যভূমিতে বাস করিয়া তাহাদিগকে মহাকষ্টেই কালহরণ করিতে হইত। কিঞ্চিৎ ক্লেশ স্বীকার করিয়া কৃষিকর্ম্মের প্রথা জানিলে আর তত কষ্ট পাইতে হইত না। বর্জ্জিনিয়া সেই সকল পিষ্টক স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগকে বিতরণ করিত। তৎকালীন তাহার এত দয়া প্রকাশ পাইত যে সে সকল অতি সামান্য বস্তু হইয়াও তাহাদের পক্ষে অমৃততুল্য ও বহুমূল্য পদার্থ জ্ঞান হইত। জন্মতিথির দিন উপস্থিত হইলে পাল স্বয়ং সেই সকল পিষ্টকের পাত্র লইয়া অনবরত বিতরণ করিতে থাকিত। একবার সেই উৎসবের সময়ে আমি উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, একটি স্ত্রীলোক অতি শীর্ণশরীর, শতগ্রন্থিযুক্ত মলিন বসন পরিধান, নিজেও অতি মলিন,

ম্লানবদনে তথায় উপস্থিত হইয়া এক পার্শ্বে দণ্ডায়-মানা রহিয়াছে। নিতান্ত কাতর ও ভীরু স্বভাবের তিন চারিটি শিশু সন্তানও তাহার সঙ্গেং আসিয়া-ছিল। বর্জ্জিনিয়া তাহাদিগকে তদবস্থায় দর্শন করি-বামাত্র অতিমাত্র সত্বর হইয়া তাহাদের সম্মুখীনা হইল, এবং নানা প্রকার কথা বার্ত্তা কহিয়া ও সাধ্যা-নুসারে তাহাদিগকে ভোজনাদি করাইয়া তাহাদের লজ্জা দূর করিতে উপক্রম করিল। তাহাদের ভোজ-নের সময়ে বর্জ্জিনিয়া সমুদয় খাদ্য সামগ্রীর নাম ও গুণ একাদিক্রমে ব্যাখ্যা করিতে লাগিল। পানীয় দিবার সময়ে বিশেষ করিয়া কহিল দেখ এই যে পানীয় তোমাদিগকে পান করিতে দিতেছি, ইহা আমার মাতা মার্ গ্রেট স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াছেন। আর এই সকল ফল আমার দাদা পাল নানা বনবৃক্ষ হইতে পাড়িয়া আনিয়াছেন। তোমরা এ সকল অকুতোভয়ে ভোজন ও পান কর। তাহারা ভত ভীত এবং সলজ্জ হইলেও বর্জ্জিনিয়া কেবল নিজ গুণে তাহাদিগকে সেই সকল দ্রব্য সামগ্রী ভোজন করাইয়া আলাপ পরিচয় করিতে ত্রুটি করিল না। যদি তখন সে পালের সাহায্য পাইত তাহা হইলে নৃত্য পর্য্যন্তও না করা-ইয়া ছাড়িত না, এবং যাবৎ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে সুখী ও সন্তোষী না দেখিতে পাইত তাবৎ তাহাদিগকে কদাচ বিদায় করিত না। • •

বর্জ্জিনিয়ার মনের অভিপ্রায় এই ছিল যে, যেমন আমরা সপরিবারে সুখসচ্ছন্দ ভোগ করিতেছি, এমনি সকল লোকেই করুক। এ কারণ সে পরদুঃখে অনুধা-

বন করিয়া যখন তখন মুক্তকণ্ঠে কহিত "দেখ দেখি আমরা কেমন আশ্চর্য্যরূপে অপরিমেয় সুখসমৃদ্ধি ভোগ করিতেছি"। যাহারা সেই মহামহোৎসবের কার্য্য দর্শন করিতে আসিতেন তাহাদের গৃহে যাইবার সময়ে বর্জ্জিনিয়া যাহাকে যে বস্তুর অভিলাষী বুঝিতে পারিত তাহাকে তাহা গ্রহণ করাইতে যৎপরোনাস্তি আগ্রহ প্রকাশ ও অনুরোধ করিত। এবং প্রকারান্তর করিয়া কহিত এ বস্তুটি নূতন, ইহা আর কোথাও পাওয়া যায় না, তোমাকে এইটি অবশ্যই লইতে হইবেক, তুমি এইটী লইলে মনে বড়ই প্রীতি পাইব। বর্জ্জিনিয়ার এতাদৃশ প্রার্থনায় তাহারা তদ্গ্রহণে সম্মত হইতেন। সুতরাং কোন বস্তু গ্রহণের জন্য লালসা প্রকাশ করিলে যেমন দারিদ্র্যজনিত মনঃক্ষোভ প্রকাশ পায়, তাহার সম্ভাবনাই থাকিত না।

আহা! বর্জ্জিনিয়ার কি অপূর্ব্ব চতুরতাই ছিল! তাহা মনে পড়িলে আর ধৈর্য্যধারণ করিতে পারা যায় না। তাহার কেবল এইমাত্র গুণ ছিল এমত নহে, কিন্তু সকলে তাহাকে অপার দয়ার সাগর কহিত। তাহার এক২ দয়ার পরিচয় শ্রবণ করিলে কাহার মনঃ না আর্দ্র হয়? বর্জ্জিনিয়া সেই উৎসব সময়ে যদি সেই সকল ব্যক্তির মধ্যে কাহারো বসন ছিন্ন বা জীর্ণ দেখিতে পাইত, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আপন মাতার অনুমতি লইয়া আপনার এক প্রস্থ পুরাতন পরিচ্ছদ বাহির করিয়া পালের হস্তে দিয়া কহিয়া দিত দাদা! তুমি এই বসনপ্রস্থটি লইয়া অমুক ব্যক্তির কুটীর দ্বারে রাখিয়া আইস, কিন্তু সে কিম্বা তাহার আর

কেহ যেন ইহা না জানিতে পারে”। পালও তদনুসারে কার্য্য করিতে ক্ষণকাল বিলম্ব করিত না। এই রূপে বর্জ্জিনিয়া অলক্ষিতরূপে লোকের উপকার করিয়া কেবল দৈবী কৃপাই প্রকাশ করিত। পরমেশ্বর যখন কাহার শুভ করেন তখন তাঁহাকে যেমন কেহ জানিতে পারে না, কেবল তদ্দত্ত শুভ ফল প্রাপ্তি মাত্রই জানিতে পারে, তেমনি বর্জ্জিনিয়াকে কেহ জানিতে পারিত না, কেবল তাহার তাদৃশ আনুকূল্য মাত্রই উপলব্ধ হইত।

মানবজাতির মন বাল্যকালাবধি কেবল কাল্পনিক সুখের ভ্রান্তিতেই পরিপূর্ণ হইতে থাকে, স্বাভাবিক সুখানুভবের পরমানন্দ একবারও উদ্বুদ্ধ হয় না, এবং অন্তরাত্মাও সামান্য জ্ঞানে ব্যাপ্ত হইয়া কেবল কৃত্রিম সুখাস্বাদনেই তৎপর হয়, কিন্তু প্রকৃতি হইতে যে কি পর্য্যন্ত অক্ষয় সন্তোষ পাওয়া যায় তাহা কিছুমাত্রই অনুধাবন নাই।

পাল এবং বর্জ্জিনিয়ার নিকট দিন-জ্ঞাপক পঞ্জিকা থাকিত না, সময়নির্ণায়ক ঘটিকাযন্ত্রও থাকিত না, তাহারা পুরাবৃত্তের কোন গ্রন্থ বা কালনিরূপক কোন শাস্ত্র অথবা দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতির কিঞ্চিন্মাত্রই অপেক্ষা করিত না। তাহাদের জীবদ্দশার সাময়িক ঘটনা সকল কেবল স্বভাবজাত পদার্থের অবস্থার সহিত ঐক্য হইয়া পরিগণিত হইত। তাহারা বৃক্ষের ছায়া দর্শন করিয়া দিবাভাগের প্রহর দণ্ডাদি সময় নির্ণয় করিত। সময়ে২ নানাজাতীয় তরুর ফল পুষ্প অবলোকন করিয়া বসন্তাদি ঋতুর পরিচয় প্রাপ্ত

হইত। এবং ক্ষেত্র হইতে ধান্যাদি শস্য সংগ্রহের কাল তাহাদের নূতন বৎসরের দিন বলিয়া নির্দ্ধারিত ছিল। তাহারা সেই সকল প্রকৃতিসম্ভব বস্তুর বিষয়ে যখনং কথোপকথন করিত তখন তাহাদের চিত্ত আর্দ্র ও মোহিত হইতে থাকিত। তাহাদের তৎকালীন সুখানুভব বর্ণন করিয়া ব্যক্ত করা যায় না। যখন কদলীবৃক্ষের ছায়া মূলগামিনী হইত তখন বর্জ্জিনিয়া কহিত "আমাদের ভোজনের সময় উপস্থিত হইয়াছে" এবং চাকুন্দে পাতা সকল মুদ্রিত হইলে, রাত্রি আগতপ্রায় জানিয়া প্রতিবাসিনী সহচরীরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিত "সখি বর্জ্জিনিয়ে! আমরাত এখন গৃহে চলিলাম, আবার কতক্ষণ বিলম্বে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে?" বর্জ্জিনিয়া উত্তর করিত "যখন কৃষকেরা ইক্ষু মাড়িতে আরম্ভ করিবে, সেই সময়ে আমাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হইবে" এই কথায় তাহারা প্রত্যুত্তর করিত "সখি! ভাল বলিয়াছ, তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার সেই সময় উপযুক্ত বটে।"

যদি কেহ তাহাকে তাহার কিম্বা তাহার ভ্রাতা পালের বয়স জিজ্ঞাসা করিত, তাহা হইলে সে কহিত "ঐ যে পর্ব্বতীয় ঝরণার নিকটে একটি বড়, একটি ছোট, দুইটি নারিকেল গাছ দেখা যাইতেছে, আমার ভ্রাতা পাল উহার বড়টির বয়সী, এবং আমি ঐ ছোটটির ঠিক সমবয়স্ক। আর শুনিয়াছি আমার জন্মাবধি একাল পর্য্যন্ত ঐ সম্মুখস্থ আম্রবৃক্ষটি দ্বাদশবার ফলিয়াছে। এবং আমাদের কমলালেবু গাছের চব্বিশ বার ফুল হইয়াছে। এইরূপ তরুগুল্ম লতাদির সহিত

তাহাদের জীবনের তাদৃশ সম্বন্ধ দর্শনে বোধ হইত, যেন তাহারাই সাক্ষাৎ বনদেবতা। স্বীয় জননীদের জীবনবৃত্তান্ত ব্যতীত, অন্যান্য ইতিহাসবিষয়ে তাহাদের সম্পূর্ণরূপ অনভিজ্ঞতা ছিল। কুটীরদ্বয়ের নিকটস্থ উদ্যানের তরু গুল্ম লতা সকলের ফল ফুল প্রভৃতির সময় নির্ণয় করা ব্যতীত তাহাদের প্রকারান্তরে সময়জ্ঞান করিবার আর কোন উপায় ছিল না। তাহারা কায়মনোবাক্যে অবিরত সাধারণের হিত করণে চেষ্টা করিত, এবং জগদীশ্বরের ঐশ্বরী শক্তিতে নির্ভর করিয়া ধৈর্য্যধারণ করিতে, সমর্থ হইত। সুতরাং তাহাদের নীতিশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং দর্শনশাস্ত্রের উপার্জ্জন করিবার অপেক্ষা থাকিত না। ফলে তাহারা কেবল প্রকৃতির সন্তানের ন্যায় এস্থলে বর্দ্ধমান হইয়াছিল। কখন কোন মহীয়সী চিন্তায় তাহাদের ললাট-ফলকে সঙ্কোচ জন্মিতে পারিত না। কখন কোন অহিত বা অপরিমিত আচরণে তাহাদের শোণিত দুষ্ট হইত না, এবং কখন কোন রিপু প্রবল হইয়া তাহাদের অন্তঃকরণকেও কদাচিৎ বিচলিত করিতে পারিত না। তাহাদের মন কেবল অকপট প্রণয় ও নির্দ্দোষতা এবং পবিত্রতায় পরিপূর্ণ ছিল। তাহারা যে অসাধারণ গুণরত্নে অলঙ্কৃত, তাহাদের মুখের আকৃতি ও শরীরের ভাব এবং অঙ্গসঞ্চালন প্রভৃতিতেই বিলক্ষণরূপে প্রকাশ পাইত।

ক্ষেত্রকর্ম্ম সমাহিত হইলে পর, পাল যখন বর্জিনিয়ার সহিত একান্তে বসিত তাহাকে বারম্বার এই কথা কহিত "প্রিয়তমে! ভগিনি! বর্জিনিয়ে! আমি যখন২

একান্ত ক্লান্ত হইয়া গৃহে আসি, তখন তোমার বদন-সুধাকর দর্শনে আমার চিত্ত-চকোর এককালে পরমানন্দে চরিতার্থ এবং আমার সকল শ্রান্তি শান্তি প্রাপ্ত হয়। বর্জ্জিনিয়ে! আরো এক আশ্চর্য্য কথা বলি, শ্রবণ কর। যখন আমি পর্ব্বতশিখরে থাকিয়া তোমাকে নীচে পুষ্পোদ্যানে অবস্থিতি করিতে দেখি, তখন তোমার মুখখানি যেন অবিকল একটি সুরভি গোলাব কুসুমের কোরকের ন্যায় বোধ হয়। আর শুন ভগিনি! সকলে কহিয়া থাকে, যে শাবকের প্রতি ধাবমান হইবার সময়ে, তিত্তিরি পক্ষিণীর মন্দগতি অতি সুদৃশ্য ও কমনীয় হয়, কিন্তু তোমার গৃহাভিমুখে গমন করিবার-সময়ে যে প্রকার মন্দগতি ও সাতিশয় শোভা প্রকাশ পায় তাহা দেখিলে তাহারা কদাচ তেমন বোধ করিতে পারে না। আর যৎকালে তুমি চলিয়া যাইতেং তরুগণে ব্যবহিত হও, তখন তুমি কোথায় আছ এবং কি করিতেছ, তাহা অবগত হইবার জন্য তোমাকে আর অবলোকন করিবার আবশ্যকতা থাকে না। কেননা তুমি যে পথদিয়া চলিয়া যাও, বোধ হয়, তথাকার শূন্যভাগে যেন কিছু অনির্ব্বচনীয় পদার্থই রহিয়া যায়; কিন্তু সে যে কি বস্তু আমি তাহা বলিতে পারি না। এবং যেখানে ঘাসের উপরি বসিয়া থাক, সেই স্থানটী দেখিলেও তৎক্ষণাৎ তোমার মনোহর রূপলাবণ্য আমার মনে উদ্বুদ্ধ হইতে থাকে। পরে তোমার নিকটে উপস্থিত হইলেই আমার জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল সন্তোষামৃতের অভিষেকে এককালে সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন হইয়া উঠে। তোমার ইন্দীবর তুল্য

নয়নযুগলের নীলিমার সহিত তুলনা করিলে আকাশের নীলবর্ণে কিছুই মনোহরতা বোধ হয় না। আর তোমার মধুর মনোহর স্বর যখন আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়, তখন বসন্তমত্ত কোকিলের পঞ্চ স্বর শ্রবণে আর স্পৃহা থাকে না। যদি আমি অঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারাও তোমার গাত্র সংস্পর্শ করি, তাহা হইলেও যেন এক অনির্ব্বচনীয় সন্তোষের তেজ আমার সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপিয়া যায়। বর্জ্জিনিয়ে! তুমি কি ত্রিশিরা পর্ব্বতের নিকটস্থ নদীকূলের পাষাণরাশি উত্তীর্ণ হইয়া যাইবার দিন বিস্মৃত হইয়া গিয়াছ? সেই সময়ে তীর প্রাপ্তির পূর্ব্বে আমি যেন পরিশ্রান্ত হইয়া পতিত হই এমনি বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু তোমাকে অবলম্বন করিবামাত্র আমার শক্তি তখন পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিল। যাহাহউক বর্জ্জিনিয়ে! তুমি যে গুণে আমাকে মুগ্ধ করিয়াছ, তোমার সে গুণের নাম কি, তাহা আমাকে বলিতে পার? সে গুণকে তোমার বিজ্ঞতা বলিতে পারা যায় না, কারণ মাতাদিগের বিজ্ঞতা আমাদের হইতেও অতিরিক্ত, তাহাতে কিছু সন্দেহ নাই। আর তাহা তোমার স্নেহ বলিতেও পারি না। কেননা মাতারা অনেকবার স্নেহপূর্ব্বক আমাকে ক্রোড়ে লইয়া পুলকিত হইয়া থাকেন। তবে তাহা তোমার অকৃত্রিম সততা বলিলে বলা যায়। ভাবিয়া দেখ দেখি সেই কাফ্রি দাসীর প্রতি তাহার প্রভুর ক্ষমা প্রার্থনা করিবার জন্য যে দিন তুমি শূন্যপাদে কৃষ্ণানদীর নিকট দিয়া পদব্রজে চলিয়া যাও সে দিনের কথা আমার স্মৃতিপথ হইতে ইহ জন্মেও বিলুপ্ত হইবার

নহে”। এই সমস্ত কথা কহিয়া পাল তাহাকে কহিল “প্রিয়তমে! এই দেখ তোমার জন্য আমি গহন বন হইতে এই কুসুমিত লেবুর শাখা ছেদন করিয়া আনিয়াছি। ইহার গন্ধে তৎপ্রদেশ সৌরভময় হইতেছিল, শীঘ্র ইহা গ্রহণ করিয়া আমার শ্রম চরিতার্থ কর। আর এই দেখ শৈলশিখর হইতে তোমার জন্য অপূর্ব্ব কমলমধুর ছাক ভাঙ্গিয়া আনিয়াছি, ইহা হইতে মধুপান করিয়া তুমি আপনার পরিভ্রমণ-জনিত ক্লেশ দূর কর, সম্প্রতি আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছি, তুমি সর্ব্বাগ্রে একবার আমাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া পরিতৃপ্ত কর, আমার সকল শ্রান্তি দূর হউক।”

পালের এতাদৃশ অমৃতময় স্নেহরসাভিষিক্ত মধুর মনোহর বাক্য শ্রবণ করিয়া অকপটহৃদয়া বর্জ্জিনিয়া পালকে আলিঙ্গন করিয়া কহিল, “দাদা! যাহা বলিতেছ সকলি সত্য, আমিও অনেকবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, তোমার বদন নিরীক্ষণ করিলে আমার হৃদয়ে যে প্রকার অপর্য্যাপ্ত আনন্দের উদয় হয় তাহা পরিচয় দিবার নহে। মাতারা আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিয়া থাকেন, ইহাতে তাঁহাদের প্রতি আমার যে প্রকার ভাব জন্মে, তাহা পরিচয় দ্বারা ব্যক্ত করা কঠিন, কিন্তু যখন তাঁহারা তোমাকে আমার ভ্রাতা বলিয়া সম্বোধন করেন, তখন আমার সেই ভাব কোটিং গুণে বৃদ্ধি পাইয়া এককালে উদ্বেল হইয়া উঠিতে থাকে। তাঁহারা আমাদের উভয়ের উপরি অপর্য্যাপ্ত স্নেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তোমার প্রতি তদ্রূপ করাতে আমার মনে যে প্রকার

সন্তোষ জন্মে আমাকে স্নেহ করিলে কদাচ তেমন প্রীতি বোধ হয় না। ভাই! তুমি যে আমাকে বারবার কহিতেছ যে আমি তোমাকে যৎপরোনাস্তি ভালবাসি, এ কথা কোনরূপেই অযথার্থ বোধ হয়না, কারণ মানুষ পশু পক্ষী প্রভৃতি প্রাণিমাত্রেই বাল্যাবধি একত্রে সহবাস করিতে পাইলে তাহাদের পরস্পর সৌহার্দ্দ্য অবশ্যই জন্মে, ইহা তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ গুণ। দেখ দেখি ভাই! আমাদের চতুর্দ্দিকে যে সকল নানা-জাতীয় বিহঙ্গম একত্রে পালিত ও সম্বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহাদের পরস্পর প্রীতি আমাদের অপেক্ষা কত অধিক। আর এক কথা বলি শুন, যখন তুমি পর্ব্বতের উপরিভাগ হইতে বংশীধ্বনি কর, তৎকালে আমি নীচে থাকিয়া কেবল গুহাগত প্রতিধ্বনিই শুনিতে পাই। শ্রবণমাত্র আমার মন প্রসন্ন ও শরীর পুলকিত এবং নয়নযুগল আনন্দবাষ্পে পরি-পূর্ণ হইতে থাকে। ইহাতে আমিও তৎক্ষণাৎ মৃদুং স্বরে তাহা অনুকরণ করিয়া থাকি। বিশেষতঃ যে দিন আমি সেই কাফ্রিদাসীর অপরাধ মার্জ্জনা করাইবার জন্য তাহার প্রভুর নিকট অনুরোধ করিতে গিয়াছিলাম, তদ্দিবস তুমি আমার পক্ষ হইয়া তাহার সহিত বাদানুবাদ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলে, তদবধি তোমার প্রতি যে আমার কি পর্য্যন্ত প্রীতি জন্মিয়াছে তাহা আমি ব্যক্ত করিতে সমর্থ নহি। তৎকালীন আমি তোমাকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিয়া মনেং কতবার কহিয়াছিলাম যে আমার দাদার মত সদন্তঃকরণ অন্য কাহারও নাই, ইনি আমাকে কতই স্নেহ

করেন, ইনি আমার জন্য কতই কষ্ট স্বীকার করি-তেছেন। ফলতঃ যদি তুমি সে দিন আমার সঙ্গে না থাকিতে, তাহা হইলে, হয়ত তাহাকে দেখিয়াই ভয়ে আমার প্রাণ ত্যাগ হইত। আমি তোমার জন্য প্রতিদিন পরমেশ্বরের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিয়া থাকি যে "হে জগদীশ! সকলে তোমাকে অনা-থের নাথ, ও অশরণের শরণ বলিয়া জানে। অত-এব আমরা এই অনাথমণ্ডলীতে থাকিয়া কেবল তোমার শরণাপন্ন হইয়াই কালযাপন করিতেছি। যেন আমাদের প্রতি কৃপাবিতরণে কখন বিমুখ হইও না। এবং প্রার্থনা করি যেন আমার মাতৃদ্বয় ও দাদা পাল এবং দাস দাসীদিগকে প্রাণে২ রক্ষা করিয়া তোমার অশরণশরণ নামটি সার্থক করিও"। এতা-দৃশ প্রার্থনার সময়ে যৎকালে তোমার নাম আমার মুখ হইতে উচ্চরিত হইতে থাকে, তখন ঈশ্বরের প্রতি আমার ভক্তি আরো দৃঢ়তর হইয়া প্রকাশ পায়। ইহাতে আমি তৎক্ষণাৎ বিশেষ ব্যগ্রতা পূর্ব্বক, যেন আমার দাদা পালের কখনই কোন বিপদ্ না ঘটে এই কথা বলিয়া জগদীশ্বরের নিকট বার২ প্রার্থনা করিতে থাকি।

ভাই! আমার জন্য তোমার কষ্ট স্বীকার করিয়া এতাদৃশ দূর হইতে ফল ফুল আহরণ করিবার প্রয়ো-জন কি ছিল? আমাদিগের উদ্যানে ত এ সকল দ্রব্য যথেষ্ট পাওয়া যাইতে পারে। দেখ দেখি ইহার জন্য তুমি কত পরিশ্রান্ত হইয়াছ! দেখ দেখি তুমি আপাদমস্তক পর্য্যন্ত কত অপরিমিত ঘর্ম্মজলে অভিষিক্ত

হইয়াছ! দেখ দেখি কত দ্রুতবেগে তোমার নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছে। আহা! এত প্রচণ্ড রৌদ্রে তোমার মুখখানি শুষ্ক ও মলিন করিয়া আসিবার কি প্রয়োজন ছিল?"। এই সকল কথা কহিতেং বর্জ্জিনিয়া নিতান্ত কুণ্ঠিতভাবে আপন বসনের অঞ্চল দিয়া পালের মুখের ঘর্ম্মজল মুছিয়া দিতে লাগিল।

এই মরীচি উপদ্বীপে কোন কোন বৎসর গ্রীষ্মের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ও তদুপলক্ষে লোকের বিজাতীয় অনিষ্ট জন্মিয়া থাকে। সূর্য্যের উত্তরায়ণ হইলেই তাহার তেজঃ প্রখরতর হইয়া অসহ্য বোধ হয়। দক্ষিণ-পূর্ব্ব বায়ু দিবারাত্র অবিশ্রান্ত বহন হইতে থাকে। তাহাতে পথের ধূলি সকল উড্ডীন হইয়া অনুক্ষণই গগণমণ্ডলকে আচ্ছন্ন রাখিতে দেখা যায়। ভূমি সকল শুষ্ক ও নীরস হইয়া বিদীর্ণ হয় এবং ক্ষেত্রের শস্যাদি সকল এককালে দগ্ধ হইয়া যায়। প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণে সন্তপ্ত পর্ব্বতীয় পার্শ্বভাগ হইতে নিরতিশয় উষ্ণতাপ নির্গত হইতে থাকে। আর এখানকার ক্ষুদ্রং নদী ও নির্ঝর সকল এককালে শুষ্ক হইয়া লুপ্তপ্রায় হয়। অপরাহ্ণ সময়ে বিস্তারিত প্রান্তরের মধ্যস্থল হইতে উত্থিত বাষ্প সকল দাবানলের ন্যায় অসহ্য বোধ হয়। আর নভোভাগ তপ্তবায়ুতে পরিপূর্ণ থাকিয়া রাত্রিকালে কাহাকেও স্বাস্থ্যবোধ করিতে দেয় না। নভোমণ্ডলে পূর্ণচন্দ্রমণ্ডল কুজ্ঝটিকাবৃত হইতে যদ্রূপ দৃষ্ট হয়, তেমনি অদ্ভুতাকার শোণিতপিণ্ডের ন্যায় বোধ হয়। হলবাহী বলীবর্দ্দাদি সকল পর্ব্বতের উপরিভাগে শান্তি পাইবার

বাসনায় আরোহণ করে কিন্তু তৎপ্রাপ্তিতে বঞ্চিত হইয়া কেবল ঘোরতর গভীর নিনাদে গহ্বর সকল প্রতিধ্বানিত করিতে থাকে। অসহ্য যাতনায় কে কাহার তত্ত্ব করে, কেবা কাহাকে জিজ্ঞাসা করে, সকলে আপনাকে লইয়াই ব্যতিব্যস্ত। হা! হতোস্মি! মরিলাম রে! গেলাম রে! কেবল এই শব্দই সকলের মুখে শুনা যায়। স্থানমাত্রই প্রচণ্ড সূর্য্যতাপে ও উষ্ণ বায়ুতে পরিপূর্ণ। গ্রীষ্মের যেমন প্রাদুর্ভাব, কৃমি দংশ মশক মক্ষিকাদিরও তেমনি উপদ্রব। মনুষ্য পশ্বাদিরা তাহাদিগকে যত দূর করিতে চেষ্টা পায় উহারাও তত তাহাদের শোণিত পানের উপায় দেখিতে থাকে। আঃ! এখানকার কি অসহ্য গ্রীষ্ম।

এই প্রকার ভয়ানক সময়ে একদা রাত্রিকালে বর্জ্জি-নিয়ার বড়ই ক্লেশ বোধ হইতে লাগিল। সে সমস্ত রাত্রি অসুখ বোধ হওয়াতে নিদ্রা যাইতে এবং শয়ন করিয়া থাকিতে সমর্থ হইল না। কেবল মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল।

অনন্তর সে গাত্রোত্থান করিয়া খানিক ক্ষণ ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাতেও শান্তি বোধ না হওয়াতে একবার ভূমিতলে উপবেশন করিয়া প-শ্চাৎ শয্যায় গিয়া শয়ন করিল। নিদ্রা যাইবার জন্যে অনেক চেষ্টা করিতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহার তৎ-কালীন মনের চাঞ্চল্যে নিদ্রা হইবার বিষয় কি? শয্যা কণ্টক স্বরূপ বোধ হওয়াতে তাহার শয়ান থাকাই দুষ্কর হউয়া উঠিল। অনন্তর সে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া গাত্রোত্থান করিল, এবং বাহির হইয়া বেড়া-

ইতে২ পর্ব্বতীয় নির্ঝরের অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। সে দিন জ্যোৎস্না-রাত্রি ছিল, চন্দ্রের কিরণ নির্ঝর বারিতে পতিত হইবাতে তাহার দীপ্তির আর ইয়ত্তা ছিল না। বর্জ্জিনিয়া ক্ষণেককাল সেই জলপ্রপাতের উপরি একান্তমনে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল। তখন পর্য্যন্তও পর্ব্বতের পার্শ্ব হইতে উষ্ণ তাপ বহির্গত হইতে নিবৃত্ত হয় নাই। তাদৃশ বহিস্তাপ ও মনস্তাপ উভয় তাপে নিরতিশয় সন্তাপিত হইয়া সে সেই নির্ঝরবারিতে অবগাহন করিতে অবতীর্ণ হইল। তাহাতে তাহার শরীর আপাততঃ স্নিগ্ধ হইল বটে, কিন্তু তাহার মনে আরো শত সহস্র প্রকার সুকুমার বিষয় সকল স্মরণ হইতে লাগিল।

সর্ব্বাগ্রেই তাহার মনে হইল যে বাল্যকালে মাতারা যেখানে আমাকে এবং দাদাকে স্নান করাইয়া দিতেন এবং সম্প্রতি আমার দাদা কেবল আমারই স্নান করিবার জন্য যে স্থানটি সমান ও পরিষ্কৃত করিয়া চতুর্দ্দিকে গুল্ম লতাদিতে বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছেন সে এই স্থান। পরে সে বিবসনগাত্রে জলে দণ্ডায়মান থাকিতে২ দেখিতে পাইল যে তাহাদের ভ্রাতৃভগিনীর জন্মকালে রোপিত দুই নারিকেল বৃক্ষের প্রতিচ্ছায়া তাহার বাহুদ্বয়ে ও বক্ষঃস্থলে পতিত হইয়াছে, এবং আপন মস্তক তাহাদের প্রতিবিম্বিত ফল ও শাখায় সাতিশয় শোভা পাইতেছে। এই সকল অপরূপ দর্শন করিয়া বর্জ্জিনিয়ার মনে তখন যৎপরোনাস্তি সন্তোষের উদয় হইল। তৎকালীন বর্জ্জিনিয়ার মনে২ এমনি বোধ হইল, যেন পালের স্নেহ কুসুমাপেক্ষাও

অধিকতর সুকুমার, নির্ঝরবারি অপেক্ষাও পবিত্রতর এবং জড়িতশাখা হইতেও দৃঢ়তর। মনেং এই সকল বিষয় আন্দোলন করত সে তৎক্ষণাৎ এক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। একে সে তথায় রাত্রিকালে একাকিনী রহিয়াছে, তাহাতে আবার তাহার তাদৃশ উদ্বোধ হইতেছে, সুতরাং তখন তাহার মনোবৃত্তির অন্যথাভাবের অসম্ভাবনা কি? যখন তাহার তাদৃশ আন্দোলনে মনের গ্লানি হইতে লাগিল, তখন সে অমনি সেই বৃক্ষচ্ছায়া হইতে অপসৃত হইয়া জল হইতে গাত্রোত্থান করিল। এবং সেই স্নিগ্ধ নির্ঝরবারিকে দিনকর কিরণ অপেক্ষা অধিকতর সন্তপ্ত বোধ করিতে লাগিল। পরে সে, আপনার মনেং যে প্রকার ভাব উদয় হইতে লাগিল তাহা কি প্রকারে মাতাদিগকে গোপন করিবে সেই জন্য সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া গৃহের অভিমুখে গমন করিল। গৃহে উপস্থিত হইয়া সাহসে নির্ভর করিয়া মনে করিতে লাগিল, আমি এখন মার কাছে গিয়া আপনার মনের বেদনা সকল ব্যক্ত করিয়া কহি। এই ভাবিয়া সে বিবি দিলাতুরের নিকট গমন করিল, কিন্তু পালের নাম উচ্চারণ করিবার সময়ে তাহার সেই ক্লেশ সহস্রগুণে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সুতরাং তাহার তখন কোন কথা কহা বড় সহজ হইয়া উঠিল না। অবশেষে সে এককালে নিরুপায় হইয়া কেবল অনবরত নয়নবারিতে জননীর ক্রোড় অভিষিক্ত করিতে লাগিল।

বুদ্ধিমতী বিবি দিলাতুর, কন্যার তাদৃশ মনোগত ভাব ও উদ্বেগ, ভাবে বুঝিতে পারিয়াও তাহার নিকটে

তদ্বিষয় ব্যক্ত করা যুক্তিযুক্ত বোধ না করিয়া ভূয়োভূয়ঃ কহিতে লাগিলেন "বৎসে বর্জ্জিনিয়ে! উৎকণ্ঠার সময়ে জগদীশ্বরের আরাধনায় মনোনিবেশ কর, তাঁহার প্রসাদে তোমার স্বাস্থ্য শান্তি প্রভৃতি সমুদয়ই রক্ষিত হইবেক। তোমাকে তাঁহার এতাদৃশ অসহ্য যাতনা দিবার তাৎপর্য্য এই যে, তিনি ইহার পরে তোমাকে অশেষ শুভ ফল প্রদান করিয়া সম্পূর্ণ সুখভাগিনী করিবেন। বৎসে! এই যে পৃথিবী দেখিতেছ, ইহা তোমাদের চরিত্র-পরীক্ষার স্থল, অর্থাৎ এখানে সচ্চরিত্রে কালযাপন করিলেই পরিণামে সুখী হইতে পারিবে।"

উত্তরায়ণের পর সূর্য্যের সাতিশয় উষ্ণ কিরণে আকৃষ্ট হইয়া সমুদ্র হইতে বাষ্প সকল উত্থিত হইয়া থাকে, এবং সেই সকল বাষ্পে এই উপদ্বীপকে আচ্ছন্ন করে। যখন তাহা ঘনীভূত হইয়া পর্ব্বতশিখরে একত্র হয়, তখন তাহা হইতে বিদ্যুৎ হইতেথাকে ও তাহার সঙ্গেং বজ্রাঘাতও হয়। তৎকালে সেই ভয়ানক বজ্রপাতধ্বনিতে বন ও গহ্বর প্রতিধ্বনিত এবং সঙ্গেং মুষলধারায় বারি বর্ষণ হইতে থাকে। বর্ষার জলে পর্ব্বতীয় গুহা সকল প্লাবিত হইয়া যায়। এই যে সম্মুখস্থ কুটীরদ্বয়ের ধ্বংসাবশেষ দেখিতেছ, তখন সেই বৃষ্টিতে ইহার যৎপরোনাস্তি হানি হইত। বিশেষতঃ এই গুহার মধ্যবর্ত্তি ভূমির দ্বারদেশ এককালে জলপ্লাবিত হইয়া যায়, ও তাহার বহির্ভাগে সেই বর্ষণবারি অতিশয় বেগে প্রবাহিত হইতে থাকে। সে সময়ে স্থানের চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিলে এককালে সকল

স্থল জলময় ও একাকার বোধ হয়। বর্ষাকালে কোথায় গণ্ডশৈল সকল, কোথায় বা তরু গুল্মাদি সমূহ, কোথায় বা সেই বিভক্ত ভূমিভাগ সকল অবস্থিত থাকে, তাহার উপলব্ধি করা অতিশয় দুষ্কর হইয়া উঠে।

এতাদৃশ দুর্দ্দিনের সময়ে সেই সকল ভীত গৃহস্থেরা বিবি দিলাতুরের গৃহমধ্যে একত্রীভূত হইয়া দৃঢ়তর ভক্তিযোগ সহকারে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিত। সাহসী পাল দমিঙ্গের সহিত সর্ব্বত্র তত্ত্বাবধান করিয়া বেড়াইত, এবং মধ্যে২ সেই সভয় পরিবারবর্গকে সাহস দিয়া কহিত "ভয় করিও না, ঝড় অবিলম্বেই স্থগিত হইবেক অনুভব হইতেছে, এক্ষণে ইহার অনেক ন্যূনতা বোধ হয়"। ফলতঃ পাল যাহা বলিত, প্রায় তাহার অন্যথা হইত না।

এক দিন এইরূপ ঘটনার পর, ঘর হইতে বাহির হইলে হইতে পারা যায়, এমন সময় উপস্থিত হইবামাত্র, ব্যাকুলহৃদয়া বর্জ্জিনিয়া ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া আপন প্রীতিভূমি-নামক বিশ্রাম স্থান দেখিবার জন্য বাহিরে গমন করিতে উদ্যোগ করিল, তখন পাল ভয়ে২ তাহার নিকটস্থ হইয়া কহিল "ভগিনি! এত তাড়াতাড়ি যাওয়া উচিত নয়, আমার হস্ত ধরিয়া অল্পে২ গমন কর"। পালের এই কথা শুনিয়া বর্জ্জিনিয়া ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক তাহার হস্ত অবলম্বন করত, উভয়েই কুটীর হইতে বহির্গমন করিল এবং দেখিল যে পর্ব্বতীয় পার্শ্ব দিয়া অতিশয় বেগের সহিত নির্ঝর সকল পতিত হইতেছে, উদ্যানস্থ চৌকা সকল জলে পূর্ণ রহিয়াছে। বৃক্ষের আল-

খালের মৃত্তিকা সকল ধৌত হইয়া বাহির হইয়াছে। পক্ষি সকল বৃক্ষের শাখায় বসিয়া চিচিকুচি ধ্বনিতে আর্ত্তনাদ করিতেছে। এই সমস্ত অশুভ ঘটনা দর্শনে তাহারা উভয়ে অতিশয় খেদ প্রকাশ করিতে লাগিল। পরে বড় সাধের বিনোদপদ উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে নয়নগোচর করিয়া বর্জ্জিনিয়া পালকে সম্বোধন করিয়া কহিল "দাদা! তুমি পর্ব্বতের নানা স্থান হইতে যে সকল কুলায় অন্বেষণ করিয়া এখানে আনিয়াছিলে সে সকল এ ঝটিকায় এককালে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। আর এত যে পরিশ্রম করিয়া উদ্যানে বৃক্ষ সকল রোপণ করিয়াছিলে তত্তাবতই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। হায়২! পৃথিবীর যত বস্তু সকলই বিনশ্বর! কেবল আকাশেরই পরিবর্ত্তনাদি কখন দৃষ্ট হয় না"। এই-রূপ খেদের কথা শুনিয়া পাল উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল "বর্জ্জিনিয়ে! দেখ দেখি কি ক্ষোভের বিষয়! আমি তোমাকে কখনই কোন অবিনশ্বর আশ্চর্য্য বস্তু আনিয়া দিতে পারিলাম না। পৃথিবীমণ্ডলেতেও এমন কোন বস্তু নাই যে তাহা তোমাকে দিলে আমার সাতি-শয় তৃপ্তি জন্মিতে পারে"। বর্জ্জিনিয়া এই কথা শুনিয়া লজ্জায় নম্রমুখে কহিতে লাগিল "দাদা! তোমার নিকট যে কিছু নাই এ কথা কে বলিবেক? তোমার নিকট একখানি ছবিত আছে"। বর্জ্জিনিয়ার মুখ হইতে এই কথা বহির্গত হইতে না হইতেই পাল তথা হইতে সত্বরে ধাবমান আসিয়া, তদন্বেষণার্থ নিজ জননীর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল এবং অবিলম্বে তাহা লইয়া গিয়া তাহার হস্তে সমর্পণ করিল।

অনন্তর পালের হস্ত হইতে সেই ছবিখানি প্রাপ্তি-মাত্র বর্জ্জিনিয়ার আর আহ্লাদের সীমা পরিশেষ রহিল না। ইহাতে সে তৎক্ষণাৎ পালকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল "দাদা! যাবৎ আমি বাঁচিয়া থাকিব তাবৎ ইহা আপন ছাড়া করিব না। আমি জানি এই ছবিখানি তোমার সাতিশয় প্রিয় বস্তু, কিন্তু তুমি আমাকে ইহা দান করিলে। এমন অমূল্য নিধি হাতে পাইয়া কি আমি জীবন থাকিতে বিস্মৃত হইতে পারিব? পাল বর্জ্জিনিয়ার তাদৃশ প্রণয়ালাপে মুগ্ধপ্রায় হইয়া বাহুলতা প্রসারণপূর্ব্বক তাহাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইবামাত্র, বর্জ্জিনিয়া কৌশলক্রমে তাহার নিকট হইতে অপসৃত হইয়া অতিশয় দ্রুতবেগে কুটীরাভিমুখে প্রস্থান করিল। নিরুপায় পাল এককালে বিষণ্ণ হইয়া যেখানকার সেইখানেই দণ্ডায়মান রহিল।

এতাদৃশ ঘটনার এক দিন পরে একদা বিবি দিলাতুর এবং মার্‌গ্রেট উভয়ে একত্রে সমাসীন আছেন এমত সময়ে মার্‌গ্রেট তাহাকে কহিতে লাগিলেন "ভাল ভগিনি! আইস না কেন আমরা পাল ও বর্জ্জিনিয়াকে পরিণয়পাশে বদ্ধ করিয়া ইহাদের পরস্পরের প্রণয় দৃঢ়ীভূত করি। ইহাদের পরস্পর অত্যন্ত সৌহার্দ্দ আছে, কিন্তু প্রণয় কাহাকে বলে তাহা জানে না। পালকে সমর্থ হইয়া আপন মুখে এ বিষয় ব্যক্ত করাইতে আমাদের আর বিলম্ব সহে না। কত দিনের পরে তাহার এতাদৃশ বিষয় ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা জন্মিবেক তাহাও বলা দুর্ঘট।

অতএব আমার মত এই শুভকর্ম্মে বিলম্ব করা কদাচই কর্ত্তব্য নহে।”

বিবি দিলাতুর এই প্রস্তাব শুনিয়া উত্তর করিলেন “ভগিনি! বলিতেছ বটে, কিন্তু তাহারা এখন অতি শিশু, বিশেষতঃ দরিদ্র। বর্জ্জিনিয়ার সন্তানেরাও যদি এই প্রকার দুঃখে লালায়িত হয়, তাহা হইলে কি আমরা তাহা দেখিতে সমর্থ হইব? ইচ্ছা করিয়া এক যাতনার উপরি অন্য যাতনা ডাকিয়া আনিতে চেষ্টা কর কেন? দেখদেখি প্রিয়সখি! আমাদের ভৃত্য দমিঙ্গ, বয়োবাহুল্য প্রযুক্ত এখন আর অধিক পরিশ্রম করিতে সমর্থ হইতেছে না, মেরীও সমধিক বয়স্কা হইয়াছে। এত দিন ত আমরা উহাদের সাহায্যে এই বিজন দেশে বাস করিয়া কালযাপন করিলাম, এক্ষণে পাল ব্যতীত আমাদের কোন গত্যন্তর নাই। দিবানিশি কেবল এ সকল বিষয় চিন্তা করিয়াই আমার হৃদয় শুষ্ক হইতেছে। আমরা এই বিবাহ বিষয়ে এখন এইমাত্র স্থির করিতে পারি যে, পাল সমর্থ হইয়া স্বীয় পরিশ্রম দ্বারা আমাদিগকে প্রতিপালন করিতে পারক হইলেই বর্জ্জিনিয়ার সহিত তাহার বিবাহ দিব। এক্ষণে আমাদিগের যেপ্রকার দৈন্যাবস্থা, তাহাতে দিনযাত্রা নির্ব্বাহ হওযাই কঠিন। যাহাহউক সখি! আমি এক পরামর্শ বলি শুন, আইস আপাততঃ আমাদের পালকে ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে পাঠান যাউক। পাল তথা হইতে যৎকিঞ্চিৎ যাহা উপার্জ্জন করিয়া আনিবেক, তদ্দ্বারা আমরা আর এক জন দাস ক্রয় করিতে পারিব। সে তথা হইতে ফিরিয়া আইলেই

বর্জ্জিনিয়ার সহিত তাহার বিবাহ দিতে আর বিলম্ব করিব না। আমি বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছি পাল ভিন্ন অন্য পাত্রের হস্তগত হইতে বর্জ্জিনিয়ার ইচ্ছা কোনক্রমেই হইবেক না। বিশেষতঃ এ বিষয়ে আমাদের প্রতিবেশবাসী পরমহিতৈষী বর্ষিষ্ঠ মহাশয়ের কি অভিপ্রায় তাহাও জিজ্ঞাসা করা যাউক” এই কথা বলিয়া তাহারা উভয়ে আমাকে এ বিষয়ের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলেন।

তাহাদের তাদৃশ প্রস্তাবে আমি উত্তর করিলাম “এ বড় ভাল কথা, ভারত মহাসাগর কিছু বড় ভয়ানক নহে, কালের সুবিধা থাকিলে দেড় মাসের মধ্যে তথায় উপস্থিত হওয়া যায়। পালের হস্তে কিছু আমরা অধিক ভার সমর্পণ করিব না। যে সকল বস্তু পালকে দিয়া পাঠাইব, তত্তাবৎ প্রতিবেশবাসীদের নিকট হইতেই সংগৃহীত হইবেক। সে সকল ব্যক্তির সহিত পালেরও বিলক্ষণ আত্মীয়তা আছে, তাহার জন্য কিছু ভাবনা নাই। আমাদের এখানে কতকগুলি অপরিষ্কৃত তুলা প্রস্তুত আছে, যন্ত্রাদি না থাকায় তাহা আমাদের নিতান্ত অব্যবহার্য্য হইয়া রহিয়াছে। আর আমাদের প্রতিদিন জ্বালাইবার আবলুস কাষ্ঠও কতকগুলিন পাওয়া যাইবেক। অপর এখানে এক প্রকার বন্য রেসম অতি সুলভ। এই সকল সামান্যং বস্তু এ স্থলে যথেষ্ট আছে, কিন্তু তাহা ভারতবর্ষে বহু মূল্যে বিক্রয় হইতে পারে। আমার মতে পালকে দিয়া সেই দ্রব্যজাত পাঠান যাউক। যদি এ বিষয়ে এই উপদ্বীপের শাসনাধিপতি মনস্যুর দিলা বর্দ্দনুই মহো-

দয়ের অনুমতি গ্রহণ করা আবশ্যক হয়, তাহা বরং আমার ভার রহিল। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে একবার এ কথা পালকে অবগত করিয়া দেখা কর্ত্তব্য”।

এইরূপ যুক্তি স্থির করিয়া পালকে অভিপ্রেত বিষয় বিজ্ঞাপন করিলে পর, সে উত্তর করিল “সন্দিগ্ধ ভাবি সৌভাগ্যে নির্ভর করিয়া আপনি আমাকে জননী ও জন্মভূমি এবং প্রিয় পরিবারবর্গকে পরিত্যাগ করাইতে বাসনা করিতেছেন কেন? আমাদের এতাদৃশ উর্ব্বরা ভূমিতে কৃষিকর্ম্ম করা অপেক্ষা অন্যত্র অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিলে যে অধিক সৌভাগ্য হইবেক তাহার সম্ভাবনা ও স্থিরতাই বা কি?। এ স্থলে এক গুণে শত গুণ লাভ হইতে পারে। যদি আপনারা আমাকে ব্যবসায় করাইতেই বাসনা করেন, তাহা হইলে লুইস্ বন্দরে ব্যবসায় অপেক্ষা আমি স্থানান্তরে অধিক লাভ করিতে পারিব, ইহা আপনাদের কি প্রকারে প্রত্যয় হইল? আমার মতে ভারতীয় নানা স্থানে পরিভ্রমণ করা অপেক্ষা এ স্থলে ব্যবসায় বাণিজ্য করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। তবে এই এক কথা বলিলে বলিতে পারেন যে আমাদের দমিঙ্গ বৃদ্ধ হইয়াছে, কিরূপে এখানে এ সকল কর্ম্ম চলিতে পারিবেক। কিন্তু আমি ত এখন যুবা বটি, এখন দিন২ আমার বল ও উৎসাহ বৃদ্ধি পাইতেছে। যদি আপনাদের এ বিষয়ে একান্ত মতই হয়, তাহা হইলে আমা হইতেই এখানকার কার্য্য কর্ম্ম সকল নির্ব্বাহ হইবেক তাহার চিন্তা কি? বিশেষতঃ আমার অনুপস্থিতে এখানে আর এক মন্দ ঘটনা ঘটিলেও ঘটিতে পারে। বর্জ্জিনিয়াকে এখনই অসুস্থা

দেখিতেছি, যদি তাহাকে ছাড়িয়া যাওয়া হয়, তাহা হইলে কি নিস্তার আছে? না মহাশয়! আমার যাওয়া হইতে পারিবেক না। আমি শরীর ধারণে এ সকল প্রিয় জন পরিত্যাগে কদাচ প্রবৃত্ত হইতে পারিব না”।

পালের প্রমুখাৎ এতাদৃশ উত্তর শ্রবণ করিবার সময়ে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। সেই সময়ে বর্জ্জিনিয়া যাদৃশ অবস্থায় ক্লেশ ভোগ করিতেছিল, তাহা আমার অগোচর হয় নাই; বিশেষতঃ তাহার মাতা বিবি দিলাতূরও কৌশলক্রমে আমাকে তাহার অভিপ্রায় জানাইয়া ছিলেন যে, পাল ও বর্জ্জিনিয়াকে কতিপয় দিবসের জন্য কোন কৌশলে পৃথক্ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। কিন্তু আমি তাহার সেই অভিপ্রায় পালকে তখন সঙ্কেত করিতে সাহস করিলাম না।

এইরূপে ক্রমাগত কতিপয় দিন সেই সকল বিষয় লইয়া আন্দোলন হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে শুনিতে পাইলাম, বিবি দিলাতূরের পিসী ফ্রান্স দেশ হইতে এক জাহাজ পাঠাইয়া দিয়াছেন এবং তৎসমভিব্যাহারে এক পত্রও প্রেরিত হইয়াছে। এত দিনের পর সেই বৃদ্ধা আপন মরণ নিকটবর্ত্তি দেখিয়া আপনার চিরদুঃখিনী ভ্রাতৃকন্যাকে স্মরণ করিল। বিবি দিলাতূর কতবার কাকুক্তি ও বিনীতি করিয়া লিখিয়াছিলেন কিন্তু তখন তাহাতে তাহার পাষাণ-হৃদয় লোল হয় নাই। সমুচিত উপায় নহিলে তাদৃশ দারুণ কঠোর হৃদয়কে বিচলিত করা কাহার সাধ্য? তাহা যুগসহ-

স্রেও স্নেহরসে আর্দ্র হইবার নহে। একেত সেই বৃদ্ধা সহজেই জরাগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহাতে এক বদ্ধমূল সাঙ্ঘাতিক রোগ উপস্থিত হইয়াই তাহাকে শয্যাগত করে। এই কারণ বশতই সে আপনার ভ্রাতৃকন্যাকে এই বলিয়া পত্র লিখিয়াছিল যে "আমি এক্ষণে অতি বৃদ্ধা এবং অপ্রতিবিধেয় রোগগ্রস্তা হইয়াছি, এ সময়ে আমার নিকটে থাকা তোমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, অতএব পত্র প্রাপ্তিমাত্র অবিলম্বে ফ্রান্সে প্রত্যাগমন করিবে, যেন অন্যথা না হয়। অধিক দূর বলিয়া যদি স্বয়ং আসিতে একান্ত সম্মত না হও, অন্ততঃ তোমার তনয়া বর্জ্জিনিয়াকে এই জাহাজে করিয়া পাঠাইয়া দিতে কোন আপত্তি করিও না। আমি এখানে তাহার বিদ্যাভ্যাসের প্রতি বিশেষ যত্নবতী হইব, ও একটি মান ধন কুল সম্পন্ন ব্যক্তির সহিত তাহার বিবাহ দিব; এবং অবশেষে মরণকালে তাহাকেই আমার যথাসর্ব্বস্বের উত্তরাধিকারিণী করিয়া যাইব। ইহাতেও যদি তোমার মত না হয় তাহা হইলে আমার উপরি তোমার কোন আশা করিবার প্রয়োজন নাই"।

পত্রের এতাদৃশ মর্ম্মাববোধে সমুদয় পরিবার এককালে শোকসাগরে নিমগ্ন হইল। দমিঙ্গ ও মেরী শ্রুতমাত্রেই উচ্চস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিল। পাল একেবারে বিস্ময়রসে নিমগ্ন ও স্পন্দহীন-কলেবর হইয়া যেখানকার সেইখানেই দণ্ডায়মান রহিল। তৎকালীন তাহার সেই প্রকার ভাব দর্শনে বোধ হইল যেন সে অপর্য্যাপ্ত ক্রোধে ফাটিয়া উঠিতেছে। বর্জ্জিনিয়া কেবল চিত্রার্পিতের ন্যায় অবাক্ হইয়া আপ-

নার জননীর প্রতি একদৃষ্টে দণ্ডায়মান রহিল। অনন্তর মার্‌গ্রেট বিবি দিলাতুরকে "সখি! তুমি কি এত দিনের পর আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে? বলিয়া জিজ্ঞাসিলে পর, সে উত্তর করিল "না না প্রিয়সখি!, না না, বাছা সকল! আমি তোমাদিগকে কখন পরিত্যাগ করিয়া যাইব না। তোমাদের মুখ চাহিয়াই এখানে প্রাণ ধারণ করিয়া আছি, এবং তোমাদের ক্রোড়েই কলেবর পরিত্যাগ করিব এই আমার বাসনা। হে দেখ প্রিয়সখি! আমি তোমার সহিত বন্ধুত্ব করিয়া অবধি কেবল অবাধে সুখভোগই করিতেছি। পূর্ব্বে নানা প্রকার দুর্ঘটনায় আমার যে ক্লেশ গিয়াছে এখন তাহার কিছুমাত্র নাই। আমি অবিবেচক কুটুম্বগণের নিষ্ঠুরতায় এবং হৃদয়ধন পতির অসহ্যবেদন বিরহেই কেবল ভগ্নহৃদয় হইয়াছি। আমার এ সকল শোকাগ্নির জ্বালা কিছুতেই নির্ব্বাণ হইবার নহে, তথাপি তোমার আশ্রয়ে থাকিয়া আমার সে সকল ক্লেশের কিছুমাত্র উদ্বোধ নাই। স্বদেশে থাকিয়া আত্মপরিবারদিগের ঐশ্বর্য্যাবলম্বনে আমার যাদৃশ সুখ সচ্ছন্দ হইতে পারিত, এই উপদ্বীপে বাস করিয়া আমি তাহার সহস্রগুণে অধিক সচ্ছন্দ ভোগ করিতেছি"।

বিবি দিলাতুরের মুখ হইতে তাদৃশ স্নেহময় কৃতজ্ঞতার বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া উপস্থিত তাবৎ ব্যক্তিরই মনে আনন্দপ্রবাহ উদ্বেল হইতে লাগিল। তখন পাল স্বহস্তে বিবি দিলাতুরের হস্ত ধরিয়া কহিতে লাগিল "মা! তবেত আমরা কখন পরস্পর পৃথক্

হইব না। দৃঢ়বাক্যে কহিতেছি আমিত কদাচ ভারত-বর্ষে বাণিজ্য করিতে যাইব না। আমরা যাবজ্জীবন সকলেই এই স্থানে পরিশ্রম করিয়া দিনপাত করিব। আমাদের মধ্যে পরস্পর ঐক্য থাকিলে অপ্রতুল হই-বার বিষয় কি ?। ভগিনী বর্জ্জিনিয়া কিছু কথা কহিতে-ছেন না বটে, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা তাহার মনঃ আনন্দিত আছে। এবং তাহা পূর্ব্বের মত প্রসন্নও দেখিতেছি। তাহার সুখেই আমাদের সকল সুখ।"

পরদিন প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয় হইলে নিয়মিত উপাসনার পর, প্রাতরাশ করিতে বসিতেছে এমত সময়ে দমিঙ্গ তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইয়া নিবে-দন করিল "এক ব্যক্তি ভদ্রলোক অশ্বারোহণ পূর্ব্বক আমাদের উদ্যানের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়া-ছেন, তাঁহার সমভিব্যাহারে দুই জন অস্ত্রধারী অপর লোকও আছে"।

দমিঙ্গ এই সকল কথা বলিতেছে এমত সময়ে সেই ব্যক্তি তাহাদের কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। শাস-নাধিপতি দিলাবর্দ্দনই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিয়া সকলেই সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিল। তিনি তখন গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে তাহারা একত্রে বসিয়া ভোজনের উপক্রম করিতেছে। তাহাদের প্রাতরাশ সময়ে এই উপদ্বীপের প্রথানুসারে কেবল অন্ন ব্যঞ্জন ও কাফি এইমাত্র প্রস্তুত হইত, কিন্তু ঐ সকল দ্রব্য বার্জ্জনিয়ার স্বহস্তে প্রস্তুত করা। স্বিন্ন আলু এবং ডাব নারিকেল প্রাতরাশ সময়েই ব্যবহৃত হইত। তাহাদের ভোজনপাত্র বিশিষ্টপ্রকার ছিল

না, সচরাচর কদলীপত্রই তাহাদের ভোজনপাত্র হইত এবং শঙ্খাদির পাত্র তাহাদের পানপাত্র ছিল। শাসনাধিপতি তাহাদের গৃহে তাদৃশ দীনভাব দর্শন করিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইলেন, এবং যৎসামান্য গ্রাম্য অতিথিসৎকার প্রাপ্ত হইয়া কহিতে লাগিলেন "আমাকে সতত রাজকার্য্য পর্য্যালোচনায় কালহরণ করিতে হয় বলিয়া কোন অপর কার্য্যে মনোভিনিবেশ করিতে পারি না সত্য বটে, কিন্তু সহস্র কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও তোমাদের সদৃশ ব্যক্তিদিগের দুরবস্থার প্রতি অন্ততঃ বারেকের নিমিত্তও কটাক্ষপাত করা কর্ত্তব্য। আমি এতাবৎকাল পর্য্যন্ত ইহা নিরীক্ষণ না করিয়া কি অনবধানতার কর্ম্ম করিয়াছি!" এই কথা বলিয়া তিনি বিবি দিলাতুরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন "ভদ্রে! আমি অবগত আছি পেরিস নগরে তোমার এক কুলীনা ধনবতী পিতৃস্বসা বর্ত্তমান আছেন। তাঁহার অভিমত এই যে, তুমি তাঁহার বশবর্ত্তিনী হইয়া তন্নিকটে অবস্থিতি কর, অন্তিমকালে তিনি তোমাকে আপনার সমস্ত ধনের উত্তরাধিকারিণী করিয়া যাইবেন, এই কথা তিনি আমাকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন।"

শাসনাধিপের প্রমুখাৎ এতাদৃশ বাক্য শ্রবণমাত্র বিবি দিলাতূর উত্তর করিলেন, "মহাশয়! আমার এক্ষণে যেপ্রকার শারীরিক অবস্থা, তাহাতে তত দূর দেশে যাত্রা করা কোন ক্রমেই সম্ভব নহে"। ইহাতে শাসনাধিপতি কহিতে লাগিলেন "যদি কোন বিশিষ্ট প্রতিবন্ধক প্রযুক্ত তোমার তথায় যাওয়া না হয়, তবে

তোমার এই সাধুশীলা বালিকাকে তথায় প্রেরণ করিয়া সেই প্রচুর ঐশ্বর্য্যের ঈশ্বরী কর, ইহা অস্বীকার করা তোমার পক্ষে মঙ্গল-দায়ক নহে। আমি তোমাকে বিশেষ করিয়া অবগত করিতেছি, তোমার পিসী তোমার স্বদেশগমনের বিশিষ্ট উপায় করিয়াছেন। এবং আমিও কোন ২ মহাশয়ের পত্র পাইয়াছি। তাঁহারা এ বিষয়ে অনুরোধ করিয়াছেন। যদি তুমি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক স্বদেশ যাত্রায় উদ্যম না কর, তাহা হইলে আবশ্যক মতে যেরূপে তোমার তথায় গমন হয় তদ্বিষয়ে আমাকে যথাশক্তি চেষ্টা করিতে হইবেক, কিন্তু তোমার প্রতি আমার তাদৃশ ক্ষমতা প্রকাশ করিবার বাসনা কোন মতেই হয় না। কিসে এই উপদ্বীপের নিবাসিগণের সুখসমৃদ্ধি উৎপন্ন হয় তাহাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। যাহাহউক, এক্ষণে তুমি আপন ইচ্ছায় স্বদেশ গমনের অঙ্গীকার কর এই আমার মানস। তথায় গেলে পর তোমার পক্ষে যাবজ্জীবন সুখ ভোগ ও তোমার কন্যারও পরম সুখসম্ভোগে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা অনায়াসেই হইতে পারিবেক। যে লোকেরা স্বদেশে ধন পাইতে না পারে তাহারাই তাহা ত্যাগ করিয়া এই উপদ্বীপে আসিয়া রহিয়াছে। অতএব যদি এই বিদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বদেশ গমন করিলেই তোমার প্রভূত ধন হস্তগত হয়, তবে তোমার তথায় যাইবার আপত্তি কি!"।

এই সকল কথা বলিয়া শাসনাধিপতি সমভিব্যাহারী একজন দাসকে সঙ্কেত করিলে পর, সে এক-থৈলী স্বর্ণমুদ্রা লইয়া নিকটস্থ হইল। তখন তিনি কহিলেন

"এই লও ভদ্রে, এই লও, এই তোমার কন্যার স্বদেশ-গমনের পাথেয় প্রেরিত হইয়াছে গ্রহণ কর"। আমি এই উপদ্বীপের শাসনকর্ত্তা রহিয়াছি। আমার নিকট তুমি এত কাল কোন অসংস্থানের কথা জানাও নাই কেন? যাহাহউক, এতাদৃশ ক্লেশের অবস্থাতেও যে তোমার অসামান্য ভদ্রতা এবং মনের দৃঢ়তা বলবতী রহিয়াছে, এ বড় প্রশংসার বিষয় বলিতে হইবেক"। এই সকল কথোপকথন হইতেছে এমত সময়ে পাল কহিয়া উঠিল "জানি গো মহাশয়! আমি আপনাকে ভালরূপে জানি! আমার মা একবার আপনার নিকটে গিয়াছিলেন, আপনি তাঁহাকে সমাদর ও অভ্যার্থনা কিছুই করেন নাই, সে কথা বুঝি ভুলিয়া গিয়াছেন?" ইহাতে সেই প্রদেশাধিপতি বিবি দিলাতুরকে জিজ্ঞাসিলেন "হাঁগো! এটি কাহার পুত্র? তোমার কি আর এক পুত্র আছে?" বিবি দিলাতুর উত্তর করিলেন "না মহাশয়! এটি আমার এই প্রিয়সখীর পুত্র, কিন্তু বর্জ্জিনিয়ার সহিত ইহার কিছুমাত্র ভেদ বোধ করি না। এইটি আমারও সন্তান বলা যায়"। এই কথা শুনিয়া সেই প্রদেশাধিপতি তখন পালকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "শুন বৎস! তুমি অতি বালক, তোমার জ্ঞান এক্ষণে পরিপক্ক হয় নাই, কিছু কাল পরে জানিতে পারিবে, ধনী লোকেরা দুরদৃষ্টবশতঃ প্রায়ই এইরূপে সৎকর্ম্ম করণে বঞ্চিত হইয়া থাকেন, যে সকল উপকার সাধুশীল সরলস্বভাব ব্যক্তিদিগের প্রতি সতত কর্ত্তব্য, তাহা অতি অসৎপাত্র পাপচারী ব্যক্তি-তেই অনিচ্ছাধীন বিতরণ করিতে হয়"। অনন্তর

দিলাবর্দ্দন্‌ই সমাদরপূর্ব্বক অনুনীত ও অভ্যর্থিত হইয়া বিবি দিলাতুরের নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন এবং তৎ-পার্শ্বে আসন পরিগ্রহ পূর্ব্বক তত্রত্য নিবাসিগণের প্রথানুরূপ অন্ন ব্যঞ্জনাদি ভোজনে যৎপরোনাস্তি পরিতৃপ্ত হইলেন। বিশেষতঃ সেই পরিবারদ্বয়ের পরস্পর অকপট প্রণয়, সংসারধর্ম্মের বিবিধপ্রকার উপস্কার-নিচয়ের রচনাপরিপাটী এবং সেই দাস দাসীদের নিরতিশয় প্রভুপরায়ণতা নয়নগোচর করিয়া তাঁহার আর তৎকালীন পরিতোষের ইয়ত্তা রহিল না। ইহাতে তিনি তখন মুক্তকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন "আমি আজি এখানে আসিয়া কি অপরূপ দেখিলাম, এখানকার আসন, বসন, ভূষণ প্রভৃতি যাহা কিছু আমার নেত্র-পথে পতিত হইল, সকলি যৎসামান্য ও গ্রাম্য বটে, কিন্তু তোমাদের আকার ধীর ও মন প্রসন্ন কি প্রকারে হইল তাহা কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। শাসনাধিপের প্রমুখাৎ এতাদৃশ সম্মানের বাক্য শ্রবণ করিয়া পাল তাঁহাকে কহিল "আপনাকে যে বড় ভাল মানুষ দেখি-তেছি, বাসনা হয় আপনার সহিত বন্ধুত্ব করি" শাস-নাধিপতির পক্ষে ইহা অতি সামান্য ধন্যবাদ হইলেও তাঁহাকে তখন তাহাতেই পরিতুষ্ট হইতে হইল। তখন তিনি স্বহস্তে পালের হস্ত ধারণ করিয়া কহিতে লাগিলেন "ভাল! আমিও স্বীকার করিতেছি, তুমি বন্ধুভাবে যে কর্ম্ম অবলম্বন করিতে বাসনা করিবে, এবং তৎসামাধানে সমর্থ হইবে, আমি তাহারই ভার তোমার হস্তে সমর্পণ করিব।"

প্রাতরাশ সমাপনান্তে প্রদেশাধিপতি বিবি দিলাতূরের নিকট হইতে প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে, তিনি তাহাকে কহিতে লাগিলেন "শুন ভদ্রে! সম্প্রতি একখানি অর্ণবপোত ফ্রান্সদেশ গমনে প্রস্তুত হইতেছে। তাহা অবিলম্বে এখান হইতে প্রস্থান করিবে। সেই পোতেই তোমার কন্যাকে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। তাহাতে আমার সম্পর্কীয় আর একটি স্ত্রীলোক গমন করিবেন। তাঁহার দ্বারা তোমার তনয়ার তত্ত্বাবধান বিলক্ষণ রূপে চলিতে পারিবেক, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তা নাই। বর্জ্জিনিয়ার বিরহে কয়েক বৎসর কালহরণ করা তোমার পক্ষে ক্লেশকর হইতে পারে বটে, স্বীকার করিতেছি, কিন্তু এতাদৃশ প্রভূত ধন আয়ত্ত করিতে হইলে এতদ্রূপ ক্লেশকে ক্লেশরূপে গণনা করাই অবিধেয়। বিশেষতঃ তোমার পিসীর চরম কাল উপস্থিত। তাঁহার বন্ধুবান্ধবের প্রমুখাৎ শুনিতে পাই, জীবিতাবস্থায় বর্ষদ্বয় যাপন করাও তাঁহার পক্ষে সহজ ব্যাপার নহে। লোকেরা কহিয়া থাকেন সম্পত্তির সমাগম কদাচ প্রতিনিয়ত সম্ভবে না, ইহা মিথ্যা বোধ করিও না। এক্ষণে আমি চলিলাম, তুমি আপন বন্ধু বান্ধবের সহিত পরামর্শ কর। আমার বোধ হইতেছে তাঁহারাও তোমাকে আমার মতানুগামিনী হইতেই উপদেশ প্রদান করিবেন সন্দেহ নাই"।

শাসনাধিপতির এবম্বিধ আত্মীয়ভাবের উপদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া বিবি দিলাতূর উত্তর করিলেন "মহাশয়! আমার সবে ধন বর্জ্জিনিয়াকে সুখভাগিনী

দেখিব, ইহার চেয়ে আমার আহ্লাদের বিষয় আর কি আছে? আপনার কথায় নির্ভর করিয়া কহিতেছি, ভাবি সুখোদ্দেশে তাহাকে ফ্রান্সদেশে পাঠাইতে আমার কোনমতেই মতান্তর নাই। অসামর্থ্য প্রযুক্ত আমার তথায় নিজে যাওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু এতদুপলক্ষে বর্জ্জিনিয়াকে একবার তথায় প্রেরণ করা আমার নিতান্ত কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু এ বিষয়ে আমার বল প্রকাশ করা চলিবেক না। তাহার যেমন ইচ্ছা হয় তাহাই হইবেক।

বিবি দিলাতুর মনেং বিবেচনা করিলেন, পাল ও বর্জ্জিনিয়াকে কিছু কালের জন্য পৃথক্ করিলে, পরে তাহারা যৎপরোনাস্তি সুখী হইবেক। অতএব তাহাকে না পাঠান ভাল নহে। ইহা ভাবিয়া বর্জ্জিনিয়াকে নিকটে আহ্বানপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন "বৎসে! আমাদের দাস দাসীরা ত বৃদ্ধ হইয়া অকর্ম্মণ্য প্রায় হইয়াছে। আর শৈশবাবস্থা প্রযুক্ত এখন পালকেও কোনমতে সর্ব্বকার্য্যক্ষম বলা যাইতে পারে না। অপর প্রিয়সখী মারগ্রেটেরও বয়স্ কিছু ন্যূন বলা যায় না, আমি ত নিজে ক্ষীণতা নিবন্ধন অকর্ম্মণ্য প্রায় হইয়া পড়িয়াছি। এক্ষণে যদি আমার মরণ হয় তাহা হইলে এই অনাথমণ্ডলীতে জীবিকা ব্যতিরেকে তোমার কি গতি হইবেক বল দেখি? অসহায় নিরুপায় হইয়া দাঁড়াইলে কে তোমার মুখ চাহিয়া কিছু সাহায্য করিবে, আমি তাহা ভাবিয়াই পাইতেছি না। উপায়ান্তরের অভাব হইলে তোমাকে উদরের দায়ে কাজেং অবিশ্রান্ত শ্রম করিয়া দিনপাত করিতে

হইবেক। আমি যখন২ এ সকল ভাবনা করি, তখন আমার হৃৎকম্প হইতে থাকে”। বর্জ্জিনিয়া উত্তর করিল “মা আমি বিলক্ষণ জানি, বিধাতা আমাদের সকলকে অনবরতই পরিশ্রম করিতে পাঠাইয়াছেন। আর তিনি আমাকে কর্ম্মকার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য তোমার সন্তান করিয়া দিয়াছেন। এজন্য আমি তাঁহাকে প্রতিদিন শত২ বার ধন্যবাদ প্রদান করিয়া থাকি। আমার মনে২ নিশ্চয় প্রতীতি আছে, কদাচ তিনি আমাদের সঙ্গছাড়া নহেন, এবং ভবিষ্যতেও আমাদিগকে বিস্মৃত হইবেন না। তিনি অন্তর্যামী, বিশ্বম্ভর, হতভাগ্যদিগের উপরি তাঁহার কৃপাদৃষ্টির কিঞ্চিন্মাত্রও ত্রুটি নাই। মা! তুমিইত আমাকে সর্ব্বদা এ সকল কথা কহিয়া উপদেশ দিয়া থাক।”

বিবি দিলাতুর বর্জ্জিনিয়ার প্রমুখাৎ এই উত্তর শুনিয়া ব্যাকুলভাবে কহিতে লাগিলেন “বৎসে! আমি কি তোমাকে সহজে নয়নের অন্তরাল করিতে চাহিতেছি, উত্তরকালে পালের সহিত বিবাহ দিয়া কিসে তোমার সুখে কালযাপন হইবেক তাহাই অন্বেষণ করা আমার উদ্দেশ্য। এইক্ষণে তুমি পালকে সহোদরের ন্যায় বোধ করিয়া দাদা২ বলিয়া ডাকিতেছ, কিন্তু বস্তুতঃ কিছু সে তোমার সোদর নহে। তাহার সৌভাগ্য কেবল তোমারই অধীন হইতেছে।

কুমারীদিগের স্বভাব এই যে যদি কেহ ভাবের গতিকে কাহারো প্রতি মন সমর্পণ করে, তবে সে মনে২ করে আমার এ প্রণয় কাহারো জ্ঞাতসার হইল না, কিন্তু সে তাহার ভ্রম। তৎকালীন তাহার বুদ্ধি-

বৃত্তি এবং দৃষ্টিশক্তি উভয়ই অজ্ঞানরূপ প্রগাঢ় তমসাচ্ছন্ন হয়। পরে যদি কোন হিতৈষী সুহৃৎ তাহার সেই অজ্ঞানরূপ আবরণ দূর করিয়া দেয়, তবে তাহার অন্তর্নিগূঢ় উদ্বেগ সকল তাহার নিকট মুক্তকবাটপ্রায় হয় এবং তদুপলক্ষে ক্রমে ক্রমে স্থানচ্যুত হইয়া পলায়ন করে। সুতরাং তাহার মন যেমন ভ্রান্তি, সঙ্কোচ, সংশয়, প্রভৃতিতে সমাচ্ছন্ন থাকিত তত্তাবৎ এককালে দূরীভূত হয়, এবং তাহার হৃদয়-প্রান্তরে তখন সুখ-সমীরণ সঞ্চরণ করিতে আরম্ভ করে।"

বর্জ্জিনিয়া নিজ জননীর প্রমুখাৎ এতাদৃশ প্রণয়গর্ভ বচন-পরম্পরা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইল এবং পূর্ব্বে তাহার যে সকল মনোবেদনা পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য কেহই জানিত না তত্তাবৎ সে আপনার মাতার সন্নিধানে মুক্ত হৃদয়ে কহিতে লাগিল। বর্জ্জিনিয়া আদৌ প্রণিধান পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখিল যে জগদীশ্বরপ্রসাদাৎ আমার মনোগত ভাব আমার মাতার সম্মত হইয়াছে। অন্তর্যামী জগদীশ্বর যে আমাকে জননীর মতানুযায়িনী করিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্যই এই বোধ হয়, নচেৎ তিনি আমাকে মাতার পরামর্শের অনুগামিনী হইতে কদাচ সুমতি দিতেন না। মনে২ এতাদৃশ সদ্যুক্তি স্থির করিয়া বর্জ্জিনিয়া পরমানন্দিত-মনে ভাবি দুর্ঘটনার আশঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া জননীর সহিত অবস্থিতি করিতে মনস্থ করিল।

বিবি দিলাতুর বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যাহা ভাবিয়া বর্জ্জিনিয়ার নিকট এই বিষয় প্রস্তাব করিলাম

তাহার বিপরীত ফল ফলিল। ইহাতে তিনি তাহাকে কহিতে লাগিলেন "বৎসে! আমি অনুরোধ করিতেছি বলিয়া তুমি কদাচ মনে করিও না যে আমি বলদ্বারা তোমাকে কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছি, কিন্তু যাহাতে তোমার পক্ষে ভাল হয় তাহা তুমি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া দেখ। পরন্তু এ সকল মনের কথা আপাততঃ পালের নিকট প্রকটিত করায় কোন আবশ্যক নাই"। অনন্তর সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে বিবি দিলাতুর বর্জ্জিনিয়ার সহিত একান্তে বসিয়া আছেন এমত সময়ে সেই প্রদেশাধিপতি কর্ত্তৃক প্রেরিত একজন ধর্ম্মপ্রবক্তা পুরোহিত তাহাদের সহিত কথোপকথন করিবার বাসনায় উপস্থিত হইলেন। এবং উপস্থিত হইয়াই কহিতে লাগিলেন "কেমন গো বাছাসকল! কি করিতেছ? ধন্য জগদীশ্বর! এত দিনের পর তোমাদের ভাগ্য পরিবর্ত্ত হইল। দীনদয়াল পরমেশ্বর দরিদ্র লোকদিগকে পরম সুখ-সচ্ছন্দ সম্ভোগে দিনপাত করাইবার এক উপায় করিয়া দিলেন। মনস্যুর দিলাবর্দ্দন্ই তোমাদিগকে যাহা২ কহিয়া গিয়াছেন এবং তোমরা তাঁহাকে যাহা উত্তর করিয়াছ তাহা আমি সমস্তই অবগত আছি"। এই কথা বলিয়া তিনি বিবি দিলাতুরকে পুনর্ব্বার সম্বোধন করিয়া কহিলেন "ভদ্রে! তোমার যে প্রকার শরীরের অপটুতা দেখিতেছি তাহাতে তোমার এস্থান পরিত্যাগ করিয়া দূরবর্ত্তি দেশান্তরে গমন করা যুক্তিযুক্ত বলা যায় না; কিন্তু তোমার তনয়া বর্জ্জিনিয়ার পক্ষে তথায় না যাওয়া অতি মন্দ

কর্ম্ম বলিতে হইবেক। জগদীশ্বরের এবং প্রাচীন মহাত্মাদিগের আজ্ঞা সকল কঠোর ও অসমঞ্জস বোধ হইলেও, তাহা অবহেলন করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। সর্ব্বত্র বিরাজমান করুণাময় পরমেশ্বর বিশ্বরাজ্যের প্রজা সকলের হিতার্থ যত্ন করিয়াই আমাদিগকে পরিজন হিতার্থে যত্ন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। অধিকন্তু এ সকল বিষয়ে তাঁহার বিশেষ অনুমতি আছে এ কথা অবশ্যই বোধ করিতে হইবেক। অতএব তাঁহার এতাদৃশী অনুমতি শিরোধার্য্য করিয়া যদি তুমি নিজ তনয়াকে ফ্রান্সে প্রেরণ কর, তবে সেই করুণানিধান পরাৎপর পরমেশ্বর তোমার তনয়াকে প্রভূত ঐশ্বর্য্যের দ্বারা প্রত্যুপকার করিতে কখন ক্রটি করিবেন না,,।

বর্জ্জিনিয়া অবনতবদনে উত্তর করিল "মহাশয়! যদি ইহা পরমেশ্বরেরই অনুমতি হয়, তবে আমি তাহা অবলীলাক্রমে প্রতিপালন করিতে প্রবৃত্ত আছি, ইহার বিপরীত আচরণ করিতে আমার কদাচ প্রবৃত্তি নাই"। এই কথা বলিতে২ নয়নবারিতে তাহার বক্ষঃস্থল প্রবাহিত হইতে থাকিল।

পরে সেই পুরোহিত এখান হইতে প্রস্থান করিয়া, যে২ কথা হইল তাহা শাসনাধিপতিকে বলিবার জন্য তন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। এদিকে বিবি দিলাতুর বার্জ্জনিয়ার ফ্রান্সযাত্রা বিষয়ে অভিপ্রায় জানিবার জন্য আমার নিকটে লোক পাঠাইয়া দিলেন, আমার মতে তাঁহার এ স্থলে থাকা হইলেই ভাল হইত। কারণ অতুল ঐশ্বর্য্যের আকর্ষণী হইতে প্রকৃতিজনিত

সুখ অতি উৎকৃষ্টতর বলিতে হইবেক। বিশেষতঃ স্বদেশে থাকিয়া যে সুখ হইতে পারে তাহার বৃদ্ধির জন্য ইতস্ততঃ অন্বেষিয়া বেড়ান কদাচ কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু আমার এতাদৃশ সহজ পরামর্শে তখন আর কি ফল দর্শিতে পারিত? বিবি দিলাতুর ধনলোভে আকৃষ্ট হইয়া গোপনে যাদৃশ মনন করিয়াছিলেন তাহার সহিত আমার মত সমকোটি হইবার বিষয় কি? তৎকালীন তিনি সেই পুরোহিতের পরামর্শেই কর্ত্তব্য বিষয়ে সম্মত হইয়া ছিলেন, কেবল মুখাপেক্ষায় আমাকে একটী কথার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এইমাত্র। ফলতঃ এ বিষয়ে আমার মত গ্রহণ করা তাহার মনোগত ছিল না বলিতে হইবেক। মার্‌গ্রেট অতি বুদ্ধিমতী, আপনার কার্য্যটি ভালরূপে বুঝিতে পারিতেন। তিনি আপনার মনোভীষ্ট সিদ্ধির সূত্রপাত দেখিয়া তাহাতে কোন আপত্তিই প্রকাশ করেন নাই। বিবি দিলাতুর বর্জ্জিনিয়ার সহিত যে পরামর্শ করিতেছিলেন পাল তাহার কিছুই অবগত ছিল না, সুতরাং তাহাদিগকে কাণাকাণি করিয়া পরামর্শ করিতে দেখিয়া সে তাহা আপন সুখসচ্ছন্দের প্রতিবন্ধকরূপ বোধ করিয়া এককালে বিষাদ-সমুদ্রে নিমগ্ন হইতে লাগিল। এদিকে এই উপদ্বীপের সর্ব্বত্র প্রচার হইয়া উঠিল যে এই গুহাবাসীরা অতিশয় ধনশালী হইয়া উঠিয়ছে। নানাদেশীয় বণিক্‌গণ সেই প্রবাদ পরম্পরা শ্রবণ করিয়া বিবিধপ্রকার বাণিজ্য দ্রব্যসামগ্রী সমগ্র লইয়া এই পর্ণকুটীরে উপস্থিত হইতে লাগিল। কেহ পরিধেয় বস্ত্র, কেহ উত্তরীয় বস্ত্র,

কেহবা ঢাকাই কাপড়, কেহবা রেসমী বসন প্রভৃতি নানাপ্রকার পরিচ্ছদ আনিয়া তাহাদিগকে দেখাইতে লাগিল।

ঐ সকল দ্রব্যসামগ্রী দেখিয়া বিবি দিলাতুরের বাসনা হইল যে বর্জ্জিনিয়া আপনার জন্য কোন মনোমত দ্রব্য ক্রয় করে, কিন্তু তাহার বিশেষ গুণ ও মূল্য না জানায়, পাছে সে প্রতারিত হয় এই ভয়ে তৎকালে তিনিও অতি সাবধানে থাকিলেন। বর্জ্জিনিয়া, যে২ বস্তুতে আপন জননী ও মারগ্রেটের এবং পালের সন্তোষ জন্মিতে পারে, বিবেচনা করিয়া তাহাই ক্রয় করিয়া লইল এবং "ইহা আমাদের গৃহকর্ম্মের উপযোগী এবং উহা আমাদের দাস দাসীদের ব্যবহার্য্য হইতে পারিবেক" বলিয়া কয়েক দ্রব্যও ক্রয় করিয়া লইল। ইহাতে যে কিছু অর্থ সঙ্গতি ছিল সকলই নিঃশেষ হইল অথচ তাহার বাসনা নিবৃত্ত হইল না। সুতরাং সে, পরিবারদিগকে যাহা২ কিনিয়া বিতরণ করিয়াছিল তাহা ব্যতীত আর তখন কিছুই লইতে পারিল না। অতএব অবশেষে তাহাকে ক্ষান্ত হইতে হইল।

বর্জ্জিনিয়ার এ প্রকার দান বিতরণ দর্শনে পাল তাহার ফ্রান্স যাত্রার পূর্ব্বাবস্থা বুঝিতে পারিয়া অতিশয় চিন্তাকুল হইতে লাগিল। কয়েক দিবস অতীত হইলে পর একদা সে স্বয়ং আমার নিকটে উপস্থিত হইল এবং যেন অকূল চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়াছে এমনি ভাব প্রকাশ করিয়া কহিতে লাগিল

"মহাশয়! আমার ভগিনী ত আমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। বোধ হয় তিনি এক্ষণে ফ্রান্স যাত্রার উদ্যোগ করিতেছেন। অতএব প্রার্থনা করি আপনি একবার অনুগ্রহ করিয়া আমাদের বাটীতে আসুন, এবং মাতাদিগকে বুঝাইয়া বলুন যেন তাঁহারা এ বিষয়ের মনন হইতে এককালে ক্ষান্ত হয়েন"। পালের তাদৃশ কাতরতা দর্শনে ও কাকুক্তি শ্রবণে আমি তৎকালীন তাহার নিকট স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কিন্তু আমার ধ্রুব জ্ঞান ছিল যে তদ্বিষয়ে আমার পরামর্শ দানে কোন বিশেষ ফল দর্শিবেক না।

এদিকে পালের মন অনুক্ষণ চিন্তাকুল দেখিয়া একদা তম্মাতা মার্গ্রেট তাহাকে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন "হাঁরে বৎস! তুমি দিবানিশি কি ভাবনা কর বল দেখি? এতাদৃশ ভাবনায় নিরন্তর কালযাপন করিলে উত্তরকালে তোমাকে যে যৎপরোনাস্তি নিরাশ হইতে হইবেক। আপনাদের জীবনবৃত্তান্ত-ত কিছুই অবগত হও নাই। এক্ষণে সে সকল তোমার নিকট ব্যক্ত করিতেছি শ্রবণ কর, তাহা হইলে নিগূঢ় কথা জানিতে পারিবে। আমার প্রিয়সখী বিবি দিল্লাতুর নিজে সদ্বংশজাতা ও সাতিশয় ভদ্রা। তুমি এক জন অতি সামান্য দরিদ্র কৃষকের অবৈধ সন্তান। তাঁহার সহিত তোমার তুলনা করিতে গেলে তোমার যৎপরোনাস্তি নীচত্ব প্রকাশ হইবেক সন্দেহ নাই।

পাল "অবৈধ সন্তান" এই শব্দের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া মাতাকে জিজ্ঞাসিতে লাগিল "মা! তুমি

যে আমাকে অবৈধ সন্তান কহিলে তাহার অর্থ কি! আমি শুনিতে ইচ্ছা করি” ইহাতে মার্‌গ্রেট উত্তর করিলেন “তুমি যাঁহার সন্তান তিনি আমাকে পরিণয় করেন নাই। আমি কুমারী অবস্থায় হতভাগ্য বশতঃ তাঁহার প্রীতিপাশে বদ্ধ হইয়া অপরাধিনী হইয়াছিলাম। পরে তিনি আমাকে বিবাহ না করিয়া পরিত্যাগ করিলেন। তুমি তাহারি সন্তান। আমারই দোষে তোমাকে এই বিজন দেশে বাস করিতে হইতেছে। আমাভিন্ন যে অন্য কোন আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব কুটুম্ববর্গের মুখ দেখিতে পাইতেছ না আমিই তাহার মূলীভূত কারণ। বাছা! আমি তোমাকে কি অসুখীই করিয়াছি! কেবল আমারি অপ-রাধে তোমাকে পিতৃবংশের আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে। আমি পিতৃগৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিয়া আসিয়াছিলাম বলিয়া তোমাকে মাতা-মহকুলের আশ্রয় বর্জ্জিত হইতে হইয়াছে”। পালের নিকট এই সকল আত্মবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিতে২ অজস্র বিগলিত অশ্রুবারিতে মার্‌গ্রেটের বক্ষঃস্থল প্রবাহিত হইতে লাগিল। পাল তদ্দর্শন-মাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া মাতাকে হাতে ধরিয়া কহিতে লাগিল “মা! যদি তোমাভিন্ন আমার অন্য প্রতিপা-লক এ জগতে নাই তবে তোমাকে আমার কতদূর পর্য্যন্ত ভালবাসা উচিত হয় বল দেখি! যাহা হউক মা! এই নিগূঢ় কথার মর্ম্মোদ্‌ভেদ শুনিয়া বোধ হই-তেছে বর্জ্জিনিয়া আমাকে দেখিয়া যে কোন২ বিষয় গোপন করিতেছে তাহার কারণ এই। আঃ! মনো-

দুঃখের কথা কি বলিব মা! বোধ হয় তিনি যেন আমাকে ঘৃণাদৃষ্টিতেই দেখিয়া থাকেন।

এইরূপ কথায়২ রাত্রি হইল, ভোজনের সমুদায় দ্রব্যসামগ্রীও প্রস্তুত হইল। আমরা সকলে ভোজন করিতে বসিলাম। বসিলাম বটে, কিন্তু ভোজন করিতে কিছুমাত্রই ইচ্ছা ছিল না। আমাদের সকলেরই মনে এক একটা বিষয়ের ভাবনা ছিল, সুতরাং তখন খাইবার ইচ্ছাকে ইচ্ছাই বলা যায় না। খাওয়া যত হউক বা না হউক, কেবল পরস্পর কথোপকথন চলিতে লাগিল। ক্ষণকাল বিলম্বে বর্জ্জিনিয়া গৃহ হইতে বাহির হইল এবং আমরা এখন যেখানে বসিয়া রহিয়াছি এই স্থানে আসিয়া উপবেশন করিল। পালও অল্পে২ তাহার পশ্চাৎ২ আসিতে লাগিল এবং তাহার পার্শ্বেই উপবিষ্ট হইল। ক্ষণকাল তাহারা উভয়েই নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। তদ্দিনের রাত্রিরই বা কিবা শোভা! একে বসন্ত কাল, তাহাতে দিবসের তাপের পর সেই অমৃতায়মান পূর্ণচন্দ্রমণ্ডল বিরাজমান, তদুপলক্ষে সুখসচ্ছন্দ ও শান্তিসম্ভোগের ইয়ত্তা ছিল না। সে রাত্রির শোভার কথা এক মুখে বর্ণনা করা অতি দুঃসাধ্য। আর গগণমণ্ডলেরই বা কত শোভা, একেত তাহা দেদীপ্যমান নির্ম্মল ঘনঘটায় আবৃত, তাহাতে আবার তন্মধ্যে সম্পূর্ণ চন্দ্রমণ্ডল বিরাজমান। তৎকালীন চন্দ্রালোকে পর্ব্বতীয় চূড়া-কোটি সকল অনির্ব্বচনীয় শোভা পাইতেছিল। পৃথিবী একেকালে জনমানব-ঘোষ বর্জ্জিতা হইয়া কেবল ঝিল্লী-রব-ব্যাপ্তা হইয়াছিল। নানাজাতীয় পক্ষিসকল আপ-

নাদিগকে নিজ নিজ কুলায়ে নিভৃত বোধ করিয়া একান্তশান্ত ও সানন্দভাবে কালযাপন করিতেছিল। ঊর্ম্মিমালা-সুশোভিত সাগরে তারাগণ সহিত তারাপতির প্রতিবিম্ব পতিত হইয়া যে প্রকার মহতী শোভা বিস্তৃত করিতেছিল, তাহা দর্শন করিয়া কাহার চিত্ত চরিতার্থ না হয়?। সেই সময়ে বর্জ্জিনিয়া সেই মহাবিস্তারশালী সাগরোপরি দৃষ্টিপাত করত কয়েকখানি ডিঙ্গী দেখিতে পাইল, ও তন্মধ্যস্থ আলোক দর্শনে নিতান্ত চিন্তা করিতে লাগিল। আপাততঃ তদ্দর্শনে তাহার বোধ হইল যে, যে অর্ণবপোতে তাহার ফ্রান্সদেশ যাত্রা হইবেক তাহা সুসজ্জিত হইয়া অনুকূল বায়ুর প্রত্যাশায় কাল প্রতীক্ষা করত বন্দর-সন্নিধানেই লঙ্গর করিয়া রহিয়াছে। ইহাতে সে মনে২ যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইয়া তৎক্ষণাৎ তদ্দর্শন হইতে নিজ নেত্র নিবৃত্ত করিল। নিকটস্থ পাল পাছে তাহার তাদৃশ উৎকণ্ঠা অবগত হয় এই ভয়ে, সে তাহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল।

কিয়দ্দূর অন্তরে কদলীবৃক্ষতলে বিবি দিলাতুর, মারগ্রেট এবং আমি, এই তিন জনে একত্রে বসিয়াছিলাম। রাত্রি নিঃশব্দা হইয়াছে, এমত সময়ে তাহাদের তৎকালীন পরস্পর কথোপকথন বিলক্ষণ স্পষ্টাভিধানে আমাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। আহা! তাহাদের সে সকল কথা আমাদের হৃদয়ে অদ্যাপি জাগরূক রহিয়াছে। জীবনসত্ত্বে তাহা কদাচ বিস্মৃত হইবার নহে।

আমরা তখন শুনিতে পাইলাম, পাল বর্জ্জিনিয়াকে

সম্বোধন করিয়া কহিতেছে “প্রিয়তমে বর্জ্জিনিয়ে! আমি পরম্পরায় শুনিতে পাইতেছি তুমি নাকি দিন দুই তিনের মধ্যে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে? পূর্ব্বে সমুদ্রের নাম শুনিলে তোমার ভয় হইত, তাহা দিয়া গমনাগমন করা তোমার কখনই রুচি ছিল না, এক্ষণে তেমন বিপদসঙ্কুল সমুদ্রগমনে তুমি কিপ্রকারে নির্ভয় হইলে!” এই কথা শ্রবণ করিয়া বর্জ্জিনিয়া উত্তর করিল “ভাই পাল! আমার ইচ্ছা হইলে কি হইবে বল দেখি। আমারত এই স্থলে যাবজ্জীবন কালহরণ করা নিতান্ত মানস ছিল, কিন্তু আমার মাতার তাহা সম্মত নহে। আমি কি করিতে পারি, আমাকে অবশ্যই এখান থেকে যাইতে হইল। বিশেষতঃ এ প্রদেশের পুরোহিত মহাশয় আমাকে কহিয়া গিয়াছেন আমার এই সুখাকর গৃহ পরিত্যাগ করা পরমেশ্বরেরই ইচ্ছা, এবং এই জীবনযাত্রাই আমাদের এক প্রকার পরীক্ষাস্থল। আঃ! বলিতে গেলে ভাই আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকে, আর বলিতে পারি না”।

বর্জ্জিনিয়ার প্রমুখাৎ এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া পাল উত্তর করিল “ভাল, বর্জ্জিনিয়ে! একটা কথা বলি শুন দেখি, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবার জন্য মা এত কথা বলিতে পারেন, কিন্তু এ স্থলে অবস্থিতি করিবার নিমিত্ত কি একটা কথাও বলিতে চান না? ইহাতে বোধ হইতেছে ইহার ভিতরে কোন নিগূঢ় কথা থাকিবেক, তাহা আমাদের মনে উদ্বুদ্ধ হইতেছে না। আহা! পরমেশ্বর ধনের কি আশ্চর্য্য আকর্ষণী

শক্তি সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন! তাহাদ্বারা আকৃষ্ট না হয় এমন ব্যক্তি অবনিমণ্ডলে দৃষ্টিগোচর হওয়া অতি সুকঠিন। যাহাহউক বর্জ্জিনিয়ে! তুমি যে আমাকে অনুগ্রহ করিয়া "ভাই ও দাদা" বলিয়া ডাকিতে, এক্ষণে যে নূতন প্রদেশে যাইতেছ তথায় আর কোন নবপরিচিত ব্যক্তিকে তাহা বলিয়া ডাকিবে, এবং ধনে মানে কুলে শীলে সর্ব্বপ্রকারে যোগ্য ব্যক্তির সহিতই তোমার মিলন হইবেক, তাহাতে সংশয় নাই, কিন্তু তুমি তথায় কি অভিপ্রায়ে যাইতেছ তাহা আমি এখনও বুঝিতে পারিতেছি না। এস্থলে আমরা যে সকল সুখসচ্ছন্দ ভোগ করিতাম তদপেক্ষা কি তথায় তুমি অধিক সুখ পাইতে পারিবে? কি আমাদের এই জন্মভূমি অপেক্ষা সে দেশ তোমার মনে ভাল লাগিবে?। একবার মনে২ ভাবিয়া দেখ দেখি, জন্মাবধি যাহারা তোমাকে বিশিষ্টরূপে জানে এবং স্নেহ করে, তাহাদের সংসর্গ ব্যতীত কুত্রাপি আর কোন সংসর্গ তোমার মনে ধরিবেক কি না? কি প্রকারে তুমি অকৃত্রিম স্নেহকারিণী জননীর মায়া বিস্মৃত হইয়া তথায় অবস্থিতি করিবে? আর কেমন করিয়াই বা তোমার জননী, তোমাকে ভোজন শয়ন গমন প্রভৃতি, সর্ব্বসময়ে আপন সন্নিধানে না দেখিয়া তোমার বিরহে কালহরণ করিবেন? বহির্গমন-কালীন তুমিই তাঁহার অবলম্বন স্বরূপ হইয়া থাক, এক্ষণে তোমাকে বিদায় দিয়া কিরূপেই বা বিনাবলম্বনে তাঁহার দিনপাত হইবে?। বিশেষতঃ বর্জ্জিনিয়ে! আমার মাতার যে কি দশা উপস্থিত হইবেক তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না। তিনি

তোমাকে আপনার কন্যা ভিন্ন বলিয়া বোধ করেন না। ফলতঃ তোমার ও আমার প্রতি তাঁহার যেমন স্নেহ তাহাতে কিছুই ইতর-বিশেষ নাই। একবার স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখ দেখি বর্জিনিয়ে! যখন মাতারা তোমার বিরহে শোকসাগরে নিমগ্ন হইবেন তখন আমি তাঁহাদিগকে কি বলিয়া সান্ত্বনা করিব এবং কোন্ বস্তুই বা অবলম্বন করিতে কহিব?। আর আমারই বা কি দশা হইবেক তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না; আমি দিবামুখে গাত্রোত্থান করিয়া তোমাকে না দেখিতে পাইলেও, দিবাবসানে ক্ষেত্রকর্ম্মাদি সমাপনান্তে তোমার সহিত পুনর্ম্মিলিত না হইলে আমার মনে যে ভাব উদয় পায় তাহা ত আমি বিলক্ষণ জানি, কিন্তু তোমার চিরবিরহে আমার সেই ভাব কিরূপ হইবে, ও তাহার আবেগ আমি সম্বরণ করিতে সমর্থ হইব কি না, তাহা আমি নিশ্চিত জানি না। যাহা-হউক ভগিনি! এক্ষণে আমার এক পরামর্শ শ্রবণ কর। তুমি যাবৎ সেই অপরিচিত স্থানে অবস্থিতি করিবার জন্য উত্তীর্ণ না হও তাবৎ আমাকেও তোমার সহিত জাহাজে থাকিতে অনুমতি দাও। আমি তোমার সঙ্গে২ থাকিলে ঝটিকাদির সময়ে তোমার সাহস উত্তেজ করিয়া দিতে সমর্থ হইব। যে কোন বিপদ্ উপস্থিত হউক না কেন, আমি তৎকালে তোমার মনে যে কোনরূপে সান্ত্বনা জন্মিয়া দিতে পারি তাহার উপায় করিতে পারিব। ফ্রান্সদেশে উত্তীর্ণ হইলে পরও আমি দাসের মত তোমার সেবায় নিযুক্ত থাকিব এবং যে যে স্থানে তুমি যাইতে উদ্যত হইবে তথায়

ছায়ার ন্যায় তোমার অনুগমন করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিব না। তোমাকে সুখভাগিনী দেখিয়া আমি আপনাকে সুখী করিয়া মানিব। যেখানে২ গমন করিয়া তুমি লোকদিগের প্রণয়ভাজন ও পূজনীয় হইবে সেই২ স্থানে আমাকে সর্ব্বদা সেইরূপেই দেখিতে পাইবে। প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিলেও যদি তোমার শ্রেয়ঃ হয়, তাহা হইলেও আমি তৎকরণে কদাচ পরাঙ্মুখ হইব না"।

পাল এইরূপে বর্জ্জিনিয়ার নিকটে কাকুতি বিনীতি করিয়া ক্ষান্ত হইলে পর, আমরা শুনিতে পাইলাম বর্জ্জিনিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বাষ্পাবরুদ্ধ গদ্‌গদস্বরে পালকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল "দাদা! তুমি কেন ভাই দুঃখিত হইতেছ? আমার বিদেশযাত্রা কেবল তোমারই জন্য। আমি তোমাকে, সর্ব্বদা ক্ষমতার অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া এই দুই নিরুপায় সংসারের ভরণপোষণ করিতে দেখিতে পাইতেছি, তোমার এ ঋণের পরিশোধ করা কি আমাহইতে কখন কোন কালে হইতে পারিবেক? মধ্যে কতকগুলিন প্রভূত অর্থ হস্তগত হইবার এক সোপান হইয়া উঠিয়াছে, আমি তদ্বিষয়ক প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া আর থাকিতে পরিলাম না। আমি সে সকল অর্থ আনিয়া তোমার হস্তে সমর্পণ করত তোমার অপরিসীম অনুগ্রহের কিঞ্চিৎ অংশের পরিশোধ করিতে পারিলেও আমার জন্ম সার্থক বোধ হইবেক, আপনাকেও আপনি চরিতার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে পারিব। ভাই! যদি অন্য কোন ব্যক্তিকে

প্রিয়পাত্র বলিয়া মনোনীত করিতে হয়, তাহা হইলে তোমাভিন্ন অন্য কেহ কি মনোনীত হইতে পারে? তুমি আমার যেমন প্রিয় তেমন আর ভূমণ্ডলে কাহাকেও দেখিতে পাই না। হায় কি ক্লেশ! তোমার সহিত অবিচ্ছেদে অবস্থিতি করিতে না পারিয়া আমাকে বুঝি অতিশয় যাতনাই ভোগ করিতে হয়। এক্ষণে এক কর্ম্ম কর, যাহাদিগকে আমি প্রাণাপেক্ষায় ভাল বাসিয়া থাকি, জগদীশ্বরেচ্ছায় যাবৎ তাহাদিগের সহিত পুনর্ম্মিলিত না হই, তাবৎ তাহাদিগের দুঃসহ বিরহযাতনা কি প্রকারে সহ্য করি, তাহার সদুপদেশ দিয়া আমার মন দৃঢ় করিতে চেষ্টা পাও। আমার যাওয়া, কিম্বা থাকা, মরণ, কিম্বা বাঁচন, সকলই আমার বন্ধুগণের ইচ্ছায়ত্ত, আমার ইচ্ছানুসারে কিছুই হইতে পারে না। আহা! আমার কি দুর্ভাগ্য! আমি বুঝি তোমার শোক সম্বরণ করিতে পারিব না"।

বর্জ্জিনিয়ার প্রমুখাৎ এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া পাল বাহুলতাদ্বয়ে তাহাকে প্রেমালিঙ্গন করত অতি দৃঢ় বাক্যে কহিতে লাগিল "ভগিনি! আমি তোমাকে বিদায় দিয়া কখন একাকী থাকিতে পারিব না, তুমি যেখানে২ গমন করিবে সেই খানেই আমি তোমার সহিত যাইব"।

এইরূপে তাহাদের কথা বার্ত্তা হইতেছে এমত সময়ে সহসা আমরা সকলেই তাহাদের নিকট উপস্থিত হইলাম। তখন অগ্রে বিবি দিলাতুর পালকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "বৎস পাল! যদি তুমিও আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে চাহ, তাহা হইলে

আমাদের কি গতি হইবেক”? এই কথা শ্রবণ করিয়া পাল অতিশয় উদ্বিগ্নভাবে কহিতে লাগিল “ভাল মা! বৎস ২ বলিয়া আর কেন স্নেহ বাড়াও বল দেখি, তুমি কি আমাকে এই প্রণয়িনী ভগিনী হইতে পৃথক্ করিতে ইচ্ছা করিতেছ? তুমি যে আমাদের উভয়কে একত্রে প্রতিপালন করিয়া সম্বর্দ্ধিত করিয়াছিলে, তুমিই যে আমাদিগকে বাল্যাবধি পরস্পর প্রণয় করিতে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলে, তাহাতেইত আমরা ভাই বোনে এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত অকৃত্রিম প্রণয়পাশে বদ্ধ রহিয়াছিলাম, কিন্তু এখন তুমি সেই অভেদ্য প্রণয়পাশ ছেদন করিয়া আমাদের উভয়কে পৃথক্ করিতে উদ্যত হইতেছ কেন? যে অসভ্য দেশের লোকেরা তোমাকে কোন আশ্রয় দিতে স্বীকার করে নাই, সেই দেশে এবং যে নিষ্ঠুর পরিবারেরা তোমাকে অপদস্থ করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিল, শেষে তাহাদেরই নিকটে, আমার প্রাণাধিক প্রিয়তমা বর্জ্জিনিয়াকে প্রেরণ করিতে মনস্থ করিলে! মা! তুমি আমার এ কথায় যাহা উত্তর দিবে তাহা আমি আগেই বুঝিতে পারিয়াছি। তুমি এই বলিবে যে বর্জ্জিনিয়া ত তোমার ভগিনী নয়, তাহার উপরি তোমার কোন অংশেই প্রভুতা খাটিতে পারে না; কিন্তু তোমাকে একটী আন্তরিক সার কথা কহিয়া রাখি, আমার পক্ষে বর্জ্জিনিয়াই সকল হইয়াছেন, ইনিই আমার ধন, ইনিই আমার পরিজন, ইনিই আমার জীবনসর্ব্বস্ব, ইহা হইতে আমার কেবল শুভকর্ম্মই ভোগ হয়, অধিক কি বলিব ইনিই আমার সকল মঙ্গলের নিদান; ইহা বিনা

ত আমি আর কাহাকেও জানি না। আমরা উভয়ে শৈশবাবস্থায় এক শয্যায় শয়ান থাকিতাম, মরণান্তেও একত্রে সমাহিত হইব। ইনি যদি এই উপদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া গমন করেন তাহা হইলে আমিও ইহার সঙ্গের সঙ্গী হইব। বোধ হয়, এই উপদ্বীপের শাসনাধিপতি আমাকে ইহার সঙ্গে গমন করিতে নিবারণ করিতে ক্রুটি করিবেন না, কিন্তু আমি সমুদ্রে ঝাঁপিয়া পড়িলে তিনি তখন আমাকে কি করিতে পারিবেন? সন্তরণ পূর্ব্বক ইহার পশ্চাৎ২ গমন করা ত নিবারণ করিতে পারিবেন না। বর্জ্জিনিয়ার বিরহে আমার এ স্থলে অবস্থিতি করা দুষ্কর বোধ হইলেই আমি বিনা কালব্যাজে সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিব, এবং তোমাদের নিকট হইতে কিয়দ্দূর অন্তরে গমন করিয়া উহারই দৃষ্টিপথে প্রাণত্যাগ করিব। যাহাহউক মা! তুমি কি নির্বুদ্ধি! তুমি কি নির্দ্দয়া! তুমি কি বিরুদ্ধস্বভাবা! বুঝিয়াও বুঝিতে পারিলে না, যে সমুদ্রে দিয়া আপন তনয়াকে পাঠাইতেছ, তাহা হয় ত তোমার নিকট তাহাকে প্রত্যর্পণ করিবেক, নয় তোমার দুইটি সন্তানের মৃতশরীর স্রোতে ভাসাইয়া তোমাদের অদূরবর্ত্তি তটভূমিতে উপস্থাপিত করিবেক। ফলতঃ এই দুয়ের অন্যতর ঘটা অবশ্যই সম্ভব। অতএব মা! যদি দৈবাৎ শেষটাই ঘটিয়া উঠে তাহা হইলে তোমাদিগকে যাবজ্জীবনের মত অপার শোকপারাবারে নিমগ্ন হইতে হইবেক সন্দেহ নাই।

এতাদৃশ মর্ম্মভেদি বাক্য সকল কহিবার সময়ে বোধ হইল, যেন পালের মন নিতান্ত ক্ষুণ্ন হইয়া এককালে

নৈরাশ্য অবলম্বন করিয়াছে। ইহাতে আমি ক্ষণকাল তাহাকে বাহুলতায় অবলম্বন করিয়া রহিলাম। তৎসময়ে বোধ হইতে লাগিল, যেন তাহার কোপদৃষ্টি হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছে। তখন দেখিলাম তাহার তাদৃশ সতেজ মুখখানি এককালে ঘর্ম্মজলে অভিষিক্ত হইতেছে এবং তাহার হৃদয় সাতিশয় বেগে দুপং করিয়া লাফাইতেছে।

এদিকে বর্জ্জিনিয়া নিরতিশয় উৎকণ্ঠিত ভাবে পালকে সম্বোধন পুরঃসর কহিতে লাগিল "দাদা পাল! বৃথা ক্ষোভ করিও না। আমার যত পূর্ব্বতন সন্তোষ ও আমাদের উভয়ের প্রণয়হেতু যত সামগ্রী এবং যিনিং আমার লালন পালন পোষণকর্ত্তা এবং যাহারা এক্ষণে আমাকে জন্মভূমি হইতে স্থানান্তর করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা সকলেই সাক্ষী হউন, আমি আকাশমণ্ডল ও অগাধ সাগর এবং প্রাণাদি বায়ুর নামে শপথ করিয়া কহিতেছি, যদি আমি গৃহে অবস্থিতি করি তাহা কেবল তোমারই জন্য, এবং যদি গৃহ ত্যাগ করিয়া দেশান্তরে গমন করি তাহাও তোমার জন্য। আমি তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যে তোমার সহধর্ম্মিণী হইব ইহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই"।

বর্জ্জিনিয়ার মুখ হইতে নির্গত এতাদৃশ অমৃতস্বর শ্রবণ করিবামাত্র, প্রচণ্ডতর তপনতাপে যেমন হিমানী বিলীন হয় তদ্রূপ পালের ক্রোধ এককালে দ্রবীভূত ও শান্ত হইয়া পড়িল, সে অনবরত বিগলিত নয়নজলপ্রবাহে নিজ বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া তাহার মাতা মার্গ্রেটও তাহার সঙ্গেং ক্রন্দন

করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু বাষ্পভরে তাঁহার কণ্ঠা-বরোধ হইবাতে সে মুখ দিয়া বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না। এই সকল ব্যাপার দর্শনে বিবি দিলা-তূর কহিতে লাগিলেন "এখন ক্ষান্ত হও, যথেষ্ট হই-য়াছে, ইহা আমার পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছে। আমি আর এ অসহ্যবেদনা সহিতে পারি না, আমার মন নিতান্ত ব্যাকুল হইতেছে। থাকুক, বর্জ্জিনিয়ার ফ্রান্সে যাওয়া হইবেক না। এক্ষণে চল২ এস্থান থেকে আমরা যাই চল, আর এ দুঃখ দেখা যায় না, এরূপ দুঃখ সহাও যায় না"। ইহাতে তখন মার্‌গ্রেট আমাকে কহিতে লাগিলেন "মহাশয়! আপনি কিঞ্চিৎ কাল থাকিয়া আমার পালকে সঙ্গে লইয়া আপন গৃহে গমন করুন, সপ্তাহ হইল আমাদের কাহারো নিদ্রা হয় নাই," এই কথা বলিয়া তাহারা তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

তাহার পর আমি পালকে কহিলাম "বাছা পাল! এখন এখান হইতে যাওয়া যাউক চল। চিন্তা কি? তোমার ভগিনীর ফ্রান্সদেশে যাত্রা রহিত করা যাই-বেক। কল্য আমি স্বয়ং শাসনাধিপতির নিকট যাইয়া এ বিষয়ের কথাবার্ত্তা স্থির করিয়া আসিব। এক্ষণে ক্ষান্ত হও, মাতৃদিগকে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতে দাও। আইস২ বাছা আমার সঙ্গে আইস, রাত্রি অধিক হই-য়াছে, আর এখানে অনর্থক বসিয়া থাকায় প্রয়োজন নাই"।

পাল এই কথা শুনিবামাত্র নিস্তব্ধভাবে আমার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল, এবং যথা-কথঞ্চিৎ-রূপে নিশা-

যাপন করিয়া প্রাতঃকালেই গাত্রোত্থানপুর্ব্বক আপনাদের গৃহাভিমুখে চলিয়া আইল।

এইরূপে পাল গৃহে যাইতে২ পথিমধ্যে দেখিতে পাইল যে মেরী এক উচ্চতম পর্ব্বতের শিখরদেশে আরোহণ করিয়া তদ্গতচিত্তে সমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছে। পাল, তাহাকে দেখিবামাত্র অতিশয় ব্যগ্র হইয়া উচ্চস্বরে ডাকিয়া জিজ্ঞাসিতে লাগিল "ও মেরী ইও, মেরী ইও! এখন আমাদের বর্জ্জিনিয়া কোথায়! মেরীর কর্ণকুহরে পালের শব্দ প্রবিষ্ট হইবামাত্র সে তৎক্ষণাৎ নীচে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল পাল ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান হইয়া আসিতেছে, ইহাতে সে তখন আর রোদন সম্বরণ করিতে পারিল না। পাল, যূথভ্রষ্ট হরিণের ন্যায় এককালে উদ্ভ্রান্ত ও ব্যাকুলচিত্ত হইয়া সেই ধুলিপায় অমনি বন্দরসমীপস্থ উপকূলে গমন করিল। তত্রস্থ সকল লোককে জিজ্ঞাসিবাতে তাহারা তাহাকে কহিল "বর্জ্জিনিয়া অদ্য অরুণোদয় সময়ে পোতারোহণ করিয়াছে। জাহাজখানা এ পর্য্যন্ত কেবল অনুকূল বায়ুর অপেক্ষায় থাকিয়া খানিক ক্ষণ হইল খুলিয়া গিয়াছে, এতক্ষণ দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছে, ঐ দেখ আর কিছুই দেখা যায় না। পাল তাহাদের মুখ হইতে এই সকল কথা শুনিয়া নিস্তব্ধভাবে গৃহাভিমুখে ফিরিয়া আইল।

আমাদের পশ্চাদ্ভাগে ঐ যে উচ্চ২ ঠিক সোজা পর্ব্বত সকল রহিয়াছে দেখিতে পাইতেছ, উহাতে উঠা অতি কঠিন, বিশেষতঃ নিবিড়তর অরণ্যময় হওয়াতে ঐ স্থান প্রায় মনুষ্যেরই গম্য নহে। কিন্তু পাল তখন

অতি কষ্টে উহার উপরি আরোহণ করিয়া, যে পোতে তাহার হৃদয়সর্ব্বস্ব বর্জ্জিনিয়া চলিয়া গিয়াছে তাহা কত-দূর গেল তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, কিন্তু তৎ-কালে সেই জাহাজখানা সমুদ্রে ১৫ ক্রোশ পথ অন্তর বাহির হইয়া গিয়াছিল। অনেকক্ষণ একদৃষ্টে দেখি-তেং পালের বোধ হইল যেন অবিকল একটি কৃষ্ণবর্ণ দাগ তরঙ্গের উপরি ভাসমান হইতেছে। যে ধন তাহার হাত ছাড়া হইল কেবল তাহার অনুধ্যানেতেই তাহার সে দিবসের অধিকাংশ তথায় যাপিত হয়। অর্ণবপোতখানি তখন দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেও সে অবিকল যেন তখন তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছে এমনি ভাবে মগ্ন রহিল। যখন তাহার মন হইতে সেই ভাবটি দূর হইল তখন সে এককালে বিষাদসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিল এবং নি-তান্ত বিমর্ষভাবে ঐ সম্মুখস্থ ভূমিতে আসিয়া উপবিষ্ট হইল। আমি আসিয়া ঐ স্থলেই তখন তাহাকে শোকাকুল হইয়া বসিতে দেখিলাম। সে ঐ প্রস্তর-স্তূপে মস্তকের ঠেস দিয়া অধোদৃষ্টি হইয়া বসিয়া রহিল। প্রাতঃকালাবধি সে কি করে, ও কোন্ পথে যায় এবং কি ভাবে থাকে, সমস্ত দিন কেবল ইহাই তত্ত্ব করিতে লাগিলাম; কিন্তু তাহাকে ওখান হইতে এক পাদও সরাইতে সমর্থ হইলাম না। অবশেষে কৌশলক্রমে তাহাকে গৃহে লইয়া গেলাম। পাল, বিবি দিলাতুরকে দর্শন করিবামাত্র, তিনি গোপনে বর্জ্জিনি-য়াকে পাঠাইয়াছিলেন বলিয়া যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিতে লাগিল। ইহাতে বিবি দিলাতুর কহিলেন

" গতরাত্রি তিনটার সময়ে অনুকূল বায়ু উঠিলে, গবর্ণ-রের ওখানথেকে এখানে একখানা পাল্‌কি আনীত হইল। তদ্দর্শনে আমি বর্জ্জিনিয়াকে ক্রোড়ে করিয়া রোদন করিতে লাগিলাম, প্রিয়সখী মার্‌গ্রেটও নয়ন-বারিতে অভিষিক্ত হইতে লাগিলেন, তথাপি তাহারা আমাদের কোল হইতে রোরুদ্যমানা বর্জ্জিনিয়াকে লইয়া পাল্‌কিতে তুলিল এবং অতিশয় সত্বরে এখান হইতে চলিয়া গেল। আমরা এখানে শোকে মৃত-প্রায় হইয়া রহিলাম।" এই কথা শুনিতে২ পাল একেবারে উচ্চস্বরে রোদন করিয়া উঠিল এবং কহিল "হায়২! যদি আমি তৎকালে উপস্থিত থাকিয়া একবার বর্জ্জিনিয়ার সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিয়া বিদায় দিতে পারিতাম, তাহা হইলেও আমার মনে কিঞ্চিৎ শান্তি ও সুখ জন্মিতে পারিত! বিশেষতঃ তাহাকে আরো কহিতে পারিতাম যে বর্জ্জিনিয়ে! আমরা বহু-কাল একত্রে কালহরণ করিয়া আসিলাম, তন্মধ্যে যদি তোমার নিকট আমার কোন ত্রুটি বা অপরাধ হইয়া-থাকে, বিনয় করিয়া কহিতেছি, আমার সে সকল অপ-রাধ মার্জ্জনা করিয়া আমাকে চরিতার্থ করিয়া যাও। আরো বলিতাম, প্রিয়তমে ভগিনি! এক্ষণে তোমায় আমায় ত জন্মের মত ছাড়াছাড়ি হইল, অকপটহৃদয়ে বলিতেছি তুমি যাবজ্জীবন পরমসুখে ও নিরতিশয় সচ্ছন্দে কালহরণ করিতে সমর্থা হইবে"।

পালের মুখ হইতে এতাদৃশ বাক্য সকল শ্রবণ করিতে২ মার্‌গ্রেট ও বিবি দিলাতূরের বক্ষঃস্থল নয়-নজলে প্লাবিত হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া পাল

তাহাদিগকে কহিতে লাগিল "তোমরা যে রোদন করিতেছ এক্ষণে আমাহইতে তোমাদিগকে সান্ত্বনা করা অতি সুকঠিন হইয়া উঠিবেক" এই কথা কহিয়া সে তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে বহির্গত হইল এবং আপনা-দের ক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। অনন্তর শোকে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া, যে২ স্থলে তাহার প্রিয়তমা বর্জিনিয়া বাস করিয়া অপার সুখ সম্ভোগ করিত, সেই২ স্থলের অন্বেষণে তৎপর রহিল। পরে পাল, ছাগী ও ছাগ-শিশুগণকে চীৎকার শব্দ পূর্ব্বক আপনাকে বেষ্টন করিয়া থাকিতে দেখিয়া অতিদুঃখে কহিতে লাগিল, হারে! তোরা আবার কারে অন্বেষিয়া বেড়াইতেছিস্!। বর্জ্জিনিয়া স্বহস্তে তোদিগকে লালন পালন ও চারণ করিত, তোরা কি এখন তাহাকেই অনুসন্ধান করিতেছিস্!"। এইকথা বলিয়া পাল তথা হইতে বর্জ্জিনিয়ার প্রীতিভূমির দিকে প্রস্থান করিল। তথায় উপস্থিত হইলে পর ক্ষুদ্র২ পক্ষী সকল তাহার চতুর্দ্দিকে চিচিকুচিধ্বনি করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া পাল তাহাদিগকে কহিতে লাগিল" হারে হতভাগ্য বিহগগণ! তোরা কেন একবার উড্ডীন হইয়া সেই বর্জ্জিনিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আয় না। তোদের মধুরধ্বনি ও শ্রবণমনোহর গান শ্রবণ করিলে সে যৎপরোনাস্তি পরিতোষ প্রাপ্ত হইবে। আহা! তোদের গান শুনিয়া আমার বর্জ্জিনিয়া কত সন্তোষই প্রকাশ করিত! অনন্তর পাল বাঘাকে দেখিতে পাইয়া কহিতে লাগিল "হাঁরে ও হতভাগা কুকুর! যাহাকে আর তুই এ জন্মে দেখা পাইবি না, তাহাকেই কি অন্বে-

খিয়া বেড়াইতেছিস্, যাহা সে একেবারে হারাইয়া গিয়াছে"। এই কথা বলিয়া তখন সে তথাহইতে ঐ অদূরবর্ত্তি পর্ব্বতশিখরে গিয়া আরোহণ করিল। তথায় প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে গিয়া বর্জ্জিনিয়ার সহিত পরম সুখে সমাসীন হইয়া তাহারা পরস্পর কথোপ-কথন করিত, ঐ পর্ব্বত-শিখর হইতে যে সমুদ্রে তাহার প্রাণসমা বর্জ্জিনিয়াকে স্থানান্তর করিয়া ছিল তাহা দেখিতে পাইয়া এককালে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল।

তাহার তাদৃশ ক্ষিপ্ততা দর্শনে আমাদের বিলক্ষণ প্রতীতি হইল তাহার এই উপলক্ষে কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা না ঘটিয়া যায় না। ইহাতে আমরা নিতান্ত আশঙ্কা প্রযুক্ত তদ্দিবস অবধি তাহার প্রতি সাবধান হইয়া থাকিলাম। মার্‌গ্রেট এবং বিবি দিলাতুর উভয় সখীতে তৎকালে ঐ পর্ব্বতসমীপস্থ হইলেন এবং অগ্রে মার্‌গ্রেট অতিশয় সস্নেহ ও কোমলভাবে কহিতে লাগিলেন "বৎস পাল! আমরা তোমার মা হই, অনুরোধ করিতেছি, এইরূপ করিয়া আমাদের মনে আর শোকানল বৃদ্ধি করা তোমার অতি অক-র্ত্তব্য। স্বয়ং নৈরাশ্যাবলম্বনে বিষাদ-জ্বলন প্রজ্বলিত করিয়া আর তোমার চিরদুঃখিনী জননী ও পরিবার-বর্গকে জ্বালাতুর করিবার আবশ্যক নাই"। তখন বিবি দিলাতুর বিবেচনা করিলেন আমার সান্ত্বনা ও প্রবোধ দানেই পাল প্রকৃতিস্থ ও শান্ত হইবেক। মনেং ইহা ভাবিয়া তিনি চাটুবচন প্রয়োগদ্বারা তাহার মনে প্রবোধ দিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু পালের ভগ্ন

মনের সঙ্ঘটন হইবার বিষয় কি? তথাপি দিলাতুর ক্ষান্ত হইবার নহে, যাহাকে অঞ্চলের নিধি বর্জ্জিনিয়া দিতে মনস্থ করিয়াছিলেন সেই পালকে কখন পুত্র, কখন বা বৎস, কখন বা বাপধন, কখন স্বর্ব্বস্ব বলিয়া আহ্বান ও নানাপ্রকার সুধাময় বচনপরম্পরা প্রয়োগ করিয়া অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ইহাতে পাল তাঁহার সমভিব্যাহারে গৃহে আগমন এবং তদ্দত্ত যৎকিঞ্চিৎ দ্রব্য অভ্যবহার করিল। ভোজন সমাপন হইয়াছে, আমরা সকলে বসিয়া আছি, পাল, অমনি গাত্রোত্থান করিয়া, আপনার বাল-সহচরী যে খট্বায় সর্ব্বক্ষণ উপবেশন করিয়া থাকিত, তাহার উপরি গিয়া নিস্তব্ধভাবে শয়ন করিল। ইহা দেখিয়া আমরা তখন আর কেহই কোন কথাটী কহিলাম না। পাল তথায় শয়নমাত্রেই এককালে নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। সমস্ত দিন এক বিষয় লইয়া আন্দোলন করাতে নিদ্রাবস্থায় সে স্বপ্ন দেখিতে লাগিল "যেন তাহার প্রাণপ্রিয়া বর্জ্জিনিয়া আসিয়া তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়াছে, ও তাহার সহিত কথাবার্ত্তা করিতেছে, এবং যে২ বস্তুতে তাহার সন্তোষ জন্মে সে যেন সেই২ বস্তু তাহার হস্তে সমর্পণ করিতেছে। এইরূপ স্বপ্ন সন্দর্শন করিতে২ পালের নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং স্বপ্নবৃত্তান্ত সকল মিথ্যা বোধ করিয়া সে যৎপরোনাস্তি রোদন করিতে লাগিল।. ক্ষণকাল বিলম্বে যে২ বস্তু বর্জ্জিনিয়ার অসাধারণ ছিল তত্তাবৎ দ্রব্য একত্র করিতে লাগিল। প্রথমতঃ বর্জ্জিনিয়া যে সকল পুষ্প চয়ন করিয়া গিয়াছিল সেই শুষ্ক পর্য্যুষিত পুষ্পগুলি

সংগ্রহ করিল। পরে যে একটা নারিকেলের মালায় বর্জ্জিনিয়া জল পান করিত সেই মালাটা, তদনন্তর অন্যান্য বস্তু, প্রিয়তমার বিচ্ছেদে সেই হেয় বস্তু সকলও পালের মনে যেন বহুমূল্য রত্নের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। কখন সে, সে সকল লইয়া মহাসমাদরে চুম্বন করিতে লাগিল, কখন২ সে সকল লইয়া অতি সাবধানে আপনার বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিয়া চাপিয়া ধরিতে লাগিল। আহা! এত সাধের যে উদ্যান ও ক্ষেত্রাদি ছিল তাহাতে পাল একেবারেই হতাদর হইয়া পড়িল, কিন্তু করে কি, নিরুপায়; দেখিল যে মাতা মার্‌গ্রেট ও তৎপ্রণয়িনী বিবি দিলাতুর তাহার নৈরাশ্যের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দেখিয়া মহা ব্যাকুল হইতেছেন, বিশেষতঃ সহায়াভাবে তাহাদিগকে স্বয়ং পরিশ্রম না করিলে দিনপাত করা সুকঠিন হইয়া উঠিতেছে, এইহেতু তাহাকে ভাবিয়া চিন্তিয়া বৃদ্ধ দাস দমিঙ্গের সহযোগে পুনর্ব্বার কৃষিকর্ম্মে মনোনিবেশ করিতে হইল।

এতাবৎপর্য্যন্ত সাংসারিক বিষয়মাত্রে পালের কিছুমাত্র অনুধাবন ছিল না। কি লেখাপড়া, কি বিষয়কর্ম্ম, সর্ব্ববিষয়েই সে অনভিজ্ঞ ছিল। যাহাহউক, এতকালের পর সে এক দিন আমার নিকট আসিয়া কিঞ্চিৎ লেখা পড়া শিখিবার জন্য বিনয়পূর্ব্বক কহিতে লাগিল "মহাশয়! যদি আপনি অনুগ্রহ-পূর্ব্বক আমাকে কিছু লেখাপড়া শিখান, তাহাহইলে অনায়াসে বর্জ্জিনিয়ার নিকট পত্রাদি প্রেরণ করিতে ও তৎপ্রেরিত পত্র পাঠ করিয়া তন্মর্ম্ম অবগত হইতে সমর্থ হইতে

পারি”। এই কথা কহিয়া সে আমার নিকট অগ্রে ভূগোলবিদ্যা শিখিবার অভিপ্রায় জানাইল। তাহার মনের কথা এই যে সে এই বিদ্যার অবলম্বনে, বর্জ্জিনিয়া পৃথিবীর কোন্ অংশের কোন্ স্থানে গমন করিয়াছে তাহার বিষয় বিলক্ষণরূপে অনুভব করিতে সমর্থ হইবে। তদনন্তর নানাদেশীয়দিগের ইতিহাস পাঠে তাহার অভিরুচি জন্মে। কারণ সে মনেং স্থির করিয়াছিল, ইহাদ্বারা, যে দেশীয় লোকদিগের সহিত বর্জ্জিনিয়া বাস করিবে, তাহাদের রীতি নীতি ব্যবহার চরিত্র প্রভৃতি কি প্রকার, তাহা অবগত হওয়া দুর্ঘট হইবেক না। এইরূপে পাল প্রণয়ের পরবশ হইয়া, পূর্ব্বে কৃষিকার্য্য সম্পাদনে যত যত্ন করিত তদপেক্ষা অধিকতর প্রযত্ন সহকারে বিদ্যাভ্যাসে মনোনিবেশ করিল। মনুষ্য-জাতির প্রীতিকে কদাচ হেয় জ্ঞান করা কর্ত্তব্য নহে। প্রীতি হইতেই আমরা বৈষয়িক জ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানের রসাস্বাদন করিতে সমর্থ হই। দেখ, কেহ কাহারো প্রীতিপাশে বদ্ধ হইলে সে তাহা সফল করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। কেহ শিল্পবিদ্যা, কেহ পদার্থবিদ্যা প্রভৃতিদ্বারা তৎসাধনোপযোগি অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হয়। যদি কেহ প্রীতি করিতে গিয়া নিরাশ হয় তবে সে মনের সান্ত্বনার জন্য দর্শন-শাস্ত্র ও বিজ্ঞানশাস্ত্রের পর্য্যালোচনায় তৎপর হয়। সুতরাং প্রীতিই আমাদের এ সকল জ্ঞানের কারণ এবং পরস্পরকে সম্বদ্ধ করিবার শৃঙ্খলস্বরূপ হইয়াছে। ভূগোলবৃত্তান্ত ও ইতিহাস গ্রন্থ পাঠের অপেক্ষা উপা-খ্যান ও আখ্যায়িকাদির পাঠ বরং পালের ভাল

লাগিতে লাগিল। ঐ সকল গ্রন্থে মনুষ্যদিগের রীতি নীতির বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত থাকে। পালের তাহা পাঠ করিবার সময়ে আপনার মত অবস্থা সকল প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। টালিমেকস্ নামক উপাখ্যান পাঠ করিতে তাহার মনে যৎপরোনাস্তি ঔৎসুক্য ও সুখ বোধ হইল। ঐ গ্রন্থে নির্ধন ইতর লোকদিগের উপজীবিকা এবং মানবীয় প্রবল রিপু সকলের বিবরণ বিশিষ্টরূপে উল্লিখিত আছে। উহার কোন২ স্থল পাঠ করিতে২ আপন জননী ও বিবি দিলাতুরের স্নেহের কথা তাহার মনে উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহাকে আদ্র্র চিত্ত করিতে লাগিল। সে সাবধান পূর্ব্বক সে ভাব সম্বরণ করিতে কোন অংশেও ত্রুটি করিত না, তথাপি পূর্ব্বতন সুখসম্ভোগের কথা তাহার স্মৃতিপথারূঢ় হইলেই তাহাকে অভিভূত হইতে হইত। এবং অনবরত বিগলিত নয়ন জল ধারায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত হইতে থাকিত।

উপাখ্যানাদি গ্রন্থে বড়লোকদিগের যে সকল চরিত্র বর্ণিত আছে, পালের চরিত্র তাহা হইতে নিতান্ত ভিন্ন। এ জন্য সে মনে২ সর্ব্বদা এই আশঙ্কা করিত যে পাছে বর্জ্জিনিয়া ফ্রান্সদেশে থাকিয়া তত্রত্য প্রধান লোকদিগের রীতি নীতি চরিত্র শিক্ষা করিয়া আমার প্রতি তাহার ভাবান্তর জন্মে ও আমাকে বিস্মৃত হইয়া যায়।

এইরূপ ভাবনা চিন্তায় দেড় বৎসর কাল অতীত হইল, তথাপি বিবি দিলাতুর ফ্রান্স হইতে পিসী কিম্বা কন্যার কোন সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন না; কেবল এক জন

অপরিচিত উদাসীন ব্যক্তির প্রমুখাৎ শুনিয়াছিলেন যে তাহার তনয়া নির্ব্বিঘ্নে ফ্রান্সদেশে উত্তীর্ণ হইয়াছে এই মাত্র। কিছুদিন পরে তাহার এক পত্র বিবি দিলাতুরের হস্তগত হয়। ঐ লিপিখানি ভারতবর্ষের চলিত জাহাজে প্রেরিত হইয়াছিল। যাইবার সময়ে একবার সেই জাহাজখানা লুইস বন্দরে লাগাইয়া সেই পত্রখানি দিয়া যায়। পত্রমধ্যে অসুখের কথা উল্লেখ করিলে পাছে জননীর মনে কোন ক্ষোভ বা ক্লেশ জন্মে এই ভয়ে, সেই সুচতুরা বর্জ্জিনিয়া অতি সাবধানপূর্ব্বক স্বাভিপ্রায় সকল ব্যক্ত করিয়া লিখিয়াছিল, কিন্তু তাহা পাঠ করিবামাত্র অনায়াসেই বোধগম্য হইল যে তাহাকে তথায় যৎপরোনাস্তি ক্লেশ সহিতে হইতেছে, সে কেবল ভয়প্রযুক্তই এই পত্রে তাহা ব্যক্ত করিয়া লিখিতে পারে নাই। তাহার পত্রের পাঠ ও মর্ম্ম আমার হৃদয়ে অদ্যাপি জাগরূক রহিয়াছে, তাহার বিন্দু বিসর্গও আমি বিস্মৃত হই নাই। অবিকল কহিতেছি শ্রবণ কর।

"সন্ততি বৎসলে মাতঃ!

"আমি তোমাকে কয়েকখান পত্র লিখিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার কোন উত্তরই পাই নাই, বোধ হইতেছে সে সকল তোমার নিকট না পঁহুছিয়া থাকিবেক। এক্ষণে যে উপায়াবলম্বনে এই পত্রখানি পাঠাইলাম, অনুমান করি, ইহা নির্ব্বিঘ্নে তোমার হস্তগত হইবেক। এইবার অবধি আমাদিগের পরস্পর সমাচার প্রেরণ করা ও প্রাপ্ত হওয়ার কোন অসম্ভাবনা হইবেক এমন বোধ হয় না। আমি অর্ণবপোত আরোহণ করিয়া

অবধি ক্রমাগত কতই কান্দিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই। পরকীয় ক্লেশ দর্শন ব্যতিরেকে আমি বয়োবচ্ছেদে আর কখন অশ্রুপাত করি নাই। আমি এই ফ্রান্স-দেশে উত্তীর্ণ হইবামাত্র ঠাকুরাণী দিদি অগ্রেই আমাকে জিজ্ঞাসিলেন "তুমি কিং বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছ?" অনন্তর আমাকে লেখা পড়ার বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞা দেখিয়া তিনি যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি এতকাল কোন কিছু না শিখিয়া কিরূপে কালহরণ করিতেছিলে?"। ইহাতে আমি উত্তর করিলাম, আমি এতাবৎকাল পর্য্যন্ত কেবল গৃহকর্ম্ম সকল ও মাতৃসেবা এইমাত্রই শিক্ষা করিয়াছি। এই কথা শ্রবণ করিয়া তিনি উত্তর করিলেন "তবে ত তুমি সামান্য ভৃত্যের কার্য্য শিখিয়াছ"। পরদিন তিনি আমাকে পেরিস নগরের প্রধান ধর্ম্মমঠে অন্ন বস্ত্র দিয়া রাখিবার জন্য তথায় আপনি আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। মঠে থাকিয়া আমি অনেক প্রকার শিক্ষক পাইতে লাগিলাম। তাঁহারা আমাকে ইতিহাস, ভূগোলবৃত্তান্ত, ব্যাকরণ, গণিতশাস্ত্র, অশ্বারোহণ, এবং অন্যান্য বিষয়ে নিয়মমত শিক্ষা দিতে লাগিলেন, কিন্তু তত্তদ্বিষয় শিখিতে আমার প্রবৃত্তি এত অল্প অনুভব হইল যে, তাঁহাদের সহায়তায় আমার কিঞ্চিৎ শিক্ষারও আশা হইল না। পঠদ্দশায় বোধ হইত হায়! আমার কি অল্পবুদ্ধি! এই সকল বিজ্ঞানশাস্ত্রের কিছুমাত্রই আমার বোধগম্য হইতেছে না, আমাকে ধিক্! আমার উপরি ঠাকুরাণীদিদির স্নেহের কিছুমাত্র শৈথিল্য নাই,

তিনি আমাকে সর্ব্বদা নূতন ২ পরিচ্ছদ দিয়া পরিচ্ছন্ন করিয়াদেন। তিনি আমার পরিচর্য্যার জন্য দুইজন দাসী নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তাহারাও ইতর স্ত্রীলোকের মত অপরিচ্ছন্না নহে। ঠাকুরাণীদিদি আমাকে দিলাতুরের মেয়ে এই সুশ্রাব্য নামটি না ধরিয়া, তোমার কুমারিকাবস্থার নাম উল্লেখ করিয়া এটি অমুকের কন্যা বলিয়া যাহার তাহার নিকট পরিচয় দেন এবং আদর করিয়া আপনিও যখন তখন তাহা বলিয়া ডাকিয়া থাকেন! যাহাহউক দুই তোমার নাম বলিয়া ঐ নামটি শুনিতে আমার মনে বিরক্তি জন্মে না? কিন্তু বলিতে কি, তোমার কৌমারদশার নাম অপেক্ষা আমার পিতৃসম্বন্ধের নাম শুনিলে আমার মনে যে কত প্রীতি জন্মে তাহা বলিতে পারি না। তখন ২ তোমার নিকট সর্ব্বদাই শুনিতাম, আমার পিতা তোমার পাণিগ্রহণ করিবার নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন, এই জন্যই তাঁহার নাম শুনিতে আমার ভাল লাগে। যাহাহউক, আমি আপনা আপনি এইরূপ সুখভাগিনী দেখিয়া একদা ঠাকুরাণী দিদির নিকট তোমার সাহায্যার্থ কিঞ্চিৎ অর্থ প্রেরণ করিবার মানসে প্রার্থনা করিলে পর, তিনি যেরূপ উত্তর করিলেন তাহা আমি অবিকল ব্যক্ত করিয়া অবগত করিতে নিতান্ত অসমর্থ। কিন্তু বিনা প্রবঞ্চনায় সতত সত্য কহা তোমার মনোনীত কর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া আমি এতাবন্মাত্র লিখিয়া ব্যক্ত করিতেছি। আমার তাদৃশ প্রার্থনার পর তিনি উত্তর করিলেন "যদি তোমার মাতাকে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ পাঠাইয়া দিতে চাহ

দাও, কিন্তু তাহাতে তাহার কোন উপকার দর্শিবেক না, যদি অধিক অর্থ পাঠাইয়া দাও, তাহা হইলে এ হীনাবস্থায় তাহাকে অসচ্ছন্দ ও ভারগ্রস্ত করা হইবেক"। আমি এদেশে উপস্থিত হইয়াই প্রথম ২ সমাচার পাঠাইবার জন্য অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, কিন্তু কোন ব্যক্তিকে আপনার বিশ্বাসপাত্র দেখিতে পাইলাম না। ইহাতে আমি কেবল অবিশ্রান্ত বিদ্যাভ্যাসেই মনোনিবেশ করিতে লাগিলাম। করুণানিধান পরমেশ্বর আমার মনোগত ভাব বুঝিয়া আমার সেই উদ্যমে সহায়তা করিলেন এবং লেখাপড়ার বিষয়ে আমাকে অবিলম্বেই একপ্রকার সক্ষম করিয়া তুলিলেন। অনন্তর আমি কএক খানা পত্র কএক জন স্ত্রীলোককে দিয়া পাঠাইয়াছিলাম, অনুমান হয় তাহারা সে সকল লিপি না পাঠাইয়া আমার ঠাকুরাণীদিদির হস্তে দিয়া থাকিবেক সংশয় নাই। এবারকার এ পত্রখানি আমার বিদ্যালয়ের এক বন্ধুদ্বারা পাঠাইতেছি, মনে হইতেছে ইহা নির্ব্বিঘ্নে পহুছিতে পারে। এই পত্রের যে উত্তর লিখিয়া পাঠাইবে, তাহা যাহার নিকট পাঠাইয়া দিলে আমি পাইতে পারিব, তাহার নাম ধামও ইহাতে লিখিয়া দিলাম। আমার ঠাকুরাণীদিদি আমাকে কাহারো সহিত কোন পত্রাদি লেখনের সম্বন্ধ রাখিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার আশঙ্কা এই যে তিনি আমার হিতৈষিণী হইলে সে সকল লোক তাহাতে প্রতিবন্ধক হইবেক। অপর আমার প্রতি কাহারো সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি নাই, কেবল বৃদ্ধা ঠাকুরাণীদিদি ও একজন প্রাচীন ভদ্রসন্তান

এই দুইজন মাত্র আমার আলাপের পাত্র। ঠাকু-রাণীদিদির মুখে শুনিতে পাই ঐ বৃদ্ধমহাশয় আমাকে দেখিতে ও আমার সহিত কথোপকথন করিতে সাতিশয় সন্তুষ্ট হন; ফলতঃ যাহা তিনি বলেন তাহা মিথ্যাও বোধ হয় না। এখানকার মধ্যে এই প্রাচীন ব্যক্তিই মনোনীত করিবার যোগ্যপাত্র বটে, কিন্তু তদ্বিষয়ে আমি অভিলাষিণী নহি। আমি এস্থলে প্রচুর ঐশ্বর্য্যের মধ্যে আছি, এবং যাহা লইতে চাই তাহাই পাইতে পারি। এখানকার সকলে কহেন "অর্থ আমার হাতে দেওয়া কোন মতে ভাল নয়। কারণ তাঁহারা সন্দেহ করেন আমাদ্বারা তাহার যথা-যথ ব্যয় না হইলে অনেক অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা।" আমার প্রতিদিনের পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্তও দাসীদের নিকট সংরক্ষিত থাকে। যখন যেখানা ছাড়ি বা যখন যেখানা পরি তাহারা তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ সতর্ক থাকে। আমি এখানে এত প্রভূত ধনের উপরি থাকিয়াও তোমার নিকটে যেমন ছিলাম, তদপেক্ষায় আপনাকে হীনতর বোধ করিতেছি। ধনের মধ্যে থাকিলে কি হইবেক? হাত তুলিয়া ত কোন দীন দরিদ্র অনাথ ব্যক্তিকে কিছু দিতে পারিতেছি না। এখানে তোমার পিসী আমাকে সুশিক্ষিতা করিয়া অমূল্য ধনের অধিকারিণী করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে কাহারো কোন হিত করিতে পারিব এমত সম্ভাবনাও নাই। পূর্ব্বে যে তুমি আমাকে সূচী-কর্ম্ম শিখাইয়াছিলে, তাহারই অবলম্বনে কয়েক জোড়া চিক্কণবস্ত্র প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতেছি, তুমি এবং মাতা

মারগ্রেট পরিধান করিয়া আমার পরিশ্রম সার্থক করিবে। একটা শিরস্ত্রাণ (টুপি) স্বহস্তে নির্ম্মিত করিয়া পাঠাইতেছি দমিঙ্গকে দিবে। এবং মেরীর জন্য একখানি রুমাল পাঠাইতেছি তাহাকে প্রদান করিবে। এতদ্ব্যতিরিক্ত আমার বহুদিনের সঞ্চিত নানাপ্রকার সুস্বাদু ফল সকলও গোণীবদ্ধ করিয়া পাঠাইলাম। অনধ্যায়ের সময়ে আমি অনেক যত্নে, নিকটস্থ উত্তমং উদ্যান হইতে নানাজাতীয় সুদৃশ্য ও সুরভি কুসুমের বীজ সকল সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম, পৃথকং নাম নির্দ্দেশ করিয়া তাহাও এই সমভিব্যাহারে প্রেরিত হইল। আমাদের ও উপদ্বীপে যেং পুষ্প জন্মিয়া থাকে, এস্থলের বন্য পুষ্প সকল তদপেক্ষা অধিকাংশে উৎকৃষ্টতর। এ সকল যেমন সুদৃশ্য, সৌগন্ধ বিষয়েও তেমনি, কিন্তু ইহাদের একটাও এক প্রকার নহে। এই প্রযুক্ত কোনটার কি গুণ, কেমন গন্ধ, বর্ণ কিপ্রকার তাহা মনে রাখা যায় না। নিশ্চয় বোধ হইতেছে ধন-সম্পত্তি অপেক্ষা এ সকল ফল পুষ্পাদির বীজ পাইলে তোমার ও মাতা মারগ্রেটের যৎপরোনাস্তি অসুলভ সন্তোষ জন্মিবেক তাহাতে সংশয় নাই। ধনের যত সুখ তাহা ত দেখিতে পাইলে, কেবল ধনের জন্যই আমাদের অপরিহার্য্য বিচ্ছেদ হইল। আর যদি কখন কালান্তরে শুনিতে পাই, যে তোমরা যে সকল আত্র খর্জ্জূর, নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষ রোপণ করিয়াছ, তাহা সম্যক্ প্রকারে বর্দ্ধিষ্ণু এবং পরস্পরের শাখা পল্লবাদি পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া মহতী শোভা বিস্তার

করিতেছে, তখন আর আমার সন্তোষের সীমা পরিশেষ থাকিবেক না। আমার মত তুমিও তখন২ তোমার প্রিয় পৈতৃক দেশের বিষয়ে কত ভাল ২ কথা কহিতে।

এখানে আসিবার পূর্ব্বে তুমি আমাকে কহিয়া দিয়াছিলে যে যখন যেমন হর্ষ ও বিষাদ উপস্থিত হইবে তখন তাহার সবিশেষ বিবরণ আমাদিগকে অবগত করিতে বিস্মৃত হইও না। সেই অনুমতি অনুসারে যখন২ আমাকে উপস্থিত উদ্বেগের বিষয় অনুভব করিতে হয়, তখনি অমনি এই বিবেচনা করিয়া মনে২ প্রবোধ দিতে চেষ্টা করি, যে পরমেশ্বরের ইচ্ছা না হইলে কদাচ আমার সতিবৎসলা জননী আমাকে এ বিদেশে প্রেরণ করিতেন না। এইরূপ বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ মন হইতে তাহা দূর করিয়া ফেলি। সুতরাং আর তাহা জানাইয়া তোমাকে অসুখভাগিনী করিতে ইচ্ছা হয় না। এ স্থানে আমার অসহ্য ক্লেশ এই যে, এমত কোন ব্যক্তি পাই না যে তাহার নিকট আপনার পূর্ব্বাবস্থা বিবরণ করিয়া প্রকাশ করি। আমার নিকট যে দুই জন পরিচারিকা নিযুক্ত আছে, তাহারা আমার ঠাকুরাণী দিদিরও কর্ম্ম কার্য্য করিয়া থাকে। সুতরাং তাহাদিগকে তাঁহার কার্য্যে অধিক কাল ব্যাপৃত থাকিতে হয়। অতএব আমি যখন২ প্রিয়প্রসঙ্গের উপরি কথোপকথন করিতে বাসনা করি, তখন এই বিদেশে কাহাকেও আপনার জন দেখিতে পাই না। সুতরাং পাছে আমার জন্মভূমি বিস্মৃত হইয়া যাই অনুক্ষণ এই আশঙ্কায় মন ব্যাকুল হইতে

থাকে। হায়২! কি দুঃখ! যাহা আমার জন্মভূমি এবং যথায় তুমি বাস করিতেছ, তাহা বিস্মৃত হওয়া অপেক্ষা আমি আপনাকেই বিস্মৃত হই তাহা বরং ভাল। আমার পক্ষে এদেশ একপ্রকার অসভ্যস্থল বোধ হইতেছে। কারণ এস্থলে আমি একাকিনী রহিয়াছি, এবং তোমার প্রতি যেমন আমরণস্থায়ী স্নেহ করিতাম তেমন স্নেহভাজন এখানে আর কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না।

মদেকবৎসলে মাতঃ!
ত্বদেকপরায়ণা স্নেহাকাঙ্ক্ষিণী
শ্রীমতী বর্জ্জিনিয়া।

পুনশ্চ।

"মেরী ও দমিঙ্গ আমাকে বাল্যকালাবধি যেরূপ লালন পালনাদি করিয়া মানুষ করিয়াছে, তাহার পরিশোধ দেওয়া আমা হইতে হইয়া উঠে এমত বোধ হয় না। অতএব বিনয়পুরঃসর তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, মা! তুমি তাহাদের প্রতি সর্ব্বদা দয়া প্রকাশে মনোযোগের ত্রুটি করিও না। আর আমাদের নিরুপায় বাঘার প্রতিও বিশিষ্টরূপে আদর করিও। তাহার গুণের কথা বর্ণনা করিবার নহে, সে আমাকে ক্ষণকাল না দেখিতে পাইলে বনেং অন্বেষণ করিয়া বেড়াইত।"

"পাল দেখিল, যে বর্জ্জিনিয়া পত্রে কুকুরটির কথা পর্য্যন্তও উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হয় নাই, কিন্তু তন্মধ্যে এ পর্য্যন্ত তাহার নামটিরও উল্লেখ করে নাই। ইহাতে সে যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে২ বিবেচনা

করিতে লাগিল, কি হইল! বর্জ্জিনিয়া কেন পত্রে আমার কথা উত্থাপন করিল না? কারণ কি বুঝিতে পারিলাম না। 'পাল ছেলে মানুষ, এ নিগূঢ় বিষয় কিপ্রকারে বুঝিতে পারিবে। সে ত তাহার বিশেষ মর্ম্ম কিছুই জানিত না। যে পদার্থ স্ত্রীলোকের নিরতিশয় অভিলষিত হয়, তাহা তাহারা সর্ব্বশেষে উল্লিখিত করিয়া থাকে, এই তাহাদের স্বভাব। তাহারা অভীষ্ট বিষয়টি লজ্জাপ্রযুক্ত কদাচ অগ্রে প্রকাশ করিতে পারে না।

"অনন্তর পাল পত্রের এক প্রান্তভাগে আর এক পুনশ্চ পাঠে দেখিতে পাইল যে, বর্জ্জিনিয়া সেই সকল ফল পুষ্পাদির বীজ তাহার হস্তে সমর্পণ করিতে বিশেষ অনুরোধ করিয়া লিখিয়া পাঠাইয়াছে। বিশেষতঃ সে ঐ সকল বীজের স্বভাব, ও কিরূপে কেমন ভূমিতে কোন্ সময়ে তাহা বপন করিতে হয়, ও চারা প্রস্তুত হইলে তাহা কিপ্রকারে কোন্ স্থলে কখন্ রোপণ করিতে হয়, তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত বিবরণ করিয়া পাঠাইয়াছে। তদনন্তর সে পালকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়াছিল যে আমরা শেষবেলায় যে পর্ব্বতে বসিয়া কথোপকথন করিতাম তথায় এই সমস্ত পুষ্পের গাছ রোপণ করিয়া আমাদের পরমহিতৈষী বর্ষিষ্ঠ মহাশয়কে আমোদিত করিবে এবং তাঁহার বিরহের স্মরণার্থ আজি অবধি ঐ পর্ব্বতের "প্রাস্থানিকাচল" নাম রাখিবে।"

ঐ সকল ফল পুষ্পাদির বীজ এক রেসমী থৈলীতে বদ্ধ হইয়া পালের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। বর্জ্জি-

নিয়া তাহার মুখবন্ধনের উপরিভাগে নিজকেশ দ্বারা "প, ব," এই দুটী অক্ষর মিলিতভাবে বুনিয়া দিয়াছিল। অন্যের পক্ষে তাহা সামান্য প্রকার বোধ হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে পালের বহুমূল্য জ্ঞান হইবার ব্যতিক্রম হইল না।"

এদিকে সুশীলা বর্জ্জিনিয়ার সেই পত্রখানি পাঠ করিয়া পরিবার শুদ্ধ সকলেই রোদন করিতে লাগিল। বিবি দিলাতুর আর সমস্ত পরিবারের অনুরোধে পত্রের উত্তরে এই লিখিয়া পাঠাইলেন, যে এখন তুমি ফ্রান্সে অবস্থিতি করিতে চাও, কি গৃহে ফিরিয়া আসিতে চাও? যথা ইচ্ছা কর, কিন্তু বাছা এইমাত্র জানাইলাম যে তুমি এ স্থান হইতে প্রস্থান করিলে আমাদের কোন সুখই হয় নাই।

পালও তাহার নিকট প্রেরণ করিবার জন্য স্বতন্ত্র এক পত্র লিখিয়া প্রস্তুত করিল। তাহার লিপি এই যে "তুমি যে সকল ফল পুষ্পাদির বীজ থৈলীবদ্ধ করিয়া তদুপরি আমাদের নামের দুটি আদ্যক্ষর সঙ্গত করিয়া দিয়াছ, তেমনি আমিও তদনুরূপ সঙ্গতভাবে উদ্যান প্রস্তুত করিবার প্রযত্ন করিব"। আর এই পত্রের সহিত কেবল একটিমাত্র নারিকেল তোমার নিকটে প্রেরিত হইল অধিক পাঠাইতে পারিলাম না। বোধ করি এদেশীয় ফল দর্শনেই তোমার এস্থলে প্রত্যাগমন করিবার ইচ্ছা হইবেক অধিক প্রেরণ করায় আবশ্যক নাই"। অবশেষে সে ঐ পত্রে বর্জিনিয়াকে যৎপরোনাস্তি বিনয় করিয়া লিখিল যে "তোমার বিরহে তোমার বন্ধু সকলের যে পর্য্যন্ত ক্লেশ হইয়াছে

তাহা লিপিদ্বারা ব্যক্ত করিতে পারিলাম না, বিশেষতঃ আমার পক্ষেত এই অসার দেহভার বহন করা অত্যন্ত সুকঠিন হইয়া উঠিয়াছে।”

মনুষ্যজাতির স্বভাব এই যে কাহারো সুখসমৃদ্ধি দেখিতে পাইলে তাহাদের ঈর্ষা জন্মিয়া থাকে। এইহেতু অত্রস্থ লোকেরা তৎকালে মিথ্যাং এমনি এক জনরব তুলিয়া প্রচার করাতে পালকে যৎপরোনাস্তি অসুখী হইতে হইল। বর্জ্জিনিয়ার পত্র-খানি যে জাহাজে আসিয়াছিল, তাহার নাবিকেরা এই উপদ্বীপে উঠিয়া আদৌ এই এক মিথ্যা কথা রটাইয়া দেয় যে ফ্রান্সদেশের রাজসভাস্থ এক জন কুলীন মহোদয় অবিলম্বে বর্জ্জিনিয়ার পাণিগ্রহণ করিবেন, আমরা তাহার সূচনা শুনিয়া আসিয়াছি। এবং সে ব্যক্তির নাম বলিলেও বলিতে পারি। আর কয়েক জন কহিল সে কি? বর্জ্জিনিয়ার যে বিবাহ হইয়া গিয়াছে, আমরা তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি।

পাল জাহাজী লোকের স্বভাব ভালরূপেই জানিত। তাহারা যেখানে উত্তীর্ণ হয় সেখানেই একটা নয় একটা মিথ্যা জনরব তুলিয়া আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকে। একারণ সে আপাততঃ তাহাদের তাদৃশ কথায় ভ্রূক্ষেপ করিল না, কিন্তু এই উপদ্বীপ-নিবাসিগণের তদুপলক্ষে কাল্পনিক দুঃখ প্রচার করা দেখিয়া তাহাকে কাজে২ই সেই কথায় কর্ণপাত করিতে হইল। ইতিপূর্ব্বে পাল কয়েক-খানা গ্রন্থের আখ্যায়িকা পাঠে জানিতে পারিয়াছিল যে স্থানবিশেষে বিশ্বাসঘাতকতাও কৌতুকাবহ বিষয় বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

যাহাহউক এতদিনের পর পালের তখন ঐসকল গ্রন্থকে ইউরোপীয়দিগের রীতির প্রতিরূপ বলিয়া ধ্রুব জ্ঞান হইল। অধিকন্তু তখন তাহার মনেং এই আশঙ্কা হইল, যে হয়ত বর্জ্জিনিয়াও ঐ প্রকার হইয়া থাকিবেক। তাহার মনঃ এখন তত বিশুদ্ধ না থাকিয়া পরিবর্ত্তিত হইলেও হইতে পারে এবং তদনুসারে তাহার পূর্ব্বের সমুদায় কথা বিস্মৃত হইবারও যথেষ্ট সম্ভাবনা। ফলতঃ তাদৃশ আন্দোলনে পালকে তখন যে প্রকার অসুখী হইতে হইল, তাহা বলিয়া জানাইবার নহে। বিশেষতঃ ইহার পর এক বৎসরের মধ্যে আরো কয়েকখানা ইউরোপীয় জাহাজ এই উপদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহার কোন খানাতেও বর্জ্জিনিয়া ঘটিত কোন সংবাদ আইসে নাই। তাহাতে পালের আতঙ্ক-তরঙ্গ এককালে উদ্বেল হইতে লাগিল।

তৎকালাবধি পাল মনের উদ্বেগে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া যখন তখন আমার আলয়ে আসিতে লাগিল। সে আসিয়াই আমাকে বলিত "মহাশয়! আপনি কোন উপায়ে আমার এই মনের ক্লেশ দূর করিতে কিম্বা যাহাতে আমি এই উদ্বেগ হইতে মুক্ত হইতে পারি এমত কোন সৎপরামর্শ দিতে পারেন?"।

ইতি পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি আমি এই স্থান হইতে কিঞ্চিদধিক দুই ক্রোশ পথ অন্তরে এক পর্ব্বতের উপান্তবর্ত্তি ক্ষুদ্র নদীর ধারে বাস করি। আমার কোন সাংসারিক বা পরিজনের ঝঞ্ঝাট নাই, একাকীই অবস্থিতি করি। না আছে স্ত্রীপুত্র, না আছে দাস দাসী, কোন সম্পর্কই রাখি না। সঙ্গিনীহারা হইবার

পর অবধি পালের মন ও আমার মন দুই একভাবাপন্নই হইল। বর্জ্জিনিয়ার বিচ্ছেদ সাতিশয় দুঃখজনক বোধ হওয়াতে সে প্রায়ঃ একাকী থাকাই শ্রেয়স্কর বোধ করিল। মনুষ্যেরা ক্রমাগত একাকী থাকিতে২ বন্ধুবান্ধবের কোন সাহায্য ব্যতিরেকেও অনায়াসে কালযাপন করিতে, এবং প্রাকৃত সৌন্দর্য্য-দর্শনেই পরিতৃপ্ত হইতে সমর্থ হয়। আর যাবৎ তাহারা লোকসমাজের মধ্যে থাকে তাবৎ তাহাদের মন মানলিপ্সা জিগীষা প্রভৃতি দ্বারা সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকে। বিজনদেশে থাকিলে আর সে সকল তাহাদের মনে কথনই উদ্ভূত হয় না। কেবল প্রকৃতির গুণাগুণ ও পরমেশ্বরের মহীয়সী সত্তা এইমাত্র উদয় হইতে থাকে। ইহার এক দৃষ্টান্ত বলিতেছি শ্রবণ কর। যেমন প্রবহমানা কোন স্রোতস্বতীর জল উথলিয়া কোন আলিবদ্ধ ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলে, ক্রমশঃ সেই জল নির্ম্মল হয়, তেমনি মনুষ্যও জনসমাজ হইতে বহির্গত হইয়া বিজন স্থানবাসী হইলে তাহার চিত্ত নির্ম্মল হইয়া উঠে। এতদ্ব্যতীত চিত্ত-প্রসাদানুসারে তাহার শরীরেও বিলক্ষণ স্বাস্থ্য জন্মে এবং তাহাতে তাহার পরমায়ুরও হ্রাস হইবার সম্ভাবনা থাকে না। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষীয় ঋষিরাও কেবল এইরূপে দীর্ঘজীবী হইতেন। এতাবতা আমার কিছু এমত বলা তাৎপর্য্য নয় যে, প্রত্যেক মনুষ্য নিরবচ্ছিন্ন মুনিবৃত্তিতেই জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করুক। সর্ব্বসাধারণে যে প্রকার পরস্পর শৃঙ্খলার ন্যায় আবদ্ধ আছে, তাহাদিগকেও সেই প্রকার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। অতএব

প্রাণি-নিকায়ের অবস্থার উপরি দৃষ্টি রাখিয়া আমা-দের যথাশক্তি পরস্পর সাহায্য করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। আর দেখ দেখি, পরমেশ্বর আমাদিগকে বিষয়-সুখসম্ভোগ করাইবার জন্য কোন্ ইন্দ্রিয় বা কোন২ অবয়ব না দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। চরণ সৃষ্টি করিয়া আমাদিগকে চলচ্ছক্তি প্রদান করিয়াছেন। নিশ্বাস প্রশ্বাসের নিমিত্ত আমাদের হৃৎপুণ্ডরীক সৃষ্টি করিয়াছেন। অতিরমণীয় পদার্থের রূপদর্শনে সুখ সম্ভোগ করাইবার জন্য আমাদিগকে নয়নযুগল প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু সেই বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বর আমাদি-গকে সৃষ্টি করিয়া আমাদের শরীরের মধ্যে যে প্রধান ইন্দ্রিয় মনের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন, সেইটিই কেবল তাঁহার আপনার নিমিত্ত।

“পূর্ব্বে আমারও লোকোপাসনা করা ব্যবহার ছিল, কিন্তু তাহারা, যাহাতে আমার অপকার হয় তাহাই করিত। এইহেতু বিরাগী হইয়া লোকালয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমি এই সুদূর বিজনদেশে আসিয়া বাস করিয়া রহিয়াছি। পৃথিবীর অধিকাংশ বেড়াইয়া ও বাস করিয়া দেখিয়াছি কুত্রাপি মন লয় নাই। অবশেষে এই একান্ত স্বতন্ত্র উপদ্বীপটিই বাসস্থানের যোগ্য বলিয়া মনোনীত হইল। এই স্থানের ভূমি সকল নাতিশয় উর্ব্বর এবং জলবায়ুও যৎপরোনাস্তি স্বাস্থ্য-কর। এখন আর এ স্থান হইতে আমার স্থানান্তর যাইবার বাসনা নাই। বাসার্থ যে একটি ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছি, ও যে যৎকিঞ্চিৎ ভূমিতে কৃষিকর্ম্ম করিয়া থাকি, এবং আমার কুটীরদ্বারের নিকটে যে

পর্ব্বতীয় নির্ঝর প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে আমার অনায়াসে দিনযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে। আমি এখন অহরহঃ কয়েকখানি পুস্তক পাঠ করিতে মনোনীত করিয়াছি। তাহাতে আমার নিত্যং সুখসম্ভোগের আরো সমৃদ্ধি হইতেছে। বস্তুতঃ ঐ সকল গ্রন্থের মর্ম্মবোধে আমি পূর্ব্বাপেক্ষায় এখন অধিক জ্ঞানীও হইয়াছি। একেত তদবলম্বনে আমার সহজেই কালাতিপাত হয়, দ্বিতীয়তঃ যে সকল দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয়ের প্রভাবে মনুষ্যগণকে কুপথের পথিক করিয়া দুঃখসাগরে নিমগ্ন করে, তৎসমুদায়ের গুণাগুণ আমার মনে বিশিষ্টরূপে উদ্ভাবিত হইয়াছে। অপরাপর সকল ব্যক্তির অবস্থার সহিত আমার নিজাবস্থার তুলনা করিলে মনেং বোধ হয় যে আমি তাহাদের অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবেই সুখী। এ বিষয়ে একটা সামান্যরূপ দৃষ্টান্ত দিতেছি প্রণিধান কর। যেমন "বানিচালি হওয়া জাহাজের কোন ব্যক্তি জলমগ্ন শৈলের আশ্রয় পাইয়া তদুপরিভাগ হইতে ধৈর্য্যপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করে," তেমনি আমি এই নিরালয় নিভৃত স্থানে বাস করত অতি দূরবর্ত্তি চতুর্দ্দিকস্থ প্রজাবহুল দেশে সতত উৎপদ্যমান প্রবল ঝটিকাস্বরূপ উৎপাত সকল স্থিরচিত্তে অবলোকন করিতেছি। এখন তাদৃশ ঝটিকার শব্দে কেবল আমার মনে শান্তিরই সমুন্নতি বিধান করিতেছে, ক্লেশমাত্রও অনুভূত হয় না।

যদিচ আমার এতাদৃশ মতের সহিত অন্য কাহারো মতের ঐক্য হয় না বটে, সত্য কথা; তথাপি আমি সেই সকল ব্যক্তিকে ঘৃণা না করিয়া বরং নিরন্তর অনু-

গ্রহই করিয়া থাকি। যেমন কোন ব্যক্তি তীরে থাকিয়া কোন ব্যক্তিকে জলে ডুবিতেং হস্তে ধরিয়া উত্তোলন করে, তেমনি আমিও কোন দুরবস্থাগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলে তাহাকে সৎপরামর্শ দ্বারা উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিয়া থাকি। কিন্তু আমার সেই সৎপরামর্শ শ্রবণ করিয়া গ্রহণ করে এমত ব্যক্তি কদাচিৎ আমার দৃষ্টিগোচর হয়। হইতেও পারে, ইহা বিচিত্র নহে, যাহারা সাংসারিক কার্য্যে সতত ব্যাপৃত থাকে, তাহাদিগের মতে প্রাকৃত সুখ সুখ বলিয়াই ধর্ত্তব্য হয় না। এই জগতীতলে প্রত্যেক ব্যক্তির অস্থিরচিত্ত। সুতরাং তাহারা কাল্পনিক মিথ্যাসুখের আশ্বাসে কেবল নিত্য প্রাকৃত সুখের রসাস্বাদে বঞ্চিত হয়। ঐ সকল ব্যক্তি কিছুকাল কল্পিত সুখ ভোগের জন্য ধনাদির অর্জ্জনে মনোনিবেশ করে, শেষে জানিতে পারে ইহার কিছুতেই প্রকৃত সুখ নাই, তখন সেই সুখের নিমিত্ত পরমেশ্বর সন্নিধানে প্রার্থনা করিতে থাকে। আমি অনেককেই প্রকৃত সুখী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা সুসিদ্ধ হয় নাই। কারণ তাহারা সাংসারিক ক্লেশে যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ। তাহারা আমার সহায়তায় পুনর্ব্বার মর্য্যাদা ও সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইবার আশ্বাসে আমার কথাগুলিন আপাততঃ বিশেষ মনোযোগ দিয়া শুনে, পরে দেখিতে পায় এবং মনেং বুঝিতেও পারে যে তাহাদের তাদৃশ মিথ্যা ও অগ্রাহ্য সুখে বিরক্তি প্রকাশ করানই আমার অভিপ্রায়, তাহাদিগকে সেই সুখের অনুগামী করিতে আমার কিছুমাত্র প্রযত্ন নাই। তাহাতে সুতরাং

তাহারা আর আমার সেই অনিষ্ট পরামর্শ শুনিতে চাহে না। বরং লোক সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়াছি বলিয়া আমাকেও যৎপরোনাস্তি নিন্দা করে। অধিকন্তু নানাপ্রকার প্ররোচনা দ্বারা ভুয়োভূয়ঃ এইরূপ অনুরোধ করিতে থাকে, যে আপনার লোক-সংসর্গ পরিত্যাগ করায় সমাজের একপ্রকার অপকার করা হইতেছে। আপনি এখন আমাদের দলাক্রান্ত হইয়া পরোপকার করত লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করুন। তাহারা অবিরত বিষয়-সুখে লিপ্ত থাকিবার জন্য তৎকালীন সামাজিক সুখের উল্লেখ করিয়া কেবল একপ্রকার নিজ দোষ ক্ষালনমাত্র করিয়া থাকে।

সম্প্রতি আমি নিরালয়ে বাস করিয়া নিত্য২ অপূর্ব্ব সুখসম্ভোগ করিতেছি। অতএব পূর্ব্বতন বৃথা বৈষয়িক প্রয়াস সকল এখন আর আমার মনে অনুভূতই হইতেছে না। এখন আমার না আছে ধন, না আছে মান, কিছুই নাই। কোন বিষয়ের লিপ্সাও নাই। উদর-পরায়ণ হইলেও যাহাহউক তদ্বিষয়েও আমি নিতান্ত নিস্পৃহ। ফলে আমি কিছুরই মধ্যে নহি, একথা অবলীলাক্রমেই বলিতে পারি। যাহারা নিরবচ্ছিন্ন বৈষয়িক সুখ ভোগের জন্য পরস্পর বিবদমান হয়, আমি তাহাদিগকে জলবুদ্বুদের সহিত তুলনা করিয়া থাকি। বুদ্বুদ সকল তটান্তমিলিত হইবামাত্রই যেমন ভগ্ন হইয়া নষ্ট হয়, তাহারাও তেমনি।

দুঃখের কথা কি কহিব! বিবি-দিলাতুর, মারগ্রেট, প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ হওয়া অবধি আমার এখানকার এত সাধের সুখাবাস এক কালে ভগ্ন হইয়া

গিয়াছে। আমি যখন তখন তাহাদের সঙ্গে এই সকল গাছতলে বসিয়া ভোজনাদি করিতাম। বর্জি-নিয়ার কর্ম্মের মধ্যে কেবল পরের উপকার করাই প্রধান ছিল। সে যদি কখন কোন ফল খাইতে পাইত, তাহা হইলে তাহার বীজটি ভূমিতে রোপণ করিত, এবং কহিত "এই যে বীজটি পুঁতিলাম, ইহা অঙ্কুরিত হইয়া কালক্রমে বৃক্ষরূপে পরিণত এবং ফল কুসুম সমূহে সুশোভিত হইবেক। এবং সেই সকল ফলে কত শত২ পথিকের ও বিহঙ্গগণের মহোপকার হইতে পারিবেক"। এক দিন বর্জিনিয়া একটি সুপক্ক খর্জ্জুর খাইয়া তাহার বীজ ঐ পর্ব্বতের পাদ-ভূমিতে রোপণ করিল, এবং কাল-সহকারে সেই বীজ হইতে একটি বৃক্ষ উৎপন্ন হইল। এখন তাহা প্রচুর ফলে পরিপূর্ণ। বর্জিনিয়ার প্রস্থানের সময় সেই গাছটি ঊর্দ্ধে দুই ফুটের অধিক হয় নাই; কিন্তু এত শীঘ্র তাহার বৃদ্ধি হইয়াছিল যে তিন বৎসর মধ্যে তাহা বিশ ফুট লম্বা হয়। সে সময়ে তাহার গলার কাছে কাঁদি২ ফল। পাল, এক দিন বেড়াইতে২ ঐ স্থানে গিয়া উপস্থিত হইল এবং সেই গাছটি তাদৃশ প্রচুর ফলভরে অবনত দেখিয়া মহা আনন্দিত হইল। এ কিছু বড় আশ্চর্য্য নহে, প্রণয়িনী বর্জিনিয়ার স্বহস্ত-রোপিত বৃক্ষের ফল দেখিলে তাহার আনন্দসাগর অবশ্যই উদ্বেল হইতে পারে; কিন্তু সেই প্রিয়তমার স্বহস্তার্জ্জিত এই বৃক্ষকে তাহার বিরহের সাক্ষীস্বরূপ বোধ হইবামাত্র তখন পালের তাদৃশ হর্ষামৃতে এক-কালে নিরতিশয় বিষাদবিষ উৎপন্ন হইল। যে সকল

বস্তু সর্ব্বদা আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয় তাহা দেখিলে সহসা কালের দ্রুতগতি জানিতে পারা যায় না। তত্তাবৎই আমাদের সঙ্গে২ হ্রাস ও নাশ প্রাপ্ত হয়; কিন্তু যদি সেই সকল বস্তু একবার দেখিয়া পুনর্ব্বার কতিপয় বর্ষের পরে দেখিতে পাই তাহা হইলে কত সময় অতীত হইয়া গিয়াছে, তাহা আমরা বিলক্ষণ রূপেই অবগত হইতে পারি, এবং আমাদের পরমায়ুগত কালের প্রবাহ কত বেগে ও কিপ্রকারে সেই অনন্ত মহাকাল-সাগরে পতিত ও মিলিত হইতে চলিতেছে তাহাও আমাদের বোধগম্য হইতে পারে। সে যাহাহউক, পাল, সেই খর্জ্জুরবৃক্ষটি দর্শন করিবামাত্র, যেমন এক পর্য্যটনকারী ব্যক্তি বহুকালের পর স্বদেশের নিকটে উপস্থিত হইয়া যাহাদিগকে নিতান্ত শিশু ও অক্রুবাণ দেখিয়া গিয়াছিল, তাহাদিগকে তখন সন্তান সন্ততিতে পরিবৃত দেখিলে বিস্মিত হয়, তেমনি এককালে বিস্ময়রসে নিমগ্ন হইল। গাছটী দেখিবামাত্র অমনি তাহার মনে বর্জ্জিনিয়ার প্রস্থানাবধি তৎকাল পর্য্যন্ত যে দীর্ঘকাল অতীত হইয়াছিল তাহা স্মরণ হইল। ইহাতে সে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া এক২ বার মনে করিতে লাগিল "একি উৎপাত হইল! এ গাছটা এখনি কাটিয়া ফেলি, ইহা দেখিলে যে আমার বুক বিদীর্ণ হয়! এইরূপ ভাবিয়া সে কাটিতে উদ্যত হয়২ এমত সময়ে হঠাৎ তাহার মনে হইল, যে এগাছটি প্রিয়তমা বর্জ্জিনিয়ার মত সরল, ইহাতে কিছুমাত্র বক্রভাব নাই। মনে২ এই প্রকার ভাবনা করিয়া সে অমনি তাহাকে প্রেমালিঙ্গন এবং শুনিলে

দুঃখ হয় এমনি প্রেমময় বাক্যে সম্বোধন করিতে লাগিল। তৎকালে সে যে সকল শোক সন্তাপের কথা প্রয়োগ করিতে লাগিল, তচ্ছ্রবণে ব্যক্তিমাত্রেরই প্রাণ ব্যাকুল না হইয়া যায় না। পাল তাহাকে সম্বোধিয়া কহিল "রে প্রিয়পাদপ! এক্ষণে তুমি আত্মীয় পরিবারে পরিবৃত হইয়া এই বনমধ্যে বিরাজমান রহিয়াছ। আমি দৃঢ়বাক্যে কহিতে পারি, তোমাকে দেখিলে আমার মনের যত প্রসাদ এবং তৃপ্তি জন্মে, পৃথিবীর কোন অদ্ভুত বস্তু দর্শনে তাহার শতাংশের একাংশও লব্ধ হইতে পারে না। আহা! প্রকৃতির কি মহীয়সী শক্তি! তাহা একদিকে যেমন করাল কাল-স্বরূপ কর প্রসারণ করিয়া রাজ্যসম্পদ্ পর্য্যন্ত গ্রাস করিতেছে, তেমনি অন্যদিকে আবার সমধিক শ্রীবৃদ্ধি করিয়া সেই ক্ষতিটি পূরণ করিয়া দিতেছে"।

পাল, আমার কুটীরের অঞ্চলে আইলেই আগে সেই খর্জ্জূরগাছের তলে উপস্থিত হইত। এক দিন তাহাকে দেখিলাম, সে যাহার পর নাই শোকে ব্যাকুল হইয়া তথায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহাতে আমি তাহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিলাম। তাহাতে সে যে২ কথায় উত্তর করিল, তাহা শুনিলে কোন ব্যক্তি ধৈর্য্য ধারণ করিতে সমর্থ হয় না।

অনন্তর আমি তাহাকে বিমর্শ হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছি, এমত সময়ে সে আমাকে কহিল "মহাশয়! আর কারণ জিজ্ঞাসেন কি? আমি মনে২ অত্যন্ত অসুখী হইয়াছি। দেখুন দেখি, দুই বৎসর

দুই মাস কাল অতীত হইল, বর্জ্জিনিয়া এস্থান ছাড়া হইয়াছে। সাড়ে আট মাস গত হইল, আমরা তাহার সংবাদ পত্রাদি কিছুই পাইনাই। হয় ত সে প্রভূত ধন পাইয়া আমাকে নির্ধন বলিয়া বিস্মৃত হইয়াছে। মনের কথা বলিতে কি মহাশয়! তাহার নিকট যাইবার জন্য, আমার মন নিতান্ত ব্যাকুল হইতেছে। এবিষয়ে মহাশয় বলেন কি? আমি কি ফ্রান্সদেশে গমন করিব? আমি তথায় গেলে রাজকীয় কিছু কার্য্যকর্ম্ম করিতে পারিব। সুতরাং ক্রমেং আমার পদের উন্নতি ও ধনেরও বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা।' ধন হইলে, বর্জিনিয়ার ঠাকুরাণী দিদি আমার সহিত বর্জ্জিনিয়ার বিবাহ না দিয়া থাকিতে পারিবেন না। ধনগৌরবে যদি আমি তথায় বিশেষ মান সম্ভ্রম পাইতে পারি, তাহা হইলে আমাদের সহিত তাঁহাদের কুটুম্বতা হইবার কোন আপত্তিরই সম্ভাবনা থাকিবেক না"।

বৃদ্ধ।—"ভাল প্রিয়বৎস! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি না আমার নিকট যখন তখন বলিতে. তুমি বড়লোকের ও প্রধান বংশের সন্তান নহ।"

পাল।—হাঁ! আমার মা এমনি কথা বলিয়াথাকেন বটে, কিন্তু আপনি যদি জিজ্ঞাসিলেন, তবে যথার্থ কথা বলিতে কি, আমি সদ্বংশজাত কাহাকে বলে, তাহা আজি পর্য্যন্তও ভালরূপে জানি না। আর আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে আমি কখন সদ্বংশ বা অসদ্বংশ বিষয়ে কোন বিবেচনাও করিয়া দেখি নাই, কেবল মাতার প্রমুখাৎ শুনিতাম এই মাত্র।

বৃদ্ধ।—"পাল! তুমি বলিতেছ বটে, কিন্তু আমি বিলক্ষণ জানিতে পারিতেছি যে, ফ্রান্সদেশে যেরূপ ঘরং গলিং প্রচুর ঐশ্বর্য্যশালী ও মহামহিমা সম্পন্ন ব্যক্তি সকল আছেন, তাহাদিগের কাছে তোমাকে অতি হীনভাবেই থাকিতে হইবেক। হয় ত বড়ং লোকের নিকট যাইবার জন্য তোমার পথ পাওয়াই ভার হইবেক"।

পাল।—"মহাশয়! এ যে আপনার মুখে এক নূতন কথা শুনিলাম! আপনিই ত আমার কাছে সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন যে ফ্রান্সদেশের একটা মহা সম্ভ্রম এই, যে তথাকার অতি দীন হীন প্রজারাও প্রভূত ধনের ঈশ্বর হইয়া উঠিয়াছে! বিশেষতঃ আপনি আমাকে, যাহারা হীনাবস্থায় থেকে স্বীয়দেশে এত উন্নতি পাইয়াছেন, তাহাদের কথাই সর্ব্বদা লওয়াইয়া থাকেন। তবে এখন প্রকারান্তর কহিয়া আমাকে প্রতারিত করিতেছেন কেন?"।

বৃদ্ধ।—"বাপু! আমি তোমাকে প্রতারণা করি নাই। পূর্ব্বে তথায় যাহা যে অবস্থায় ছিল এবং এখন যেং রূপে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার বিষয় আমি তোমাকে যথার্থই কহিয়া অবগত করিয়াছি। এক্ষণে ফ্রান্সের কোন ব্যক্তি আপন২ স্বার্থছাড়া চলে না। সম্প্রতি সেখানকার সভ্যেরা রাজাকে বেষ্টন করিয়া স্বেচ্ছানুসারেই সকলের শাসনাদি কার্য্য করিয়া থাকেন। তথাকার রাজা যেন ঠিক সূর্য্যদেব, এবং তোষামোদকারী অমাত্যেরা অবিকল ঘনঘটা স্বরূপ। যেমন চতুর্দ্দিক্ হইতে ঘনঘটা ঘেরিয়া

আসিয়া সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করে, তেমনি সেই সভ্যেরা রাজাকে ঘেরিয়া আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। তাহারা এখন তাঁহাকে কিছুমাত্র প্রভা প্রকাশ করিতে দিতেছে না। তুমি যদি রাজার নিকট যাইতে চাহ, তবে হয় ত তোমার কথা তাঁহার শ্রবণপথেও প্রবিষ্ট হইবেক না। পূর্ব্বে যখন রাজকার্য্য পরিচালনা বড় মিশ্রিতরূপ না ছিল, তখন আমরা ভূয়োভূয়ঃ শুনিতে পাইতাম, যে তথাকার প্রজাগণের বিশেষ গুণ ও পৌরুষ প্রকাশিত হইলেই তাহারা উৎসাহিত ও উপক্বত হইত। তৎকালে বড়২ রাজারাও তেমন উপযুক্ত লোককে মনোনীত করিয়া রাজকার্য্যে সর্ব্বেসর্ব্বা করিতেন না। বস্তুতঃ মহামহিম ভূপাল-বর্গেই এইরূপ ব্যবহার করিতেন। অন্যান্যেরা আপনাদের সভাসদ্‌গণ এবং প্রিয়পাত্র পাত্রবর্গ যাহাদিগকে মনোনীত করিতেন তাহাদিগের প্রতিই যথোচিত সহায়তা করিতে ত্রুটি করিতেন না, এইমাত্র”।

পাল।—“মহাশয়! এ বিষয়ে এমন হইলেও ত হইতে পারে, যে তথায় গেলে পর এমত এক জন সভ্যের সহিত আমার আলাপ পরিচয় হয়, যে তাহাতে তিনি আমাকে বিশিষ্টরূপে প্রতিপালন ও উত্তরোত্তর মহোন্নতিশালী করিয়া তুলিতে পারেন”।

বৃদ্ধ।—“হাঁ! যাহা বলিতেছ, তাহা হইতে পারে বটে, কিন্তু বড় মানুষের অনুগ্রহ চাহিতে গেলে তোমাকে অনবরত তাঁহাদের তোষামোদকতাই করিতে হইবেক, এবং তাঁহারা যেটা যখন ধরিবেন তোমাকে তাহাতেই সম্মতি দিয়া চলিতে হইবেক।

পরন্তু তুমি তাহা পারিয়া উঠিবে না। তুমি সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান নও বটে, কিন্তু জন্মাবধি তোমার সত্য বই কখন মিথ্যা শিক্ষা হয় নাই”।

পাল।—“ইহা একটা কঠিন কি! আমি ইহা পারিবই না কেন? যেং কর্ম্মে বড় সাহস প্রকাশের আবশ্যকতা আছে, তত্তাবৎ কর্ম্ম আমি অবলীলাক্রমে সমাধা করিব। মুখে একবার যাহা কহিব তাহা প্রাণান্তেও অন্যথা করিব না। আমার হাতে যে কর্ম্মের ভার অর্পিত হইবেক, তাহা উপযুক্ত সময়ে সমাধা করিতে কিছুমাত্র আলস্য করিব না। লোকের সহিত বন্ধুত্ব করিতে সর্ব্বপ্রযত্নে চেষ্টিত হইব। যদি কাহারো প্রতি কখন কোন সহায়তা বা অনুগ্রহ করিবার আবশ্যক হয়, সাধ্যানুসারে আমি তাহা বিতরণ করিতেও যত্নের ত্রুটি করিব না। এমনং উপায় সকলই অবলম্বন করিতে হয়, ইহা ত আপনি আমাকে প্রাচীন ইতিহাসে পাঠ করাইয়াছেন”।

বৃদ্ধ।—“হাঁং, সে কথা সকল সত্য বটে বাপু! গ্রীস্ ও রোমদেশের লোকেরা পতনাবস্থাতেও ধর্ম্মে আস্থা করিতে ক্ষণমাত্র অবহেলা করে নাই। কিন্তু বাছা! আমি এই বয়সে অনেকং প্রকার জাতীয় মানুষ দেখিয়াছি, পৃথিবীতে তাহাদের বিদ্যা ও ধর্ম্মজ্ঞান সাধারণ নহে, তাহাও বিলক্ষণ জানি, তথাপি তাহারা আজি পর্য্যন্ত বড় লোক হইতে কখন কোন সাহায্য পায় নাই, কেবল রাজাদিগের দ্বারাই সম্মান প্রাপ্ত হইতেছেন এইমাত্র। আমি ত তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি, যে প্রথমাবস্থায় ধর্ম্মপথে থাকিয়াই

ফরাসীদের মহীয়সী উন্নতি হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণকার কালে তাহাদের মান সম্ভ্রম কেবল টাকায়”।

পাল।—“মহাশয়! যদি আমি সেখানে কোন বড় লোকের সহায়তা পাইতে না পারি, তাহা হইলে আমি যে সকল মানুষের ভাব এবং রীতি নীতি আমার সঙ্গে মিলিবেক এমত সকল মানুষের অনুগ্রহ পাইতে চেষ্টা করিব। তাহা হইলে ত আমার তাহা পাইতে আর ব্যাঘাত হইবেক না?”।

বৃদ্ধ।—“তবে কি তুমি এত দিনের পর, সামান্য লোকে যেমন করে তেমনি ভক্তবিটলামি কাচ কাচিতে চাহ?। তুচ্ছ ধনের জন্য কি তুমি মহানিধিস্বরূপ সুখ সম্ভোগে এককালে জলাঞ্জলি দিতে বাসনা কর”?।

পাল।—“আমি কখন তাহা করিতে চাহি না। সত্য পথে চলিতে আমি কদাচ ভুলিব না”।

বৃদ্ধ।—“বাপু হে! এখন পথে আইস, তাহাইত আমি বলিলাম, যে তোষামোদকতা ও প্রশংসাদ্বারা তাহাদের মন যোগাইতে না পারিলে তাহারা তোমাকে ঘৃণা করিবেক। সে দেশের লোক সকল এক ভাবাক্রান্ত। তাহাদের যেমন মানলিপ্সা তেমনি অহঙ্কার, তাহাদের ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি কিছুমাত্রও নাই”।

পাল।—“আমি এখন যে প্রকার অসুখী, তাহাতে আমি সকল বিষয়েই পরাভূত আছি। পরন্তু ফল কথা বলি, আমি বর্জ্জিনিয়া হইতে দূরে থাকিয়া আর অনবরত পরিশ্রমের দ্বারা এ দুঃখের দিন কাটাইতে পারিব না”। (এই কথা বলিয়া সে এক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল।)

বৃদ্ধ।—"বৎস! যে বিশ্বপতি এই বিশ্বরাজ্য পালন করিতেছেন, তিনিই তোমার সহায় হইবেন, তিনিই তোমার মনোরথ পূর্ণ করিবেন। যদি তুমি বড় লোকের তোষামোদকতা না করিয়া সাধারণের হিত করিতে যত্ন কর, তিনি তাহাই সফল করিবেন। পৃথিবীতে কি পুরুষ, কি স্ত্রী, কি রাজা, কি প্রজা, সকলেই বিশেষহ রিপুর পরতন্ত্র এবং একান্তভ্রান্ত ও মোহান্ধ। তাহাদের সেই প্রজ্বলিত হুতাশন তুল্য রিপুমুখে আমরা সর্ব্বদাই আহুতিস্বরূপে নিপতিত হইতেছি, তথাপি যাহাতে আমাদিগকে সত্য ও সদাচারেব পথ হইতে ভ্রষ্ট হইতে না হয়, তাহা আমাদের সর্ব্বপ্রযত্নেই কর্ত্তব্য। তবে তুমি কি নিমিত্ত মনুষ্যগণমধ্যে প্রধান ও সুপ্রসিদ্ধ হইতে চাহ তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আর এ বাসনা যে মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ তাহাও বলিতে পারি না। যদি ইহা স্বাভাবিক হইত তাহা হইলে প্রধান মনুষ্যমাত্রেই এইরূপ হইতে চাহিতেন। সুতরাং সর্ব্বদাই আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবগণের সহিত বিবাদ বিসম্বাদ না করিয়া আমাদিগের কদাচ নিরুদ্বেগে কালহরণ করা হইত না। পরমেশ্বর আমার মত এই যে তোমাকে যে অবস্থায় রাখিয়াছেন তাহাতেই তুমি সন্তুষ্ট থাক। আর তিনি যে তোমাকে ধনীদিগের নিকট কিছু যাচ্ঞা করিতে গিয়া তাঁহাদের বিকট মুখ অবলোকন করান নাই এবং তোমাকে বড় দুঃখীদিগের নিকটেও কিছু প্রার্থনা করিতে প্রবর্ত্ত করেন নাই, তাহাতেই তুমি তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতে থাক। বাছারে! তুমি যে দেশে বাস করিতেছ, তথায়

প্রতারণা ও তোষামোদকতা ব্যতিরেকেও অনায়াসে দিন নির্ব্বাহ করিতে পার। কিন্তু ইউরোপের প্রায় অধিকাংশ লোকই এইরূপ তোষামোদ দ্বারা কাল যাপন করে। পরমেশ্বর তোমাকে যে অবস্থায় রাখিয়াছেন, তাহাতে যে তোমাকে ধর্ম্মপথভ্রষ্ট হইতে হয় এমন নয়। তুমি এ স্থানে থাকিয়া অকপটভাবে অনায়াসে দিনপাত করিতে পার, সত্য-ধর্ম্ম সুচারুরূপে রক্ষা করিতে পার। অধিকন্তু এ স্থানে থাকাতে তোমাকে ধৈর্য্যের মর্য্যাদা অতিক্রম করিতে হয় না, বিশেষতঃ তোমার সাধুতাও রক্ষা পায়, আর তুমি সকলের অনুগ্রহভাজনও হইতে পার। এবং অহরহঃ যাহার পর নাই অমূল্য নিধি স্বরূপ ধর্ম্ম তোমাকর্ত্তৃক উপার্জ্জিত হইতে পারে। আর এ সমস্ত ব্যাপার সুচারুরূপে সমাহিত হইলে তোমার নির্ম্মল জ্ঞান ও বিচক্ষণতাও লোকের বোধগম্য হইবে। একবার স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখ দেখি, এই উপদ্বীপে পরমেশ্বর আমাদিগকে কত সুখসাধন পদার্থ দিয়া সুখী ও সুস্থ করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে স্বাধীনতায় রাখিয়াছেন, আমাদের শরীরে প্রার্থনীয় স্বাস্থ্য প্রদান করিয়াছেন, চিত্তে বুদ্ধিবৃত্তি দিয়াছেন, এবং অকপটহৃদয় মিত্র সকলও বিতরণ করিয়াছেন। আমাদের কিছুরি অভাব নাই। তুমি ব্যাকুল হইয়া যে সকল রাজার অনুগ্রহ ও সহায়তা লাভ করিতে বাসনা করিতেছ আমার মতে তাঁহারা কদাচ আমাদের মত সুখী নহেন"।

পাল।—"মহাশয়! আমার আর কিছুতেই প্রয়ো-

জন নাই, আমি কেবল বর্জ্জিনিয়াকেই চাহি। বর্জ্জিনিয়া নহিলে আমার সুখ সচ্ছন্দ সকলি বৃথা, ফল কথা সে থাকিলেই আমার সকল সুখ। সেই আমার কুল, সেই আমার মান, সেই আমার ধন। যদি বর্জ্জিনিয়ার ঠাকুরাণী দিদি কোন লব্ধনামা সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি নহিলে তাহার বিবাহ না দেওয়া স্থির করেন, এবং প্রসিদ্ধ হইবার নিমিত্ত যদি বিশিষ্ট বিদ্বান্ হইবার আবশ্যক হয়, তাহাহইলে আমি বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইব। তখন বিজ্ঞানশাস্ত্র শিক্ষা করিব, এবং সেই বিদ্যা প্রভাবে স্বীয় দেশের যার পর নাই উপকার করিতে সমর্থ হইব। স্বয়ং কথনই কাহারো গলগ্রহ হইব না। সুতরাং যাবজ্জীবন স্বাধীনতায় থাকিব। জনসমাজে মহীয়সী সুখ্যাতি লাভ করিব। তখন আর মান সম্ভ্রম কাহাকেও করিয়া দিতে হইবেক না। সে সকল কাজে২ আপনা আপনিই হইবেক"।

বৃদ্ধ।—"বৎস! গুণ হইলেই সকল হয় এ কথা সত্য বটে, কিন্তু মনোমহত্ত্ব গুণ সর্ব্বত্র হইতে পারে না। এবং যাহাদের তাহা আছে তাহারাও সর্ব্বদা সুখী নহে। কেননা তাহাদের উপরি সকল লোকেই ঈর্ষা ও দ্বেষ করে। তুমি বলিতেছ যে তোমার মানুষের উপকার করাই প্রধান উদ্দেশ্য, এ কথা বড় ভাল, কিন্তু আমার মত এই যে, এই পৃথিবীতে যে ব্যক্তি একটি সস্য উৎপাদন করে তাহার বড়২ গ্রন্থকার অপেক্ষাও বস্তুতঃ অধিক উপকার করা সিদ্ধ হয়"।

পাল।—"তবে বুঝি আমাদের বর্জ্জিনিয়া এই জন্য এখানে এ খেজুর গাছটি পুঁতিয়া বনবাসীদিগের উপ-

কার করিয়া গিয়াছে ? সত্য বটে, মহাশয়! সাধারণের উপকারার্থে কোন লেখা পড়ার আলোচনার স্থান করিয়া দিলে কিছু এত হইত না"। (এই কথা বলিতেং তদ্গতভাবে পালের আনন্দসাগর একেবারে উথলিয়া উঠিল, এবং তখনি অমনি সেই খেজুর বৃক্ষে প্রেমালিঙ্গন করিতে আর ক্ষণমাত্র কালব্যাজ করিল না)।

বৃদ্ধ।—মনুষ্যের পক্ষে যে কোন পুস্তকই উপকারক নহে, এ কথা কহা কিছু আমার মনোগত অভিপ্রায় নহে। কারণ কতকগুলি পুস্তক এমন আছে যে তাহা মনুষ্যের পক্ষে প্রকৃত ধনের নিদানস্বরূপ যে সকল গ্রন্থ ক্লিষ্ট ব্যক্তিকে সৎপথ প্রদর্শন করায়, বিপন্ন ও ব্যাকুলকে সান্ত্বনা করে এবং অযথাকারী দুরাত্মা রাজার অবিচারকে বাধা দিতে সাহস প্রদান করে, এমন সমস্ত শাস্ত্রই আমাদের কল্যাণকর। যাহারা সেই সকল শাস্ত্রের প্রণেতা তাঁহারা ধন মান উভয়ের আশাতে বিবর্জিত। ফলে যাবৎ তাঁহারা জীবদ্দশায় থাকেন তাবৎ তাঁহাদের মানসম্ভ্রম কিছুই হয় না, কিন্তু তাঁহাদের মরণের পর লোকেরা যখন তত্তৎপ্রণীত শাস্ত্রের গূঢ় মর্ম্ম অবগত হইয়া বিশিষ্টফলভাগী হইতে থাকে, তখন সেই সকল গ্রন্থকার যে কত বড় লোক তাহা বিশ্ববিদিত হইয়া উঠে। তাঁহারা জীবদ্দশায় রাজসন্নিধানে ও সভাসমাজে সমাদর পান না বলিয়া ক্ষণেকের জন্যেও মনঃক্ষুণ্ণ হন না। কেননা তাঁহারা মনেং বিলক্ষণ জানিতে পারেন যে আমাদের প্রণীত গ্রন্থ সকল কালান্তরে লোকের সাতিশয় উপকারক হইবে। সুতরাং তাদৃশ জ্ঞানেতেই তাঁহারা সর্ব্বদা

সুখী থাকেন, অপর সুখের আর স্পৃহামাত্রই থাকে না”।

পাল।—“মহাশয়! আমার আর কোন গৌরবের তাৎপর্য্য নাই, কেবল বর্জ্জিনিয়াকে গৌরব করা ও তাহাকে সর্ব্বসাধারণের প্রিয়পাত্র করাই আমার প্রধান গৌরব। আপনিত অতি বিজ্ঞ বটেন, সকলি জানেন এবং বুঝিতেও পারেন, ভাল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনি কিছু ভবিষ্যৎ কথা বলিতে পারেন? যদি এমন হয়, তবে বলুন না কেন, পরে আমাদের বিবাহ হইবেক কি না? ভবিষ্যতের জ্ঞান ব্যতীত আমার আর কোন জ্ঞান লাভের আবশ্যক নাই”।

বৃদ্ধ।—“বৎস! তুমি অবোধ বালক! যদি কেহ ভাবি কথা অগ্রে জানিতে পারিত, তাহা হইলে কি কেহ বাঁচিতে সমর্থ হইত? সর্ব্বদা ভাবিবিপজ্জাল নেত্র-পথেই বিস্তীর্ণ থাকিত, এবং তাহাতে যাবজ্জীবনের মত আমাদিগকে অসুখী করিয়া রাখিত। মনোমধ্যে সতত চিন্তা ও দুঃখ উদ্ভূত হইলে জীবনের সমুদায় দিনই বিষমিশ্রিতের ন্যায় সাজ্যাতিক বোধ করাইত। ফলে করুণাময় জগদীশ্বর যে আমাদিগকে ভবিষ্যৎ জ্ঞান প্রদান করেন নাই তাহার প্রধান কারণ এই”।

পাল।—“মহাশয়! আপনি তবে আর এক কথা বলুন, ইউরোপে মান সম্ভ্রম ও উচ্চপদ পাইবার জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করা আবশ্যক কি না? যদি তাহা আবশ্যক হয়, তবে আমি না হয় আগে কিছু টাকা উপার্জ্জন করিবার জন্য বাঙ্গালায় যাই, পরে তখন

ফ্রান্সে যাইব এবং তথায় গিয়া বর্জ্জিনিয়ার পাণিগ্রহণ করিব। ফল কথা এই যে, জাহাজ আরোহণে আর বিলম্ব করা ভাল দেখায় না"।

বৃদ্ধ।—"তবে কি তুমি তোমার জননী মারগ্রেট ও বিবি দিলাতূরকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে চাহ"?।

পাল।—"কেন? আপনি ত যখন তখন আমাকে ভারতবর্ষে যাইবার জন্য পরামর্শ দিয়া থাকিতেন"?।

বৃদ্ধ।—"হাঁ, আমি তোমাকে যাইতে কহিতাম বটে, কিন্তু তখনকার এক কথা স্বতন্ত্র ছিল। তখন বর্জ্জিনিয়া এখানে ছিল, এখন ত সে এখানে নাই, কেবল তুমিই এখন মারগ্রেট ও বিবি দিলাতূরের অন্ধের যষ্টির ন্যায় অবলম্বন স্বরূপ রহিয়াছ"।

পাল।—"কেন মহাশয়! ভাবনা কি? বর্জ্জিনিয়া ত এখন ধনবতীর আশ্রয় পাইয়াছে। সে এখন তাঁহার নিকট হইতে অনায়াসে কিঞ্চিৎ লইয়া মাতাদিগকে সাহায্য করিতে পারিবে"।

বৃদ্ধ।—"পাল! তুমি যে বৃদ্ধা ধনবতীর কথা কহিলে, তাহার পোষ্য কেবল বিবি দিলাতূর নহে, তদ্ব্যতীত আর অনেককেই তাহাকে ভরণ পোষণ করিতে হয়। ঐ সকল ব্যক্তি, খাইতে পরিতে দেয় এমন কোন ব্যক্তি নাই বলিয়াই অন্ন-বস্ত্রের নিমিত্ত তাহার নিকট আপনাদের স্বাধীনতা পর্য্যন্ত হারাইয়া বসিয়াছে। তন্মধ্যে কেহ২ কোন নিভৃত স্থানে, কেহবা কোন সন্ন্যাসীর মঠে থাকিয়া কালহরণ করিতেছে"।

পাল।—"আ। মর! ইউরোপ তবে কেমন ধারা

দেশ? আমার ইচ্ছা হইতেছে বর্জ্জিনিয়া তথা হইতে এখনই ফিরিয়া আসুক। আর মিছামিছি সেখানে ধনিকুটুম্বের সাহায্য প্রত্যাশায় রহিয়াছে কেন? আহা! সে এখানকার দীনহীন কুটীরে থাকিলে কি পর্য্যন্ত সুখ ভোগ করিতে না পারিত! আহা! যখন সে রাঙ্গা একখানি কাপড় পরিয়া রাঙ্গাফুলের মালা মাথায় দিয়া সুসজ্জিত হইত, তখন তাহাকে কি অপ-রূপ দেখাইত না? আইস বর্জিনিয়া! তুমি এখনই ফিরিয়া ঘরে আইস। তোমার আর অট্টালিকায় থাকায় কাজ নাই, তোমার আর পরের ধনে অধিকা-রিণী হইবার প্রয়োজন নাই। আইস, তুমি এখন এই পর্ব্বতময় স্থানে আইস। এই স্থানস্থ বনের ও আমাদের নারিকেল গাছের স্নিগ্ধ সুশীতল ছায়ায় আসিয়া বিশ্রাম কর। হায়২! হয় ত তুমিও এখন আমার মত মনে২ কতই ক্লেশ পাইতেছ"। (এই সকল কথা কহিতে২ পাল নয়নজলে অমনি অভিষিক্ত হইতে লাগিল।) অনন্তর সে আমাকে কহিল, মান্যবর মহাশয়! বিনয় করিয়া ও গলবদ্ধ-বস্ত্র হইয়া বলিতেছি আপনি আমাকে কিছু গোপন করিবেন না। আপনি যেন আমার ভাগ্যে বর্জিনিয়ার সহিত মিলনের কথা-টিই বলিতে পারিলেন না। ভাল, তাহাঘটিত আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহাই অন্ততঃ বলিতে আজ্ঞা হউক। বর্জিনিয়ার কি এখন আমার উপরি পূর্ব্বের মত স্নেহভাব আছে? বোধ করি সে এখন আমাকে ভুলিয়া গিয়া থাকিবেক। কেন না তাহার এখন সে দিন নাই, তাহার চারিদিকেই বড়২ লোকেরা

থাকে, ঐ সকল লোক রাজার সঙ্গে কথা কহিয়া আসিয়াই তাহার সহিত কথোপকথন করে। সুতরাং আমাকে মনে থাকিবার সম্ভাবনাই দেখিতে পাইনা।

বৃদ্ধ।—"হাঁ! আমি এ কথা বরং দৃঢ়বাক্যে কহিতে পারি যে বর্জ্জিনিয়া তোমাকে এখন মনের সহিত ভালবাসে। সে যে তোমাকে ভালবাসে তাহার অনেক কারণ দেখা যাইতেছে। আদৌ তাহার ধর্ম্মেতে যৎপরোনাস্তি আস্থা দৃষ্ট আছে এবং জন্মাবচ্ছিন্নে প্রতারণা কাহাকে বলে তাহা তাহার স্বপ্নেও শিক্ষা হয় নাই"। (পাল আমার মুখ হইতে এই কথা শুনিয়া বাহুলতায় আমার গ্রীবা আলিঙ্গন করিল।)

পাল।—"মহাশয়! আপনি কি ইউরোপীয় নারীগণকে মিথ্যাবাদী ও প্রতারক বোধ করেন? যে সকল কাব্য নাটকাদিতে তাহাদের বর্ণনা দেখিতে পাই, তাহাই কি তাহাদের অবিকল চরিত্র?"।

বৃদ্ধ।—"বাপু! ইহাও জাননা, যে দেশে পুরুষেরা দুরাত্মা হয়, সেখানকার স্ত্রীলোকেরা প্রতারণা করিতে অবশ্যই শিক্ষা করে। দুরাত্মাদিগের হাত এড়াইবার জন্য ধূর্ত্ততা ও চাতুরী না করিলে, লোকে কদাচ তিষ্ঠিতে পারে না"।

পাল।—"কি বলিলেন মহাশয়!, কি বলিলেন? সেখানকার পুরুষেরা কি স্ত্রীলোকদের উপরি দৌরাত্ম্য প্রকাশ করিয়া থাকে?"।

বৃদ্ধ।—হাঁ বাপু! তাহার কারণ শ্রবণ কর, "সেখানকার পুরুষেরা যখন পাণিগ্রহণ করেন, তখন সেই

নারীর সম্মতি গ্রহণ করেন না। তাহাতেই এই প্রকার বিশৃঙ্খলভাব ঘটিয়া উঠে যে, যুবতী নারী বৃদ্ধের গলগ্রহ হইয়া পড়ে এবং বুদ্ধিমতী ও বিচক্ষণা রমণীও একজন হতভাগা অপব্যয়ীর হস্তে পতিত হয়”।

পাল।—“মহাশয়! তবে কেন তাহারা এমত বিপরীত বিবাহ করিয়া সাধুসমাজে হাস্যাস্পদ হয়? যুবকে যুবতী, বৃদ্ধে বৃদ্ধা, এমনরূপ সমযোগ্য বিবাহ হয় না, ইহারই বা কারণ কি?”।

বৃদ্ধ।—ইহার কারণ এই “ফরাসী জাতীয়েরা অনেকেই যৌবনকালে এমন সঙ্গতিপন্ন হয় না যে, তাহারা বিবাহ করিয়া স্ত্রী পুত্র প্রতিপালন করে। সুতরাং বহুকাল পর্য্যন্ত ধনোপার্জ্জনে নিযুক্ত থাকিয়া, পরে বিবাহ করিয়া সংসার-ধর্ম্ম করিতে উদ্যত হয়, কিন্তু সে সময়ে তাহাদের বৃদ্ধাবস্থা উপস্থিত হয়, সুতরাং তাহাদের সেই বিবাহ সুখকর হয় না”।

পাল।—“ভাল, মহাশয়! বিবাহের পূর্ব্বে তাহাদের ধনোপার্জ্জন করিতেই এত আবশ্যক হয় কেন?”।

বৃদ্ধ।—“তাহারা ধনাবলম্বনে পরিণামে আলস্যে কালযাপন করিবে বলিয়াই পূর্ব্বে তাহা সংগ্রহ করে”।

পাল।—“মহাশয়! তাহারা কি নিষ্কর্ম্মা হইয়া আলস্যে অবশিষ্ট জীবন-কাল যাপন করিতে চাহে? আমি দৃঢ়বাক্যে কহিতে পারি, যদি আমি তদ্দেশীয় হইতাম তাহা হইলে নিষ্কর্ম্মা হইয়া কদাচ থাকিতাম না”।

বৃদ্ধ।—বাপু! বলিলে বটে, কিন্তু ইউরোপের লোকেরা বিবেচনা করে যে, স্বহস্তে কর্ম্ম কার্য্য করা

নীচলোকের কর্ম্ম। ফলে তথাকার কৃষকলোক কারিকর হইতেও নীচতর বলিয়া পরিগণিত”।

পাল।—“হায়! এমন কথা ত কখন শুনি নাই! মানুষের পক্ষে যেটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তাহাই ইউরোপে ঘৃণিত বলিয়া গণ্য”!।

বৃদ্ধ।—“বৎস! তুমি পল্লীগ্রামে অবস্থিতি কর। নগরে থাকিলে কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা তুমি কিছুই অবগত নহ”।

পাল।—“মহাশয়! তবে কি নগরবাসী বড়মানুষেরাই সুখী! কেননা তাহারা ধনব্যয়ে যাহা যখন ভোগ করিতে চাহে তাহা তখন ভোগ করিয়া সুখী হইতে পারে”।

বৃদ্ধ।—না, না, তাঁহারা কখন সুখী নহেন, কারণ তাঁহারা বিনাপরিশ্রমে বিশিষ্ট প্রকার সুখসম্ভোগ করিতে পান, সুতরাং তাহা সুখ বলিয়াই গণ্য হইতে পারে না। পরিশ্রমের পর বিশ্রাম করণের সুখ যে কি পর্য্যন্ত সুমধুর তাহা তুমি বিলক্ষণরূপই অবগত আছ, তাহা আর সবিশেষ বলিবার আবশ্যক নাই। যেমন পরিশ্রমের পর বিশ্রাম সুখকর, তেমনি ক্ষুধা হইলে অন্ন, ও পিপাসা পাইলে জলও সুখজনক বোধ করিও। বড়মানুষদিগের কতকগুলা ধনই আছে এইমাত্র; ধনদ্বারা তাঁহারা যখন যাহা ইচ্ছা করেন, তাহা তখনই অক্লেশে সাধন করিতে পারেন, কিন্তু এ সকল প্রকৃত সুখ তাঁহাদের ধন দ্বারা লব্ধ হইবার বিষয় কি?। ধনাঢ্য লোকদিগের ধনদ্বারা দিবারাত্র নানাবিধ সুখভোগ করিতে২ পরিতৃপ্তির আর

ইয়ত্তা থাকে না। বিশেষতঃ তাহাতে তাঁহাদের অহঙ্কারেরও উৎপত্তি হয়। ইহার মধ্যে যদি তাঁহারা দৈবাৎ কখন কিছু কষ্টের মুখ দেখিতে পান, তাহা হইলে তাঁহাদের সকল বিষয়ের সুখে এককালে জলাঞ্জলি পড়ে। সুরভি কুসুমের সৌগন্ধ্য কিছু অনেকক্ষণ স্মরণ থাকে না, কিন্তু তাহার মধ্যগত সূক্ষ্ম কন্টকের অগ্রভাগ যদি অঙ্গের কোন স্থানে বিদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহার যাতনা ক্ষণকাল মধ্যে বিস্মৃত হওয়া অতি সুকঠিন হইয়া পড়ে। এইরূপ বড়মানুষদিগের নিয়ত সুখসম্ভোগের মধ্যে কিঞ্চিৎ অসচ্ছন্দ হইলে তাহা সৌরভময় কুসুমের গর্ভগত কন্টকের ন্যায় বোধ হয়। কিন্তু দুঃখিলোকের পক্ষে এ সমস্তই বিপরীত। তাহারা সৌভাগ্যের মুখ প্রায়ই দেখিতে পায় না, সতত কেবল কষ্টেতেই কালহরণ করিয়া থাকে। যদি দৈবাৎ সেই ক্লেশের মধ্যে কখন কোন সৌভাগ্যের উদয় হয় তাহা হইলে তাহা অতিরিক্ত প্রতীতি করায়। ফলে তাহাদের সে সুখ ধনীদিগের সুখ হইতে অধিকতর হয় সন্দেহ নাই। আমি তোমার নিকট বড়মানুষ ও দুঃখিলোকের অবস্থার কথা ব্যক্ত করিয়া কহিলাম, এক্ষণে তুমি বিবেচনা কর এ উভয়ের মধ্যে কোন্‌টা ভাল বোধ হয়। বড়মানুষেরা সততই আপ্তকাম অর্থাৎ পৃথিবীস্থ সমস্ত ভোগ্যবস্তুই তাহাদের হস্তগত থাকে। সুতরাং আর কোন প্রাপ্তির আশা থাকে না, কিন্তু হানির ভয় তাহাদের মনে সর্ব্বদাই জাগরূক থাকে। দরিদ্র লোকদিগের মনে প্রাপ্তির আশা বিলক্ষণ থাকে বটে, কিন্তু তাহাদের হানির ভয়

কিছুমাত্রই থাকে না। এক্ষণে এই উভয়ের মধ্যে তুমি কোন্ অবস্থা অবলম্বন-যোগ্য বলিয়া বোধ কর বল দেখি। ইহাতে যদি আমার মত জানিতে চাহ, তবে আমি এই উভয় অবস্থাকেই তুল্যরূপ আপদের কারণ বলিয়া গণনা করি। কেননা অতিশয় দারিদ্র্য ও প্রচুর ঐশ্বর্য্য উভয়ই সমান দুঃখকর, কেবল মধ্যম অবস্থা ও ধর্ম্মানুষ্ঠান এই উভয় যথার্থ সুখের প্রতি কারণ"।

পাল।—"মহাশয়; তবে আপনি ধর্ম্ম কাহাকে বলেন? তাহা যে বুঝিতে পারিলাম না"।

বৃদ্ধ।—"বাছা! তোমাকে আর ধর্ম্মের বিশেষ লক্ষণ বলিবার আবশ্যক রাখে না, সম্প্রতি একটা স্থূল কথা বলি শুন। যাহারা কায়ক্লেশে আপনাদের পিতামাতার ভরণপোষণ সমাধান করিয়া থাকে তাহাদিগকেই ধার্ম্মিক বলা যায়। বস্তুতঃ জগৎপতির সন্তোষের উদ্দেশে আমরা পরোপকারের জন্য যে চেষ্টা করিয়া থাকি তাহার নাম ধর্ম্ম"।

পাল।—"উঃ! বর্জিনিয়াকে তবে ত বড়ই ধর্ম্মিষ্ঠা বলিতে হইবেক! কেবল পরের উপকার করিবেক বলিয়াই তাহার এখন ধনের অভিলাষ হইয়াছে। ধর্ম্মের জন্যেই তাহাকে দেশান্তরে যাইতে হইয়াছে, এবং ধর্ম্মের অনুরোধেই তাহাকে এখানে ফিরিয়া আসিতে হইবেক। এইরূপে বর্জিনিয়ার প্রত্যাগমনের কথা পালের মনে হইবামাত্র তাহার মুখশ্রী এককালে প্রসন্ন হইয়া উঠিল, এবং মন হইতে সকল অসচ্ছন্দ এককালে দূর হইয়া গেল। সে তখন মনে করিল বর্জিনিয়া

যখন এত দিন পর্য্যন্ত কোন সংবাদ পাঠায় নাই, তখন বোধ হয় সে অতি শীঘ্রই এখানে আসিতে পারে। হয় ত বাতাসের সুবিধা পাইলেই একখানা ফরাসী জাহাজ এখানে আসিয়া উপস্থিত হইবেক।

এইরূপ কল্পনার পর পাল, যে সকল জাহাজ ফ্রান্স হইতে আসিতে তিন মাসের অধিক কাল লাগে নাই, মনে২ সেই সমস্ত গণনা করিতে লাগিল। মনে করিল মরীচি উপদ্বীপ হইতে ফ্রান্সদেশ পৌনেসাত হাজার ক্রোশ অন্তর যথার্থ বটে, কিন্তু ভাল২ জাহাজ দুই মাসের মধ্যেও আসিতে পারে। আমাদের বর্জ্জিনিয়া যে জাহাজে উঠিয়াছে তাহা আসিয়া পঁহুছিতে দুইমাসের অধিক লাগিবে না। ভাল২ জাহাজ সকল প্রায় এইরূপ দ্রুতগামীই হইয়া থাকে। আর যাহারা এমন সকল জাহাজ নির্ম্মাণ করে সেই কারিকরদিগেরও শিল্পনিপুণতা প্রশংসনীয় বলিতে হইবেক। বিশেষতঃ তেমন২ জাহাজের কর্ণধার প্রভৃতি পোতবাহকেরাও যাহার পর নাই কাজের লোক। মনে২ এই সকল কল্পনা করিয়া, বর্জ্জিনিয়া এখানে আইলে পর সে যে প্রণালীতে কাজকর্ম্ম করিবে ও যে প্রকারে এখানে নূতন ঘর দ্বার নির্ম্মাণ করিবে, এবং যেরূপে বর্জ্জিনিয়ার পাণিগ্রহণ ও তাহাকে পত্নী সম্বোধন করিয়া নিত্য২ নূতন২ সুখসম্ভোগে কালহরণ করিবে, পাল আমার নিকটে সেই সমুদয় বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিতে লাগিল। পরে সে আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, "মহাশয়! আপনাকে কেবল যাহা না করিলে নয় এমনি ন্যায্যকর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই করিতে

হইবেক না। বর্জিনিয়া সেখান হইতে প্রচুর ধন লইয়া আসিতেছে। সেই ধনদ্বারা আমাদের কর্ম্ম কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত অনেক দাস দাসী ক্রয় করিতে হইবেক। তাহারা যেমন আমাদের কাজ কর্ম্ম করিবে তেমনি আপনারও করিবে সন্দেহ নাই। আপনি আমাদের ঘরেই থাকিবেন এবং দিবারাত্রি যাহাতে আহ্লাদ আমোদ জন্মে এমনি সকল কর্ম্মে-তেই তৎপর হইবেন।"

এই সকল কথা বলিয়াই সে অমনি আমার নিকট হইতে গাত্রোত্থান করিয়া আপন পরিবারদিগকে এই শুভ সংবাদ দিবার জন্য প্রস্থান করিল। প্রস্থান করিল বটে, কিন্তু যে আশায় নিতান্ত মোহিত হইয়াছিল, অবিলম্বেই তাহাতে জলাঞ্জলি পড়িল। পরদিন পাল বিষণ্ণবদনে ও যৎপরোনাস্তি ক্ষুণ্ণমনে আমার নিকটে আসিয়া কহিল "মহাশয়! এ কি হইল, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না! বর্জিনিয়ার কোন পত্রই যে এ পর্য্যন্ত আমার হস্তগত হইল না, কারণ কি? অনুমান হই-তেছে, যদি সে ইউরোপ পরিত্যাগ করিত, তাহা হইলে অগ্রে আমাদিগকে তাহার সংবাদ না দিয়া কদাচই থাকিত না। যাহাহউক, আমি আর ভাবিয়া বাঁচিনা। উপায় কি করা যায় বলুন। নানাস্থানে তাহার বিষয়ে নানা কথা শুনিতে পাইতেছি, তাহা যে নিতান্তই অমূলক হইবেক তাহারি বা সম্ভাবনা কি? শুনিতেছি তাহার দিদিমা না কি সেখানকার এক জন ধনি লোকের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিয়াছেন। হায়! এ কি সর্ব্বনাশ! সামান্য লোকের ন্যায় বর্জ্জিনিয়াও

কি টাকার মুখ চাহিয়া এই কর্ম্মটা করিল! কি আশ্চর্য্য! উপাখ্যান পুস্তকে দেখিয়াছি স্ত্রীলোকের স্বভাবও ঠিক এইরূপ, কিছু বৈলক্ষণ্য নাই। তাহাদের যে ধর্ম্মকথা সে কেবল কথার কথা বই আর কিছুই নয়। বর্জ্জিনিয়ার যদি ধর্ম্মেই দৃষ্টি থাকিত তবে সে কদাচ আপন মাতাকে এবং আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিত না। আহা কি দুঃখ! আমি এখানে খেতে, শুতে, বসিতে, দাঁড়াইতে, সর্ব্বদাই তাহাকে অনুধ্যান করত কালযাপন করিতেছি, কিন্তু সে একবার আপনার মনেতেও আমাকে স্থান দিতেছে না! আমি এখানে তাহার জন্যে দিবানিশি বিষাদ-সমুদ্রে ডুবিয়া রহিয়াছি, সে সেখানে মহানন্দে কালযাপন করিতেছে। উঃ! তাহার এসব কথা আমার মনে হইলে যেন আমার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইতে থাকে। আমি কেবল তাহার জন্য এত নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছি। এখন পরিশ্রম করিতে আমার বড়ই ব্যামোহ বোধ হয়। কাহার সঙ্গে সংসর্গ করিতে হইলে যেন আমার বুক ফাটিয়া যায়। হায়! পরমেশ্বর যদি এ সময়ে ভারতবর্ষের মধ্যে একটা যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত করিয়া দিতেন, তাহা হইলে আমি বড়ই সুখী হইতাম! অবলীলাক্রমে যাইয়া রণভূমিতে দেহত্যাগ করিয়া এ সকল বিষম জ্বালার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতাম"।

পালের মুখ হইতে এই সকল মর্ম্মভেদিনী কথা শ্রবণ করিয়া আমি এই বলিয়া উত্তর করিতে লাগিলাম। "প্রিয়তম! একটা কথা বলি মনোযোগ দিয়া শ্রবণ

কর। উত্তম ও অধম ভেদে সাহস দুই প্রকার হয়, যাহাদ্বারা ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার রক্ষা হয় তাহাই উত্তম, ও যাহাদ্বারা ক্লেশের সময়ে মরণে উদ্যম করায় তাহাকে অধম বলা যায়"। পাল আমার এই সকল কথা শুনিয়া কহিল "তবেত আমি কোনমতেই সহিষ্ণু হইতে পারি না। বর্জ্জিনিয়ার বিরহে প্রত্যেক বস্তুই আমার ক্ষোভ ও মনস্তাপ জন্মাইতেছে" এই বলিয়া অতিশয় রোদন করিতে লাগিল। ইহাতে আমি তাহাকে প্রবোধ দিবার জন্য কহিতে লাগিলাম "বৎস! এবড় বিচিত্র কথা নহে। অতিশয় ধার্ম্মিকেরাও সতত ধর্ম্মে রত ও ধৈর্য্যশালী থাকিতে সমর্থ হন না। সময়বিশেষে তাঁহারাও কখনং কাম ক্রোধ লোভাদি রিপুদ্বারা বিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পরন্তু এমন বিকৃতভাবেও শাস্ত্রজ্ঞানরূপ উপায়দ্বারা আমরা অনায়াসেই পরমানন্দ সম্ভোগ করিতে সমর্থ হই।

পাল শুনিয়া অশ্রুপূর্ণ-নয়নে কহিতে লাগিল "হা কপাল! বর্জ্জিনিয়া এখানে থাকিলে আর আমার শাস্ত্রজ্ঞানের কথায় কোন প্রয়োজন থাকিত না। আমাহইতে বর্জ্জিনিয়ার বিদ্যা কোন অংশেই অধিক ছিল না। বিশেষতঃ যখন সে আমার পানে চাহিয়া আমাকে প্রিয়সম্বোধন করিয়া ডাকিত, তখন আমার অসুখের বিষয় কিছুমাত্র থাকিত না।

এই সকল কথা শুনিয়া আমি বলিলাম "হাঁ, একথা যথার্থ বটে! যদি মনের মত প্রণয়িনী মিলে, তাহা হইলে সেই পরম বন্ধু হইয়া উঠে। সুতরাং তাহাকে

অবশ্যই ভাল বাসিতে হয়, আর সেও আপনি প্রিয়-তমকে মনের সহিত ভাল বাসে। কোনং স্ত্রীলোকের এমনি মোহনী মুখশ্রী থাকে, যে তাহা দেখিবা-মাত্র অমনি অন্তঃকরণ বিকসিত হয় ও তাঁহা হইতে ভাবনা চিন্তা সকল এককালে দূর হইয়া যায়।”

আমার মুখ হইতে এই সকল কথা শুনিয়া পালের সাহস, উৎসাহ প্রভৃতি গুণ সকল পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিল। সেই সময়ে সে মনে করিল সে প্রাণা-ধিক প্রিয়তমা বর্জ্জিনিয়াকে অবিলম্বেই পুনরালিঙ্গন করিতে সমর্থ হইবে। মনেং এইরূপ ভাবের উদয় হওয়াতে সে আবার কৃষিকর্ম্মেতে তৎপর হইল। ফল কথা বর্জ্জিনিয়াকে সন্তুষ্ট রাখাই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য, সুতরাং সে তদুদ্দেশে যত পরিশ্রম করিতে লাগিল ততই তাহার মনে আমোদ ও ততই সুখ বোধ হইতে থাকিল।

তদনন্তর ১১৭৪ বঃ অব্দের ১২ পৌষ প্রভাত হই-বামাত্র পাল গাত্রোত্থান করিয়া দেখিতে পাইল, যে দূরদর্শন পর্ব্বতের শিখরভাগে এক শ্বেত পতাকা উত্থা-পিত হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যখন কোন জাহাজ অধিক দূরে আসিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়, তখন সেই পর্ব্বতের উপর নিশান তুলিয়া দেয়। পাল ঐ পতাকা দেখিবামাত্র অতিমাত্র ব্যস্তসমস্ত হইয়া, সেই জাহাজে বর্জ্জিনিয়ার কোন সংবাদ আইল কি না তাহা জানিবার জন্য নগরাভিমুখে ধাবমান হইল। জাহাজের পথপ্রদর্শক তথায় উপস্থিত না থাকাতে সে তাবদ্দিন সেথানেই অপেক্ষা করিয়া

রহিল। ঐ ব্যক্তি সেদিন সেই জাহাজের তথ্যানুসন্ধান করিতে নৌকা লইয়া গিয়াছিল; ফিরিয়া আসিতে তাহার সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল। সে গৃহে আসিয়া প্রদেশাধিপতির নিকটে গিয়া এই সমাচার কহিল যে একুশ হাজার মোন বোঝাই সেন্ট জিরান নামে একখানা ফরাসী-জাহাজ এই উপদ্বীপে আসিতেছে। কাপ্তেন আবীন সেই জাহাজের কর্ণধার আছেন। তাহা এখন এখান হইতে ছয় ক্রোশ অন্তরে রহিয়াছে। অনুকূল বায়ুর সাহায্য পাইলে কল্য দুই প্রহর পর্য্যন্ত এই উপকূলস্থ বন্দরে আসিয়া পহুঁছিতে পারিবেক। দেখিয়া আইলাম এখন সেইস্থানে বাতাসের লেশও নাই, আকাশ একান্ত স্থির হইয়া রহিয়াছে।

এইরূপে সংবাদ দিয়া, ফ্রান্স হইতে যে কএকখানা পত্র সেই জাহাজে আসিয়াছিল তাহাও তাঁহার হস্তে প্রদান করিল। তন্মধ্যে বিবি দিলাতূরের নামে একখানি পত্র ছিল। পাল সেই পত্রের শিরোনামায় বর্জ্জিনিয়ার হস্তাক্ষর দেখিতে পাইবামাত্র, আমাদের পত্র আমার হাতে দাও, বলিয়া অমনি তাহার হাত হইতেই গ্রহণ করিল এবং আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া বারম্বার তাহাতে চুম্বন করিতে লাগিল। পরে তাহা বক্ষঃস্থলে রাখিয়া দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। আর সকল পরিবার তখন পর্ব্বতের উপরি বসিয়া পথ চাহিয়া ছিল। পাল আসিতেং দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিতে পাইল, এবং নিকটে আসিয়া পত্রখানি তাহাদিগকে দেখাইল। দ্রুতগমনে হাঁপাইতেছিল বলিয়া কিছুমাত্র কহিতে

পারিল না। পরে বিবি দিলাতুর পত্রখানি পাইবা-মাত্র মুক্তকণ্ঠে পড়িতে আরম্ভ করিলেন, আর সকলে তাহা শুনিতে লাগিল। বর্জ্জিনিয়া পত্রে এই লিখিয়া জানাইয়াছে যে, "আমার দিদিমা আমার উপরি যে নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা লিখিয়া কি জানাইব। তিনি ফ্রান্সদেশের এক জনের সহিত আমার বিবাহ দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাতে আমি সম্মত না হওয়াতে তিনি আমার প্রতি যাহার পর নাই অসন্তুষ্ট হইয়া ধনাধিকারিণী করিতে সম্মত হইলেন না। এবং এই দুরন্ত ঝড় ঝটিকার সময়ে আমাকে এই উপদ্বীপে পাঠাইয়াদিলেন। দিদি মা আমাকে অনবরত কুপরামর্শ দিতে ক্রটি করিতেন না, কিন্তু সে সময়ে আমি তাঁহাকে সবিনয়ে কহিতাম, তুমি আর এমন বিষয়ে আমাকে অনুরোধ করিও না। আমি আজন্ম মাতা ভিন্ন আর কাহাকেও জানি না, আমি সেই মাকে জিজ্ঞাসিব না, ও বাল্যাবধি যাহার সঙ্গে একাত্মভাব তাহাকে জানাইব না, এবং পিতার ন্যায় সর্ব্বদা তত্ত্বাবধান করেন এমন পরম সুহৃদের অভিমত লইব না, এবং অকপটহৃদয়ে যাঁহারা আমাকে লালন পালন করিয়াছেন তাঁহারা জানিতে পারিবেন না, অথচ আমার বিবাহ হইবেক, ইহা কেমন কথা কহেন। নিশ্চিত বলিতেছি এমন বিবাহে আমার কোনমতেই রুচি হয় না। এই সকল কথা শুনিয়া দিদি মা প্রায় যখন তখন বলিতেন তোর বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পাইয়াছে। যাহাহউক মা! এখন আমার সতত এই চিন্তা হইতেছে যে কবে আমার প্রিয় পরিবার-বর্গকে অব-

লোকন করিব, ও তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া তাপিত দেহ সুশীতল করিব। আমি আজি তোমার নিকট যাইতে চাহিলাম, কিন্তু কর্ণধার আবীন সমুদ্রের মন্দ-ভাব বুঝিতে পারিয়া আমাকে যাইতে নিষেধ করিলেন। তিনি বলিলেন "একেত কূল এখান থেকে নিকট নয়, মধ্যে দৃষ্ট হইতেছে আকাশের নিস্তব্ধভাবে সমুদ্রের জল স্ফীত হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং এসময়ে তোমাকে কোনমতেই পাঠাইতে পারি না।" পত্র খানি পাঠ করা হইবা মাত্র "ওরে বর্জ্জিনিয়া এসে পহুঁছিয়াছে, ওরে বর্জিনিয়া আসিয়া পহুছিয়াছে" বলিয়া তাহারা সকলেই চীৎকার ও গোলমাল করিয়া উঠিল। গৃহিণীরা ও দাস দাসীরা আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। বিবি দিলাতুর পালকে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন "পাল! তুমি এখনি আমাদের প্রতিবাসী-মহাশয়ের নিকটে গিয়া এই শুভ সংবাদ দিয়া আইস। এই কথা বলিতে না বলিতেই পাল অমনি প্রস্তুত হইল। দমিঙ্গ তখনি একটা মসাল জ্বালিয়া লইয়া তখনি তাহার সঙ্গে কুটীরাভিমুখে চলিল।

রাত্রি প্রায় দশটা হইয়াছে, আমি প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া শয়ন করিতে যাইতেছি, এমন সময়ে দেখিতে পাইলাম অনেকদূরে বনের ভিতর একটা আলো জ্বলিতেছে। খানিক পরে শুনিতে পাইলাম এক জন আমাকে ডাকিতে ডাকিতে আসিতেছে, অনুভব-দ্বারা পালের গলার মতও বোধ হইল। পাল আসিতেছে বোধ হইবামাত্র আমি আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া

দাঁড়াইলাম। পাল ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান হইয়া আসিয়া বাহুদ্বয়ে আমার গ্রীবা জড়িয়া ধরিল, এবং হাঁপাইতেং কহিতে লাগিল "মহাশয়! আসুন্, মহাশয়! আসুন্, বর্জ্জিনিয়া আসিতেছে। কালি সকালেই জাহাজ উপকূলে আসিয়া লঙ্গর করিবেক। চলুন আমরা সকলে বন্দরে গিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকি"।

এই কথা শুনিবামাত্র যাইবার জন্য আমরা তখনি বাহির হইলাম। বাতাবিকুঞ্জ হইতে বন্দর পর্য্যন্ত পর্ব্বতময় পথ দিয়া যাইবার সময়ে বোধ হইল যেন পশ্চাদ্ভাগে কোন একটা মানুষ চলিয়া আসিতেছে, ফিরিয়া দেখিলাম একজন কাফ্রি আসিতেছে। সে নিকটে আসিবামাত্র আমরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি কে হে! এত তাড়াতাড়ি যাইতেছ কেন? সে উত্তর করিল "মহাশয়! এই উপদ্বীপে (স্বর্ণরেণু) নামে এক স্থান আছে, আমি এখন সেখান হইতে আসিতেছি, এ প্রদেশের গবর্ণরকে একটা অশুভ সংবাদ জানাইবার জন্য আমাকে এত শীঘ্রং যাইতে হইতেছে। সংবাদ এই যে, একখানা ফরাসী জাহাজ আসিয়া অম্বর উপদ্বীপের ধারে লঙ্গর করিয়া রহিয়াছে। অতিশয় ঝটিকার পূর্ব্বাবস্থা বুঝিয়া পোতস্থ লোকেরা বড় শঙ্কাকুল হইয়াছে, এবং শঙ্কাপ্রযুক্ত সেই জাহাজে কএকটা অশুভসূচক তোপধ্বনিও হইয়াছে। এখন আমি আর দাঁড়াইতে পারি না"। এই বলিয়া সেই কাফ্রি অমনি ঊর্দ্ধশ্বাসে চলিয়াগেল।

তদনন্তর আমি পালকে কহিলাম "এখন আমাদের অল্পেং চলিলে আর চলিবেক না। আইস আমরা

শীঘ্র স্বর্ণরেণুতে গিয়া আগে বর্জ্জিনিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করি। এখান হইতে সে স্থান সাড়ে চারি ক্রোশ পথ দূর হইবেক। এই কথা বলিতে২ এই উপদ্বীপের উত্তর দিক দিয়া যাইবার জন্য পথ অন্বেষিতে লাগিলাম। তখন আকাশমণ্ডল এমনি নির্ব্বাত ও উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল যে তাহা নিতান্ত অসহ্য। ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত হওয়াতে দেখিতে পাইলাম চন্দ্রের পরিধি দুই তিনটা ঘোরাল কৃষ্ণবর্ণ মণ্ডলে বেষ্টিত হইয়াছে। মধ্যে আকাশও একপ্রকার ভয়ঙ্কর ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছিল। মধ্যে২ বিদ্যুতের জ্যোতিও দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। ক্ষণকাল পরেই দেখিতে পাইলাম নিবিড় মেঘমালা এই উপদ্বীপের ঠিক উপরি ভাগে উঠিয়া অতিশয় বেগে সমুদ্রের দিকে চলিয়া যাইতেছে। তখন এমনি নিস্তব্ধ যে বাতাসের কিছুমাত্রও উপলব্ধি করা যাইতেছিল না। আমরা আর খানিক দূর আগিয়া গেলাম এবং উপর্য্যুপরি কএকটা শব্দ শুনিয়া বোধ করিলাম যেন অতিদূরে ক্রমাগত বজ্রপাত হইতেছে। খানিক ক্ষণ মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিতে২ বোধ হইল বাজ নয়, কামানের শব্দের প্রতিধ্বনি। এ দিকে আকাশমণ্ডলের গতিক ও ভাব দেখিয়া ঝড়ের আশঙ্কায় মনঃ এককালে বিষণ্ণ হইয়া রহিয়াছিল, তাহাতে আবার দূর হইতে সেই ভয়ঙ্কর শব্দ সকল কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হওয়াতে ভয়ে আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। শব্দগুলি যে দূরবর্ত্তি জাহাজের বিপদ্‌সূচক কামানের শব্দ নয়, তাহাতে আর কিছুমাত্রই সন্দেহ হইল না। আধ ঘন্টার পরে আর

তেমন শব্দ কর্ণগোচর হইল না। সেই ভয়জনক শব্দ শুনিবার সময়ে বা কি ভয় হইতেছিল, নিস্তব্ধভাবে সেই ভয় শতগুণে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

আমরা ক্রমাগত কেবল অগ্রসর হইয়াই যাইতে লাগিলাম, কিন্তু তখন এমন ক্ষমতা ছিল না যে মুখ দিয়া কোন কথা নির্গত করি। সুতরাং কাহাকেও কিছু বলিব তাহাও পারিতেছিলাম না। যাহা হউক, প্রায় দুই প্রহর রাত্রি হয়২ এমত সময়ে আমরা উপকূলে স্বর্ণরেণুতে গিয়া উত্তীর্ণ হইলাম, দেখিলাম সমুদ্রের তরঙ্গ সকল অতি ভয়ানক হুহু শব্দে ভাঙ্গিয়া আসিতেছে, ও তাহার ধবল ফেননিচয়ে শৈলরাশি ও সৈকতভূমি সকল আচ্ছন্ন হইতেছে।

ক্ষণকাল বিলম্বে বনের ফাঁক দিয়া দেখিতে পাইলাম, কিয়দ্দূর অন্তরে একটা আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়া তাহার চারিদিকে কতকগুলি লোক বসিয়া রহিয়াছে। দেখিবামাত্র বোধ হইল উহারা তথায় রাত্রি প্রভাত হওয়া পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিবেক। এইরূপ ভাবিয়া আমরা তাহাদের নিকটে গিয়া উপবিষ্ট হইলাম। শুনিলাম তাহাদের একজন সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছে "ভাই সকল! আমি আজি সন্ধ্যাকালে দেখিয়াছি একখানা জাহাজ ভাসিতে২ এই উপদ্বীপের অভিমুখে আসিতেছিল। পরে অত্যন্ত অন্ধকার হওয়াতে আর তাহা দেখিতে পাইলাম না। সূর্য্য অস্ত হইবার ঘণ্টাদুই পরে তাহাতে অমঙ্গলসূচক গোটাকত তোপের শব্দও হইয়াছিল। শব্দ শুনিতে পাইলাম; কিন্তু পাইলে কি হইবে, তখন

সমুদ্রে যে ভয়ানক ঢেউ উঠিতেছিল, কাহার সাধ্য তথায় ডিঙ্গী লইয়া এক পাদ অগ্রসর হয়। খানিক পরে দেখিতে পাইলাম তাহাতে একটা আলো জ্বলিতেছে। 'তাহাতে আমার মনেং এই আশঙ্কা হইল যে, বুঝি জাহাজখানা তীরভূমির অতি নিকটেই আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং উদ্যমাঙ্কে যাইতে পথভ্রমে অম্বরদ্বীপ এবং এই উপদ্বীপের মধ্যস্থলে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। যাহা হউক ভাই! যদি এমন দুর্ঘটনা হইয়া থাকে তবে একপ্রকার সর্ব্বনাশেরই সম্ভাবনা বলিতে হইবেক"। পরে আর এক জন তাহাদিগকে বলিল "ভাই হে! আমি ও ঘুঁতিটা অনেকবার পারাপার হইয়াছি, সে স্থানের কিছুই আমার অবিদিত নাই। আমি বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিয়াছি তথাকার জল অত্যন্ত অগাধ ও নির্ম্মল। ঝড় ঝটিকার সময়ে জাহাজ সকল সেখানে যেমন নির্ব্বিঘ্নে থাকিতে পারে তেমন বন্দরের নিকটেও থাকিবার সম্ভাবনা নাই।" এই কথা কহিয়া সে পুনর্ব্বার কহিল "ভাই সকল! আমি বাজী রাখিয়া কহিতে পারি, উপদ্রবের সময়ে আমি অন্যান্য স্থল অপেক্ষা সে স্থলে নির্ভয়ে থাকিতে সমর্থ হই। আর একজন কহিয়া উঠিল "জানি হে জানি, সে ঘুঁতিটা আমি বিলক্ষণ জানি, তাহার মধ্যে কেবল সামান্যং নৌকাই প্রবেশ করিতে পারে এই মাত্র, কিন্তু জাহাজ বা বড়ং নৌকা তাহাতে প্রবেশিবার সম্ভাবনা নাই। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, বাতাস উঠিবার পূর্ব্বে নাবিকেরা সে জাহাজখানা লঙ্গর করিয়া রাখিয়াছিল,

কিন্তু বাতাস উঠিলে পর তাহারা অবশ্যই লঙ্গর তুলিয়া সমুদ্রে গিয়া থাকিবেক। এইরূপে নানা জনে নানা প্রকার কথা কহিতে লাগিল। সেই সকল অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের তাদৃশ বাদানুবাদ শ্রবণ করিয়া আমি এবং পাল একেবারে অবাক্ হইয়া রহিলাম। তখন আর কি করিতে পারি, অরুণোদয় পর্য্যন্ত আমরা সকলেই তথায় বসিয়া রহিলাম; কিন্তু তখন যে প্রকার নিবিড় কুজ্ঝটিকায় দিঙ্মণ্ডলী আবৃত ছিল, তাহাতে সমুদ্রে জাহাজ দেখিতে পাওয়া ভার। ক্ষণকাল পরে দেখিতে পাইলাম কূল হইতে তিন পাদ ক্রোশ দূরে একখান নিবিড় মেঘ উঠিয়াছে। লোকেরা বলিল সেটা মেঘ নয়, অম্বর উপদ্বীপ দেখা যাইতেছে। তখন নভোমণ্ডল এমনি নিবিড় কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন হইয়াছিল যে, আমরা উপকূলের যে স্থানে দাঁড়াইয়াছিলাম সেই স্থান বই আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল না। অনেকক্ষণ এক দৃষ্টিতে দেখিতে২ এক এক বার এই উপদ্বীপের মধ্যস্থ পর্ব্বতের শৃঙ্গ সকলও দৃষ্ট হইতে লাগিল।

বেলা সাতটার সময়ে আমরা শুনিতে পাইলাম বনমধ্যে ক্রমাগত নাগরার শব্দ হইতেছে। ক্ষণকাল পরেই দেখিতে পাইলাম, এই প্রদেশের গবর্ণর মনস্যুর দিলাবর্দ্দমুই অস্ত্রশস্ত্রধারী বহুসঙ্খ্যক সেনা ও কতকগুলিন উপদ্বীপবাসী লোক এবং একদল কাফ্রি-লোক সমভিব্যাহারে লইয়া অশ্বারোহণে দ্রুতবেগে সমুদ্রাভিমুখে আসিতেছেন। ক্ষণকালের মধ্যে তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি সেই সেনাগণকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া

রীতিমত তোপ করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। জাহাজ হইতে সেই তোপের উত্তরস্বরূপ তোপের শব্দও শুনিতে পাওয়া গেল। শব্দানুসারে বোধ হইল জাহাজখানা বড় অধিক দূরে নাই। খানিকক্ষণ পরে একখানা বৃহৎ জাহাজের তলভাগও দৃষ্ট হইল। ঢেউ সকল প্রবল বেগে এবং কলহ শব্দে জাহাজের উভয় পার্শ্ব দিয়া চলিতেছিল, তথাপি কর্ণধারের জাহাজী লোকেরদের সহিত কথা-বার্ত্তা এবং খালাসী-দিগের "রাজা চিরজীবী হউন, রাজা চিরজীবী হউন" বলিয়া উচ্চস্বরে চীৎকার শব্দ অবলীলাক্রমেই শুনা যাইতে লাগিল।

যখন বোধ হইল সেই জাহাজ খানাই সেন্ট-জিরান্ যথার্থ এবং তাহাতে রীতিমত তিন মিনিট অন্তর বিপদ্-সূচক কামানধ্বনি হইতেছে তখন আমরা জ্ঞান-শূন্য-প্রায় হইলাম। উপস্থিত গবর্ণর কিছুদূর অন্তরে সমুদ্রতটের এক স্থানে প্রচুর অগ্নি জ্বালাইতে অনুমতি করিয়া, ডিণ্ডিম দ্বারা এই ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, নিকটস্থ লোকেরা সত্বর হইয়া এখানে তক্তা, কাচি, খালি পিঁপা প্রভৃতি অন্তঃশূন্য পদার্থ এবং আহারোপযোগি দ্রব্য সামগ্রী সকল আনয়ন করুক। রাজাজ্ঞা শুনিবামাত্র নিকটস্থ লোকেরা সেই সকল দ্রব্য ও পাইল প্রভৃতি অন্যান্য সামগ্রী আনিয়া প্রস্তুত করিল। 'তন্মধ্যে একজন ভূম্যধিকারী আসিয়া গবর্ণরকে কহিলেন "মহাশয়! আমরা কালি সমস্ত রাত্রি শুনিতে পাইয়াছি, পর্ব্বতের উপরিভাগে ও বনমধ্যে এক প্রকার বাতাস থাকিয়াহ শোঁহ শব্দে

বহিতেছিল। সামুদ্রিক জলচর পক্ষিসকল সমুদ্র ছাড়িয়া স্থলে আসিয়া চিচিকুচিধ্বনি করত আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। আমরা বিলক্ষণ অবগত আছি এসকল কেবল ঝড়েরই পূর্ব্বলক্ষণ"। এই কথা শ্রবণ করিয়া গবর্ণর উত্তর করিলেন "হঁা! যথার্থ বটে, ঐ ভয়েইত আমরা এসকল দ্রব্য সামগ্রী আয়োজন করিয়া প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছি। বোধ হইতেছে জাহাজের লোকেরাও এখন নিশ্চিন্ত নাই"।

এইরূপে আমাদের চারিদিকের লোকেরা সেই সকল লক্ষণ দেখিয়া প্রচণ্ড ঝটিকার আশঙ্কা করিতে লাগিল। তৎকালে আমাদের ঠিক মস্তকের উপরি এক খানা নিবিড় মেঘ উঠিয়াছিল, তাহা সাতিশয় ঘোর এবং তাহার প্রান্তভাগ তাম্রবর্ণ। আর নভোমণ্ডল ঘোরতর মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল বলিয়া সারস, বক, চক্রবাক প্রভৃতি জলচর বিহঙ্গ সকল ভীত হইয়া আর্ত্তনাদে দিঙ্মণ্ডলী প্রতিনাদিত করত জল হইতে গাত্রোত্থান করিয়া স্থানে২ আশ্রয় লইতে লাগিল।

বেলা ঠিক নয়টার সময়ে আমরা সমুদ্রহইতে ভয়ঙ্কর শব্দ শুনিতে পাইলাম। শুনিয়া বোধ হইল বেগবতী তরঙ্গমালা অতিভীষণ শব্দে দ্রুতবেগে নিম্নভূমি দিয়া চলিয়া আসিতেছে। ইহাতে আমরা সকলে এককালে "ঐ ঝড় আইল, ঐ ঝড় আইল" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম। তেমন যে নিবিড় কুজ্ঝটিকাতে অম্বর উপদ্বীপ ও তৎসমীপবর্ত্তী যুঁতিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা একবারেই ঘুরুণিয়া বাতাসে ছিন্নভিন্ন হইয়া কোথায় গেল তাহার চিহ্নও

আর দৃষ্ট হইল না। মেঘ সকল যাওয়াতে সেন্টজিরা-
নের সকল অবয়বই আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইল।
দেখিতে পাইলাম, তখন পোতারূঢ় ব্যক্তি সকল জাহা-
জের উপর তলায় একত্র হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে।
দেখিতে২ পাইলের দণ্ড ও মাঝখানের বড় মাস্তুল টা
বায়ুবেগে আহত ও ভগ্ন হইয়া তাহার উপরিই পতিত
হইল। কেবল অগ্র-পশ্চাতে চারিগাছা কাচিদ্বারা
সেই জাহাজখানা লঙ্গরে বদ্ধ রহিল এইমাত্র। ক্ষণ-
কাল পরে জলের প্রবল বেগে তাহা গুপ্তচরের উপর
দিয়া অম্বর ও এই মরীচি উপদ্বীপের মধ্যে আনীত ও
প্রবেশিত হইল; কিন্তু ঐ বিষম সঙ্কটস্থানে কস্মিন্
কালেও জাহাজ প্রবেশিবার সম্ভাবনা নাই। তদ-
নন্তর সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গসকল সেই সূঁতির ভিতরে
আসিয়া প্রবেশ করাতে জাহাজখানা এক এক বার এত
উচ্চে উঠিয়া২ পড়িতে লাগিল, যে তখন তাহার তলা
পর্য্যন্ত অবলীলাক্রমেই দৃষ্টিগোচর হইল; কিন্তু তখন
তাহার পশ্চাদ্ভাগ জলমধ্যে এমনি নিমগ্ন ছিল যে তাহা
পুনর্ব্বার উঠিতে পারিবেক এমত বোধ হইল না।
ফলে জাহাজ খানা তখন এমনিভাবে ছিল যে প্রবল
ঝটিকার বেগেও তাহাকে সেই সূঁতির বাহির করিতে
পারিত না, এবং লঙ্গরের বন্ধন কাটিয়া দিলেও
তাহার তীরাভিমুখে আসিবার সম্ভাবনা ছিলনা;
কারণ তীরভূমি ও সেই সূঁতির মধ্যস্থল কেবল বালি-
চড়া ও মগ্নশৈলময় ছিল। ঢেউ সকল কূলের দিকে
এমনি বেগে আসিতে লাগিল যে তীরস্থিত রাশীকৃত
তক্তা ও অন্যান্য বস্তু সকল এককালে ৩০ হাত দূরে

নিক্ষিপ্ত করিতে লাগিল, এবং তাহা নামিয়া পড়িবার সময়ে বালিচড়ায় যে সকল প্রকাণ্ডং পাষাণখণ্ড পতিত ছিল সে সমস্ত দূরক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। আঃ! তখন সেই সকল বস্তুর সেরূপ ভয়ানক শব্দ শুনিতেং আমাদের কর্ণ বধিরপ্রায় হইতে লাগিল। ক্ষণেকের মধ্যে দেখিলাম প্রবল বায়ুবেগে সমুদ্রের জল তালপ্রমাণে স্ফীত-হইয়া উঠিতে লাগিল; এবং দেখিতেং মরীচি ও অম্বর উপদ্বীপের মধ্যস্থ খুঁতিটা কেবল বিস্তৃত ফেনরাশিতে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। উপর্য্যুপরি যে সকল উত্তুঙ্গ তরঙ্গ আসিতে লাগিল তদ্দর্শনে বোধ হইল যেন তাহা মুখব্যাদান করিয়া গ্রাস করিতেই আসিতেছে। খাঁড়ির ভিতরে যে সকল ফেনিল ঊর্ম্মিমালা দেখিতে পাইলাম, তাহা তখন চারিহাত হইতেও অধিক দূর উচ্চে উঠিয়াছিল; কিন্তু এক একটা ঝটিকা আসিয়া সেই সকল ফেনা লইয়া উপকূলের তিনপাদক্রোশ অন্তরে ফেলিতে লাগিল। সেই বায়ুক্ষিপ্ত ফেনরাশি পর্ব্বতের পরিধিভাগে পতিত দেখিয়া বোধ হইল যেন সমুদ্র হইতেই হিমানী সকল উত্থিত হইয়াছে। সেই সময়ে মস্তকের উপরিভাগে চাহিয়া দেখিলাম, কেবল ভয়ঙ্কর ঘনঘোরঘটা দ্রুত-বেগে ধাবমান হইতেছে, আর অন্যান্য বর্ণের মেঘও অচল হইয়া স্থানেং রহিয়াছে।

ঝটিকা ও তরঙ্গমালার প্রবলবেগ ক্রমাগত জাহাজে লাগিতেং আমরা এতক্ষণ যেটি আশঙ্কা করিতেছিলাম অবিলম্বে তাহাই ঘটিয়া উঠিল। প্রথমে জাহাজের সম্মুখস্থ বন্ধন রজ্জু এককালে সকলি ছিঁড়িয়া গেল,

কেবল তাহা পশ্চাদ্বর্ত্তী লঙ্গরের সহিত একগাছা রশি-তেই আবদ্ধ রহিল মাত্র। ক্ষণকাল পরে তদ্রূপ আর এক বেগে আহত হইবামাত্র তাহাও ছিন্ন হইল এবং সেই জাহাজখানা তীরের অনতিদূরস্থ এক মগ্ন শৈলের উপরি নিক্ষিপ্ত হইল। জাহাজখানা মগ্ন শৈলে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র আমরা সকলেই "গেল রে! সর্ব্ব-নাশ হইল"! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠি-লাম। তখন পাল একেবারে জ্ঞানশূন্য হইয়া নির্ভয়ে দ্রুতবেগে সমুদ্রের অভিমুখে ধাবমান হইল। আমি অমনি তাহার হাত ধরিলাম এবং কহিলাম "বাছা! তোমার এ কি দুর্বুদ্ধি! তুমি এখানে কি প্রাণ হারা-ইতে যাইতেছ।" আহা! সে কি তখন আমার সে কথা শুনে, নিরাশ হইয়া তাহার বুদ্ধিশুদ্ধি এককালে লোপ পাইয়াছিল। ধরিবামাত্র সে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া আমার হাত ছাড়াইতে২ কহিতে লাগিল "ছাড়! আমাকে ধরিও না, ঐ বর্জ্জিনিয়া গেল, এখন উহাকে বাঁচাইতে দাও। আমি এখন আর এখানে থাকিতে পারি না, দেখিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে"। তখন পাল গেলেই মরিবে তাহার সন্দেহ নাই, ইহা আমরা বিলক্ষণ জানিতাম, তাহাতে আমি ও দমিঙ্গ আপাততঃ কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া, সে যেই ডুবিবে অমনি টানিয়া আনিব এই যুক্তি করিয়া, এক-গাছা কাছি দিয়া তাহার কোমরটা ভাল করিয়া বাঁধিয়া ছাড়িয়া দিলাম এবং সেই কাছির অগ্রভাগ ধরিয়া থাকিলাম। তখন পাল বেগে সেন্টজিরানের অভি-মুখে ধাবমান হইল এবং অনতিবিলম্বেই সমুদ্রের

জলে অবতরণ করিল। প্রথমতঃ খানিক দূর সাঁতারিয়া গিয়া, পরে চড়ার উপরি উঠিয়া পুনর্ব্বার ধাবমান হইতে লাগিল। সে বর্জ্জিনিয়াকে বাঁচাইতে যাইতেছিল বলিয়া তাহার মনে তখন যেমন উৎসাহ তেমনি সুখবোধ হইতে লাগিল। সে সময়ে জাহাজ খানা যে স্থানে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল তাহার চারিদিক্ কেবল শুষ্ক বালিচড়াময়। যাইতে গেলে অনায়াসেই তথায় পঁহুছন সম্ভব। কিন্তু তখন সমুদ্রের এমনি গতিক যে, দেখিতে২ এক উত্তালতরঙ্গময় হড়কা সাতিশয় বেগে আসিয়া তত্তাবৎ স্থান নিমগ্ন করিয়া ফেলিল। ইতিপূর্ব্বে জাহাজখানা কাতি হইয়া পড়িয়াছিল, প্রবল তরঙ্গের বেগে তাহাও সোজা হইয়া দাঁড়াইল। আহা! পালের এমনি দুর্ভাগ্য! যে বর্জ্জিনিয়াকে রক্ষা করা দূরে থাকুক, সেই ধমকে তাহাকে মৃতপ্রায় হইয়া কূলে নিক্ষিপ্ত হইতে হইল! ভূমির উপর দিয়া ঘর্ষিয়া আসাতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ, বিশেষতঃ পা দুখানা একবারে রক্তারক্তি হইয়াছিল এবং বক্ষঃস্থলেও বড় আঘাত লাগিয়াছিল। আর তৎকালে তাহার জলে নাকানি চোবানির কথা বলা বাহুল্য। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জ্বালা যন্ত্রণাভোগের পর কিঞ্চিৎ শান্তি বোধ হইলেই সে পুনর্ব্বার সেই জাহাজের দিকে গমন করিতে চাহিল। তাহাতে আমরা তাহাকে সেবার যাইতে অনেক নিষেধ করিতে লাগিলাম, কিন্তু সে কিছুতেই কর্ণপাত করিল না। তখন সমুদ্রে যে সকল মৌজা উঠিতেছিল তাহার কয়েকটার আঘাতে জাহাজের কোন২ স্থান একেবারে ফুকাঁক হইয়া পড়িল।

তাহাতে পোতারূঢ় সকলেই "মরিলাম রে! গেলাম রে"! বলিয়া অত্যন্ত চীৎকার করিতে লাগিল। নাবিকেরা নিতান্ত নিরাশ হইয়া কেহ মাস্তুল-দণ্ড, কেহ পাইলের দণ্ড, কেহ বা তক্তা, কেহ বা মেজখানা, কেহ বা পিঁপাটা লইয়া সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত হইয়া রহিল। সেই সময়ে জাহাজের বারাণ্ডায় দেখিতে পাইলাম তথায় বর্জ্জিনিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এবং পালকে সাহসের সহিত আপনার নিকটে আসিতে দেখিয়া তাহারদিকে আপনার দুই বাহু প্রসারণ করিতেছে। সেই সুশীলা বালাকে তখন তাদৃশ ঘোর বিপদ্সাগরে নিমগ্না দেখিয়া আমাদের হৃদয়মধ্যে নৈরাশ্য-তরঙ্গের সহিত শোকসাগর উদ্বেল হইতে লাগিল। সুধীরা বর্জ্জিনিয়া জন্মের মত সকল বস্তুই ত্যাগ করিতে বসিয়াছিল বলিয়া সে তখন এমনি ভাবে এক একবার আমাদের দিকে হাত নাড়িতে লাগিল যেন সে আমাদের নিকট হইতে জন্মশোধ বিদায়ই প্রার্থনা করিতেছে। এইরূপে জাহাজের চোট বড় সকল কর্ম্মচারিগণ একে২ সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া পড়িতে লাগিল, কেবল এক জন নাবিক পড়িতে বিলম্ব করিতে লাগিল। আমরা দেখিতে পাইলাম সে তখন গাত্রবস্ত্র সকল খুলিয়া ফেলিয়া উলঙ্গভাবেও বর্জ্জিনিয়ার সম্মুখে গিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল "আমি আপনাকে তীরপ্রাপ্ত করিয়া রক্ষা করিতে পারি, কিন্তু সন্তরণ করিবার জন্য আপনাকেও বিবস্ত্রা হইতে হয়"। বর্জ্জিনিয়া লজ্জায় তাহার দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইলেন এবং কহিলেন "তুমিই একাকী যাও আমি যাইব না"। সে সময়ে

কূলে থাকিয়া যাহারা২ দেখিতেছিল সকলেই একেবারে ব্যাকুল হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল “অহে নাবিক! উহাকে রক্ষা কর, উহাকে কদাচ ছাড়িয়া যাইও না” লোকেরা এই সকল কথা বলিতেছে এমন সময়ে দেখিতে২ আর এক জলের হড়কা সেই সূঁতির মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল এবং ভয়ঙ্কর গর্জন করত সেই জাহাজের দিকে ধাবমান হইল। সেই উত্তুঙ্গতরঙ্গের উপরিভাগ কেবল ধবল ফেনরাশিময় এবং আশ পাশ ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ। তাহা দেখিলে আর ভয় রাখিবার স্থান পাওয়া যায় না। যখন সেই মৌজাটা আসিয়া প্রবিষ্ট হইল, তখন সেই অবশিষ্ট নাবিকও সেই ফেনিল তরঙ্গের উপরি ঝম্প প্রদান করিল। অগত্যা বর্জ্জিনিয়া সেই করাল তরঙ্গগ্রাসে পতিত হওয়া বই আর কিছুমাত্র উপায় দেখিতে না পাইয়া, এক হাত পরিধেয় বসনাঞ্চলে ও এক হাত আপন বক্ষঃস্থলে রাখিয়া একান্ত নিরীহ-নয়নে ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া দণ্ডায়-মান রহিল। তাহার তৎকালীন সেই অপরূপ ভাব দেখিয়া বোধ হইল, যেন কোন দেবকন্যা এই পৃথি-বীর লীলা সম্বরণ করিয়া স্বর্গরাজ্যে প্রস্থান করিবার নিমিত্তই প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছেন।

উঃ! সে দিন কি ভয়ঙ্কর! উঃ সে দিন কি শোক-কর! দেখিতে২ একেবারেই সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। বৎস-পান্থ! ক্ষোভের কথা কত বলিয়া জানাইব। সেই সময়ে যে সকল লোক কূলে দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদের অনেকে সকরুণহৃদয়ে বর্জ্জিনিয়ার রক্ষার্থ তাহার নিকটে যাইতে উদ্যত হইল, কিন্তু তখন সেই

ভীষণাকার সমুদ্র মহাবল পরাক্রান্ত তরঙ্গ-বাহুদ্বারা তাহাদিগকে অনেকদূর পর্য্যন্ত অপসারিত করিয়া ফেলিতে লাগিল। সর্ব্বশেষে সেই দয়ালু নাবিকও কূলে নিক্ষিপ্ত হয়। যখন সে স্থলস্পর্শ করে তখন তাহার কিছুমাত্র চৈতন্য ছিল না। ক্ষণকালের পর চেতনা পাইয়া, ভূমিতে জানু পাতিয়া এই বলিয়া পরমেশ্বরের নিকট কহিতে লাগিল "হে করুণাময় জগদীশ! তুমি এখন অপার অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া আমার জীবন রক্ষা করিলে, কিন্তু এই জীবন দিলেও যদি সেই সুশীলা সরলা বালার জীবন রক্ষা পায় তাহা হইলে আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক ইহার মমতা পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি"। ওদিকে যাহা আশঙ্কা করিতেছিলাম ঘটনাক্রমে তাহাই হইল। এদিকে আমরা পালকে লইয়া মহা সঙ্কটেই পড়িলাম। একে তাহার মুখ ও কাণ দিয়া অনবরত শোণিত-ধারা বহিয়া পড়িতেছিল, তাহাতে সে অচৈতন্য ও মৃতপ্রায় হইয়া ভূমিতে পতিত। ইহাতে দমিঙ্গ ও আমি দুজনে তাহাকে তুলিয়া লইয়া সমুদ্রের তীর হইতে চলিয়া আইলাম। দয়ালু গবর্ণর দিলাবর্দ্দনুই পালকে তদবস্থ দেখিয়া তাহার চিকিৎসার জন্য এক জন চিকিৎসককে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। পালের চিকিৎসা হইতে লাগিল দেখিয়া আমরা দুজন সেই অবকাশে সমুদ্রের ধারে২ বর্জ্জিনিয়ার শব অন্বেষিতে লাগিলাম। বাতাসটা এতক্ষণ তীরাভিমুখে আসিতেছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা তখন সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইল। সুতরাং আমাদের সেই শবের অন্বেষণ করাও সফল হইল না।

অভাগিনীর শব লইয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিতে পারিলাম না বলিয়া, তখন আমাদের মনে যে কি পর্য্যন্ত ক্ষোভ জন্মিল তাহা আর বলিয়া জানাইবার নহে। কি করি! অবশেষে নিরাশ হইয়া সেই স্থান ত্যাগ করিয়াই আসিতে হইল। আইলাম বটে, কিন্তু সেই হানিজনিত বিষাদের শেল আমাদের হৃদয়ে বিদ্ধ হইতে থাকিল। সেই উপদ্রবে অনেকের প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছিল বটে, কিন্তু বর্জ্জিনিয়ার তাদৃশ দুর্ভাগ্য দর্শনে উপস্থিত কতিপয় দর্শক পরমেশ্বরের উপরি বিস্তর আক্ষেপ ও নিন্দা করিতে লাগিল।

ওদিকে দিলাবর্দ্দন্নুইর লোকেরা পালকে প্রতিবেশবাসী এক গৃহস্থের বাটীতে লইয়া গিয়া, যাবৎ সে চলিয়া আপন গৃহে না যাইতে পারে তাবৎ তাহার শুশ্রূষাদি করিতে লাগিল। তখন আমরা তাহার যাতনা কিঞ্চিৎ উপশম হইতে দেখিয়া, মনে করিলাম আগে আমরা দুজনে ফিরিয়া কুটীরে যাই এবং যে সর্ব্বনাশ হইয়া গেল তদ্বিষয়ে বর্জ্জিনিয়ার মাতা ও মারগ্রেটের মনে বুজাইয়া পড়াইয়া প্রবোধ দিবার চেষ্টা দেখি। মনে২ এই স্থির করিয়া আমরা তথা হইতে আসিয়া তালনদীর ধার দিয়া গুহায় প্রবেশ করিতে যাইতেছি, এমত সময়ে কয়েক জন কাফ্রি আসিয়া আমাদিগকে কহিল "মহাশয়! আপনারা ফিরুন্, আমরা দেখিয়া আইলাম সূঁত্তির ওপারে জাহাজ মারা পড়িবার অনেকগুলা চিহ্ন পতিত রহিয়াছে"। এই সংবাদ শুনিবামাত্র আমরা সত্বরে সেই স্থানে গমন করিলাম এবং যাইবামাত্র সর্ব্বাগ্রে

দেখিতে পাইলাম বর্জ্জিনিয়ার মৃতশরীরটি বালুকায় আচ্ছন্ন হইয়া পতিত রহিয়াছে। বালুকা সকল অপসারিত করিয়া দেখিলাম সে মরণের অব্যবহিত পূর্ব্বে যে ভাবে অবস্থিত ছিল, তখনপর্য্যন্তও তাহার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই, ফলে তখনও তাহার আকারাদি যেমন তেমনিই ছিল। তাহার কুবলয়-সদৃশ নয়নযুগল মুদিত হইয়া ছিল মাত্র, কিন্তু মুখমণ্ডলে স্নিগ্ধতা ও সুকুমারতার কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। হঠাৎ দেখিয়াই বোধ হইল যেন মরণ ও কৌমার এই উভয়ের অপ্রগল্ভ সলজ্জভাব মিলিত হইয়া তাহার মুখমণ্ডলে বিরাজ করিতেছে। দেখিলাম তাহার যে হস্ত বক্ষঃস্থলে ছিল তাহা দৃঢ়তর মুষ্টিবদ্ধ। এমন কি! তাহা হইতে একটী ছোট কৌটা বাহির করিয়া লইতে আমার অতিশয় কঠিন বোধ হইল। কৌটা খুলিয়া দেখিবামাত্র আমি সাতিশয় চমৎকৃত হইলাম। দেখিলাম তাহার ভিতরে পাল তাহাকে যে ক্ষুদ্র ছবিখানি দিয়াছিল তাহাই সংরক্ষিত আছে। সে পালের নিকট, যতকাল বাঁচিয়া থাকিব তাবৎ ইহা আপনার সঙ্গ ছাড়া করিব না বলিয়া, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, এ কারণ তাহা মরণ কালেও ধরিয়া থাকিবার এত যত্ন। তাহার ততদূর পর্য্যন্ত অকপট প্রণয় ও সততার শেষ চিহ্ন সন্দর্শন করিয়া আমি এককালে উচ্চস্বরে রোদন করিতে লাগিলাম। দমিঙ্গ শোকে বিহ্বল হইয়া বক্ষঃস্থলে ও কপালে করাঘাত করিতে লাগিল। অনন্তর আমরা দুজনে বর্জ্জিনিয়ার সেই মৃত শরীর লইয়া এক ধীবরের গৃহে উপস্থিত হইলাম, এবং তাহা

ধৌত করিয়া পরিষ্কার করিবার ভার কয়েক জন ইতর জাতীয় স্ত্রীলোকের হস্তে সমর্পণ করিলাম।

তখন তাহারা সেই ব্যাপার সমাধা করিতে লাগিল; আমরা তথা হইতে অতি বিষণ্ণমনে কুটীরের দিকে চলিয়া আসিতে লাগিলাম। আসিয়া দেখিলাম বিবি দিলাতূর ও মার্‌গ্রেট জাহাজের সুসমাচার পাইবার প্রত্যাশায় পরমেশ্বরের নিকট একান্তমনে প্রার্থনা করিতেছেন। বিবি দিলাতূর দূর হইতে আমাকে সমাগত দেখিতে পাইবামাত্র অস্তেব্যস্তে অগ্রসর হইয়া আসিয়া "মহাশয়! কৈ আমার মেয়ে কৈ, কতদূরে আসিতেছে? বলিয়া বার২ জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন। আমি সে কথায় কোন উত্তর না দিয়া নিস্তব্ধ থাকিলাম। তাহাতে আদৌ তাহার মনে বর্জিনিয়ার আগমনের সংবাদ অযথার্থ বলিয়া আশঙ্কা হইল। পরে আমাকে অশ্রুপাত করিতে দেখিয়া ঘনঽ নিশ্বাস ফেলিতে এবং গোঙ্গাইতে লাগিলেন। তখন আর তাহার মুখদিয়া একটি কথাও নির্গত হইল না।

মার্‌গ্রেটও অমনি তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া আসিয়া "কই আমার ছেলে কই? আমার ছেলে কোথায় গেল! আমার ছেলেকে যে দেখিতে পাইতেছি না, কারণ কি?" বলিয়া জিজ্ঞাসিতেঽ মূর্চ্ছাগত হইয়া ভূমিতে পড়িলেন। আমি অমনি সত্বর হইয়া তাহাকে হস্তে ধরিয়া তুলিলাম, এবং ক্ষণকাল বিলম্বে ভ্রমি দূর হইলে পর তাহাকে কহিলাম "তোমার ভাবনা নাই, তোমার পাল বাঁচিয়া আছে, এখানকার গবর্ণরের

নিকট তাহাকে রাখিয়া আসিতেছি”। এই কথা শুনিয়া তিনি কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং কাঁদিতে২ বিবি দিলাতূরের শুশ্রূষায় তৎপর হইলেন। বিবি দিলাতূর অনেকক্ষণপর্য্যন্ত মূর্চ্ছিত ও পতিত রহিলেন। সমস্তরাত্রি তাহার যে প্রকার যাতনা হইতে লাগিল তাহা বর্ণনাদ্বারা ব্যক্ত করা ভার। মাতার চিন্তা কিপর্য্যন্ত বলবতী তাহা আমার তখন বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইল। যাবৎ তিনি মূর্চ্ছিতা ছিলেন তাবৎ একং বার চৈতন্য হইলেই অমনি পরমেশ্বরের দিকে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। মার্গ্রেট ও আমি তাহার হাত ধরিয়া বারম্বার সস্নেহ বচনে ডাকিতে লাগিলাম, কিন্তু তাহাতে কোন ফলই দর্শিল না। ফলে তখন যেপ্রকার গোঙ্গাইতেছিলেন, তাহাতে তাহার কিছু শুনিবার অথবা শুনিয়া উত্তর দিবার সম্ভাবনা ছিল না।

রজনী প্রভাত হইলে গবর্ণরের লোকেরা পালকে পাল্কীতে করিয়া ঘরে লইয়া আইল। তখন তাহার চেতনা হইয়াছিল বটে, কিন্তু কথা কহিবার শক্তি ছিল না। তাহার সঙ্গে মার্গ্রেট ও বিবি দিলাতূরের সাক্ষাৎ হইবামাত্র যে অদ্ভুত ব্যাপার ঘটনা হইল তাহা আমাদের আশার অতিরিক্ত ফল। এতক্ষণ আমরা বিবি দিলাতূরের মূর্চ্ছাভঙ্গবিষয়ে শুশ্রূষাদি দ্বারা কোন উপকার করিতে পারিতেছিলাম না, কিন্তু পালের আসাতে সেই শ্রম সার্থক বোধ হইল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই দুই সখীতে অতলস্পর্শ শোকসাগরে নিমগ্ন ছিলেন, পালের আগমনে তখন তাহা-

দের সেই শোকের শান্তি ও তজ্জনিত তাহাদের মুখ-মণ্ডলে সান্ত্বনার চিহ্নও দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। তাহারা উভয়েই পালের উপস্থিতি-মাত্র অতিমাত্র সত্বর হইয়া তাহার নিকটে ধাবমান হইলেন এবং নিজ২ বাহুদ্বয়ে তাহার গ্রীবা আলিঙ্গন করিয়া ক্ষণ-কাল নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। এতক্ষণ শোকাবেগে নেত্রহইতে বাষ্পবারি বাহির হইতে পারিতেছিল না, পালের মুখ দেখিয়া তাহা অনর্গল প্রবাহিত হইয়া তাহাদের বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতে লাগিল। সঙ্গে২ পালেরও বক্ষঃস্থল নয়নজলে ভাসিতে লাগিল।

গবর্ণর দিলাবর্দ্দনুই গোপনে আমাকে বলিয়া পাঠা-ইলেন "বর্জ্জিনিয়ার মৃতশরীর নগর মধ্যে আনান গিয়াছে, এক্ষণে আমার মানস এই যে ইহা এখান হইতে গিরিজায় লইয়া গিয়া সমাহিত করা যায়।" আমি সেই সমাচার প্রাপ্ত হইবামাত্র তখনি লুইস্-বন্দরে গমন করিলাম এবং দেখিলাম যে সমাধিকার্য্য সমাধা করিবার জন্য নানাস্থান হইতে লোক সমূহ আসিয়া একত্র হইয়াছে। তৎকালীন আমার বোধ হইল, যেন এই সমুদয় উপদ্বীপ ভূষণ-বিহীন হইয়া এককালে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে। অনন্তর বন্দরের নিকটে গিয়া দেখিলাম জাহাজের নিশান সকল উত্থা-পিত হইয়াছে; এবং তথা হইতে থাকিয়া২ অনবরত কামানের শব্দ হইতেছে*। ক্ষণকাল বিলম্বেই সমা-

* জাহাজে মৃত হইলে তাহার সমাধি উপলক্ষে নাবিকেরা এইরূপ তোপধ্বনি করিয়া থাকে।

ধিযাত্রা হইতে লাগিল। সর্ব্বাগ্রে এক দল সৈন্য অগ্রসর হইয়া চলিতে এবং তাহাদের সঙ্গেং শোক-বাদ্য বাজিতে লাগিল। পূর্ব্বে যে সকল সেনা রণস্থলে শত শত বার সাহস পূর্ব্বক স্বচক্ষে লোকের প্রাণনাশ হইতে দেখিয়াছিল, সে সময়ে তাহাদেরও মুখাকার দেখিয়া তাহাদের আন্তরিক শোকের অনুভব হইতে কিছুমাত্র ত্রুটি হইল না। এদিকে বাহক লোকেরা বর্জ্জিনিয়ার মৃত দেহ পুষ্পমালায় সুশোভিত করিয়া প্রস্তুত করিয়াছে। তাহার উপরি একখানা চন্দ্রাতপ উত্থাপিত হইয়াছে। ঐ চন্দ্রাতপ যে চারি দণ্ডে বদ্ধ ছিল, তাহার প্রত্যেক দণ্ড দুই দুই জন স্ত্রীলোকের হস্তে অবলম্বিত। উহাদের সকলেই শ্বেতবস্ত্রপরিধানা এবং তাবতই এই উপদ্বীপস্থ অতি ভদ্রলোকের স্ত্রী ও কন্যা। শববাহি দলের পশ্চাৎ কতকগুলি কুমার ও কুমারীদিগের দল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে, এবং তাহারা গায়ক ও গায়িকাদিগের মত সম্প্রদায়বদ্ধ হইয়া ধর্ম্মসঙ্গীত সকল গান করিতেছে। তৎপশ্চাৎ স্বয়ং গবর্ণর ও তৎসহবর্ত্তী প্রধানং নগরনিবাসিগণ, পুরোহিত প্রভৃতি সমাধি সমাধানের যাত্রীরা শবানুগমনে প্রস্তুত হইয়া অবস্থিত আছেন। এইরূপে সকল বিষয় প্রস্তুত হইলে পর গবর্ণর শবপ্রস্থাপনের ও শবানুগমনের অনুমতি করিলেন। বর্জ্জিনিয়া নিতান্ত ধর্ম্মিষ্ঠা ছিলেন, এ কারণ তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বিশেষ সমারোহ পুরঃসর নির্ব্বাহ হয়, ইহা গবর্ণরের একান্ত ইচ্ছা। কিন্তু তাহা নির্বিঘ্নে সমাধা হইবার বিষয় কি? । বর্জ্জিনিয়ার চিরানন্দের আস্পদ

তাহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইবামাত্র সকলকেই মহা-মোহে জড়ীভূত হইতে হইল। তখন কোথায় বা সেই বালক বালিকাগণের গান, কোথায় রহিল বা সেই সৈন্যদলের ব্যবস্থান; সকলেই এমনি নিস্তব্ধ হইল যে তৎকালে কেবল দীর্ঘনিশ্বাস ও ফুঁপিয়া২ ক্রন্দন করা বই আর কিছুই কর্ণগোচর হইল না। সেই সময়ে এই উপদ্বীপের নানাস্থান হইতে দল২ কুমারীগণ আসিয়া বর্জ্জিনিয়াকে পুণ্যবতী বোধে আপন২ রুমাল ও মালা দিয়া তাঁহার শবাধান স্পর্শ করিতে লাগিল। বিবাহিতা নারীরা পরমেশ্বরের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল, যে "হে জগদীশ্বর! আমা-দিগকে কৃপা করিয়া বর্জ্জিনিয়ার মত এক একটি কন্যা দিও"। এইরূপে প্রণয়-প্রিয়েরা বর্জ্জিনিয়া সদৃশ অকপট প্রণয়িণী পাইবার জন্য, ও যাহারা দীনহীন ব্যক্তি তাহারা তদ্রূপ বন্ধুলাভের হেতু, এবং যাহারা দাস-ভাবাপন্ন তাহারা তদ্রূপ স্বামিনী পাইবার নিমিত্তও ব্যগ্র হইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল।

বর্জ্জিনিয়ার শব সমাধিস্থলে উপনীত হইলে পর, মাদাগস্কর ও মোজাম্বিয়া দ্বীপের কাফ্রি জাতীয় পুরু-ষেরা নানাপ্রকার ফলপূর্ণ পাত্র আনিয়া সেই শবের চতুর্দ্দিকে সাজাইয়া এবং তাহাদের দেশীয় প্রথানুসারে চতুর্দ্দিকস্থ বৃক্ষে বিবিধ জাতীয় ফল মূল বস্ত্রাভরণ প্রভৃতির রচনা সকল ঝুলাইয়া রাখিতে লাগিল। মালাবার দ্বীপবাসীরা স্বদেশের আচারানুসারে পক্ষি-পূর্ণ এক২ পিঞ্জর আনিয়া তাহাদিগকে শবের নিকটে মোচন করিতে লাগিল। এইরূপে সকল জাতিরাই

সেই সাধুশীলা বালার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধানে তাদৃশ প্রেম ও মোহ প্রকাশ করিয়াছিল। ভাগ্যক্রমে সেই পুণ্যবতীর সমাধির চতুর্দ্দিকে সর্ব্বজাতীয় স্ত্রীপুরুষ একত্রে দণ্ডায়মান হইয়া সেই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সাধনে যত্ন করিতে লাগিল।

সমাধি দিবার জন্য যখন খাত খনন করা হয়, তৎকালে কতিপয় দীন দুঃখিনী বালিকা বর্জ্জিনিয়ার অভাবে আপনাদিগকে একেবারে জন্মের মত হতাশা বোধ করিয়া সেই গর্ত্তের ভিতর ঝাঁপিয়া পড়িতে উদ্যত হইয়াছিল; কিন্তু তাহাদিগকে রক্ষকেরা নিবারণ করিল। তাহারা তখন মনেং বিবেচনা করিল, যে বর্জ্জিনিয়া আমাদের দুঃখে দুঃখ বোধ করিতেন পরমেশ্বর তাঁহাকে লইলেন, অতএব আমাদের এখন বাঁচিয়া থাকায় ফল কি? উহার সঙ্গেসঙ্গেই যদি মরিতে পারি তাহা হইলেও আমাদের পক্ষে ভাল হয়।

নিয়মিত উপাসনার পর গিরিজা হইতে আসিবার সময়ে যে বাঁশতলায় বর্জ্জিনিয়া মায়েরদের সঙ্গে উপবেশন করিত সেই স্থানেই তাহার সমাধি হইল।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর প্রত্যাগমনের সময় গবর্ণর কেবল জনকতক লোক সমভিব্যাহারে বিবি দিলাতুরের গৃহে উপস্থিত হইয়া যথোচিত সান্ত্বনাপূর্ব্বক তাহার নির্দ্দয় পিসীর উপর অনেক দোষ দিতে লাগিলেন। পরে পালকে সান্ত্বনা করিবার জন্য একবার তাহার নিকটও গমন করিলেন, এবং কহিলেন "শুন প্রিয়তম পাল! তোমার ও তোমার পরিবারবর্গের কিসে সুখ সমৃদ্ধি হয় ইহা আমার নিতান্ত বাসনা।

আমার মনের ভাব অন্যে কি জানিবে, অন্তর্যামী পরমেশ্বরই সমস্ত জানিতেছেন। এক্ষণে এক পরামর্শ বলি শুন, তুমি একবার ফ্রান্সে যাত্রা কর, তথায় আমি তোমাকে সৈন্যদলে নিযুক্ত করিব। তোমার অনুপস্থিতি কালে আমি স্বয়ং তোমার মাতাদিগকে তত্ত্বাবধান করিব, তদ্বিষয়ে তুমি উদ্বিগ্ন হইও না"। এই কথা বলিয়া তিনি তখন স্বহস্তে পালের হস্ত ধারণ করিলেন, কিন্তু সে তখন এমনি শোকাকুল, যে তাঁহার কথায় কোন উত্তর দিতে পারিল না; বরং তাঁহার দিক্ হইতে আপনার মুখ ফিরাইয়া লইল।

আমি তখন আহার নিদ্রা বর্জ্জিত হইয়া কেবল সেই শোকসাগরমগ্ন সুহৃদ্বর্গকে সান্ত্বনা করত দিবানিশি কাটাইতে লাগিলাম। আপনার যেমন ক্ষমতা তেমনিই তাহাদিগের প্রতি সাহায্য করিতে ত্রুটি করিতাম না; সপ্তাহের পর পালের আপাততঃ কিঞ্চিৎ চলচ্ছক্তি হইল, তৎপশ্চাৎ প্রতিদিন কিঞ্চিৎ২ সামর্থ্য বৃদ্ধিও হইতে লাগিল, কিন্তু শোকবৃদ্ধির পক্ষেও তদনুরূপ বৃদ্ধি হইতে ব্যাঘাত হইল না। চতুর্দ্দিকস্থ বিষয়ের প্রতি পালের কিছুমাত্র অনুধাবনই হইত না। চাহিয়া থাকিত তথাপি দেখিতে পাইত না। ডাকিলে কিম্বা কিছু জিজ্ঞাসিলে উত্তর পাইবার বিষয় ছিল না। তৎকালে বিবি দিলাতুর মরণাপন্ন হইয়াছিলেন, তথাপি পালকে সর্ব্বদা বলিতেন "বাছা পাল! তোমাকে দেখিলে আমার মনে হয়, যেন আমি বর্জ্জিনিয়াকেও তোমার সঙ্গে২ দেখিতেছি"!। এইরূপে বর্জ্জিনিয়ার নাম কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র পাল

এককালে থর২ করিয়া কাঁপিতে থাকিত এবং তথনি তাহার নিকট হইতে প্রস্থান করিত। তাহার মাতা তাহাকে বর্জিনিয়ার মার কাছে থাকিতে এত বুঝাইতেন, কিন্তু সে কিছুতেই তাহা শুনিত না। ঐ সময়ে যখন তখন সে একাকী উদ্যানের ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে২ বর্জিনিয়া নামক নারিকেল গাছের তলে উপবেশন করিত, এবং পর্ব্বতের উপরিভাগ হইতে যে নিঝর পড়িতেছে তাহাতেই এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া থাকিত। গবর্ণর দিলাবর্দ্দনুই পাল ও তন্মাতা এবং বিবি দিলাতুরকে সুস্থ রাখিবার জন্য এক জন চিকিৎসককে নিযুক্ত করিয়া ছিলেন। তিনি এক দিবস আমাকে বলিলেন "মহাশয়! ইঁহারা যখন যাহা করিতে চাহিবেন তখন তাহা বারণ না করিয়া তাহা করিতে দেওয়াই উচিত, ইঁহাদিগকে প্রকৃতিস্থ করিবার কেবল এইমাত্র এক প্রধান উপায় দেখিতে পাইতেছি। এই উপায়েই তাহাদের মনঃ যে দুঃখে অভিভূত হইয়াছে, তাহা তাহারা অনায়াসেই জয় করিতে সমর্থ হইবেক।"

"এই সকল কথা শুনিয়া আমিও তাঁহার মতে মত দিলাম। অনন্তর পাল, একটু সামর্থ্য বোধ হইলে একদা গৃহত্যাগ করিয়া বাহিরে গমন করিল, তখন আমিও তাহার পশ্চাৎ২ চলিলাম এবং আমার আজ্ঞানুসারে দমিঙ্গও খাদ্যদ্রব্যাদি লইয়া আমাদের সঙ্গী হইল। এদিকে পাল ক্রমে২ পর্ব্বত হইতে নীচে নামিয়া কিঞ্চিৎ সামর্থ্য বোধ হওয়াতে বাতাবিকুঞ্জের পথ ধরিয়া যাইতে লাগিল, এবং সেই গিরি-

জার সন্নিহিত বাঁশতলায় উপস্থিত হইল। পরে যেখানে নূতন মাটির রাশি ও ইতস্ততঃ মৃত্তিকা ছড়ান দেখিতে পাইল, সেখানেই ধাবমান হইয়া গমন করিল। তথায় উপস্থিতিমাত্রেই ভূমিতে জানু পাতিয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টে নিরতিশয় ব্যগ্রতা পূর্ব্বক অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত প্রার্থনা করিতে লাগিল। তাহার তাদৃশ রীতিমত পরমেশ্বরের ভজনা দেখিয়া বোধ করিলাম যে এ এখন প্রকৃতিস্থ হইয়াছে। ইহাতে আমি ও দমিঙ্গ উভয়েই তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ভজনা করিতে আরম্ভ করিলাম। আমাদিগকে দেখিবামাত্র সে অমনি তথা হইতে গমন করিল, এবং কোন কথা জিজ্ঞাসাবাদ না করিয়া, সমুদ্রের উত্তর ধার দিয়া যে পথ গিয়াছে, সেই পথ দিয়া চলিতে লাগিল। ঐ বাঁশতলায় বর্জিনিয়া সমাহিত হইয়াছে, এ কথা পাল জানিতে পারে নাই বোধ করিয়া, যাইবার সময়ে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসিলাম "তুমি এস্থানে ভজনা করিলে কেন"? এই কথা শুনিয়া সে উত্তর করিল "ভজনা করিব না কেন! আমি ও বর্জিনিয়া প্রায় সর্ব্বদাই একত্রে এই স্থানে উপস্থিত হইতাম"।

এই কথা বলিয়া পাল অনেক দূর পর্য্যন্ত বনাভিমুখে চলিয়া গেল। তখন সূর্য্য অস্ত হইতেছেন, দিঙ্মণ্ডলও ক্রমেং তমসাচ্ছন্ন হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া আমরা অত্যন্ত ভাবনায় অভিভূত হইলাম। অবশেষে অনেক কৌশলে পালকে কিঞ্চিৎ আহার করাইয়া, আমরা সকলে এক গাছ তলায় ঘাসের উপরি শয়ন করিয়া নিশা যাপন করিলাম। পর দিন প্রাতে

অনুভব করিলাম আজি হয়ত পাল আপনিই ঘরে ফিরিয়া যাইবে, কিন্তু তাহা নিতান্ত বিফল হইল। সে সেদিন প্রাতঃকাল হইবামাত্র সেই বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষায় দ্বিগুণ আগ্রহের সহিত পুনর্ব্বার উত্তরাভিমুখে চলিতে লাগিল। তাহাতে আমি তাহাকে ফিরাইতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সে তাহা শুনিল না। অবশেষে যখন ঠিক মধ্যাহ্ন সময় তখন আমরা পুনর্ব্বার সেই স্বর্ণরেণুতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে পঁহুছিবামাত্র পাল অতিমাত্র আগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক সেন্টজিরান যেখানে মারা পড়িয়াছিল সেই দিকেই অগ্রসর হইতে লাগিল। পরে অম্বরদ্বীপ ও তৎসন্নিহিত স্থির স্ফূঁতিটি নিরীক্ষণ করিয়া সে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল "ও বর্জ্জিনিয়ে! বর্জ্জিনিয়ে! আঃ! আমার প্রিয়তমা বর্জ্জিনিয়া কোথায় হারাইয়া গেল"! এইরূপ চীৎকার করিয়াই সে তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল। আমরা তাহাকে সেখান হইতে ধরাধরি করিয়া বনমধ্যে লইয়া আইলাম, এবং অনেক কষ্টে শুশ্রূষা দ্বারা তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিলাম। সে সচেতন হইবামাত্র পুনর্ব্বার সমুদ্রতীরে যাইবার উপক্রম করিল, কিন্তু আমরা তাহাকে কহিলাম "বাপু! আর কেন আমাদিগকে শোকানলে দগ্ধ কর, ক্ষান্ত হও"। এই কথা শুনিয়া সে অন্যদিকে চলিয়া গেল। এইরূপে সপ্তাহ পর্য্যন্ত, যে২ স্থানে সেই বালসহচরীর সহিত ভ্রমণ করিত, সেই২ স্থান অতি সতর্কতাপূর্ব্বক অন্বেষণ করিতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বে সে কৃষককে স্বীয় দাসীর

প্রতি মার্জ্জনা করাইবার জন্য বর্জ্জিনিয়ার সঙ্গে যে২ পথ দিয়া গিয়াছিল, এখন সেই সকল পথ অবলোকন পূর্ব্বক বিশেষ২ চিহ্নে চিহ্নিত করিতে লাগিল। বর্জ্জিনিয়া পথশ্রান্তিতে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া ত্রিশিরা পর্ব্বতীয় নদীর কূলে বসিয়া বিশ্রাম করিয়াছিল; সেখানকার এক গাছতলে বসিয়া বর্জ্জিনিয়া যে সকল ফল ও ফুলের গাছ রোপণ করিয়াছিল তত্তাবৎ দর্শন পূর্ব্বক পাল মনে২ করিল এই২ স্থানে বর্জ্জিনিয়া গান করিত ও আমি তাহার সঙ্গে খেলা করিতাম। এই সকলই আমাদের বিনোদ স্থান।

এইরূপে ক্ষিপ্তের ন্যায় বনে২ ভ্রমণ করত ক্রমে২ পালের চক্ষুঃ দুটি বসিয়া কোটর-প্রবিষ্ট হইল, এবং সর্ব্বাঙ্গ হরিদ্রাবর্ণ হইয়া উঠিল। আমি তখন ভাবিয়া দেখিলাম যে পূর্ব্বতন সুখসচ্ছন্দের বিষয় স্মরণ হওযাতেই কেবল আমাদের যাতনা সকল বৃদ্ধি পাইতেছে, এবং নিরালয় স্থান অবলম্বন করাতেই শোক সন্তাপ প্রভৃতি মনের নিকৃষ্ট বৃত্তি সকল ক্রমশঃ সবল হইয়া উঠিতেছে। অতএব এসময়ে এসকল স্থান দেখাইলে কেবল আমার অসুখী সুহৃদের অসুখ বৃদ্ধি করা হইবেক। অতএব এক্ষণে ইহাকে এস্থান হইতে লইয়া স্থানান্তরে যাওয়া কর্ত্তব্য। মনে২ এই বিবেচনা স্থির করিয়া আমি তাহাকে বহুজনবাসস্থান উইলিয়ম নামক পর্ব্বতালির নিকটে লইয়া চলিলাম। পাল জন্মাবচ্ছিন্নে সেস্থান কখন নয়নগোচর করে নাই। সেখানে চাসবাস ও বাণিজ্য-ব্যাপারের ধূমধামের সীমাপরিশেষ ছিল না। কোথাও কামার মিস্ত্রীরা

বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া বড়২ গাছ কাটিয়া ফেলিতেছে। কতক লোক সেই সকল গাছ করাত করিয়া তক্তা প্রস্তুত করিতেছে। শকট সকল এদিকে ওদিকে অনবরত যাতায়াত করিতেছে। নিকটবর্ত্তী বিস্তারিত প্রান্তর মধ্যে গরু, বাছুর, ছাগ, মেষ, মহিষ প্রভৃতি পশু সকল চরিয়া বেড়াইতেছে। ইতস্ততঃ অসঙ্খ্য প্রজাবর্গ বাস করিয়া রহিয়াছে। তথাকার কোন২ স্থানের ফল-জননী শক্তি এত অধিক যে, ইউরোপীয় নানাপ্রকার ফলের গাছ তথায় রোপণ করিয়া অক্লেশেই ফলকর করিয়া তুলিয়াছে। তথাকার সশ্যক্ষেত্রেরই বা কত শোভা! গন্ধবহের মন্দ২ সঞ্চারে ক্ষেত্রোৎপন্ন বিবিধপ্রকার সশ্য সকল আন্দোলিত হইয়া দর্শকের মনে যৎপরোনাস্তি আনন্দ উৎপাদন করিত।

আমি ঐ সকল স্থানে পালকে লইয়া গেলাম, এবং সর্ব্বদা তাহাকে নানা কর্ম্মে ব্যাপৃত রাখিতে লাগিলাম। কি বৃষ্টি, কি রৌদ্র, কি দিবা, কি রাত্রি কিছুতেই ক্লান্ত না হইয়া, ক্রমাগতই তাহার সঙ্গে২ ফিরিতে লাগিলাম। তখন মনে২ ভাবিয়া ছিলাম বটে যে, শারীরিক পরিশ্রম ও নূতন২ পথ দর্শন করিলে, এবং মধ্যে২ কোন পথ হারাইয়া তাহার অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, পালের মন অন্য বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হইবেক, এবং তাহাতে তাহার মন হইতে তাদৃশ শোকাবেগ দূরীভূত হইতে পারিবেক; কিন্তু সে সকলি বিফল হইল। কারণ, যাহারা অকপট প্রণয়ী হইয়া তৎসুখে বঞ্চিত হয় তাহাদের মনে প্রণয়ের প্রসঙ্গ উত্থিত হই-

লেই দুর্নিবার্য্য শোক উথলিয়া উঠে। উইলিয়মের প্রান্তরে ভ্রমণ করিবার সময়ে আমি মধ্যে২ পালকে, এখন আমাদের কোন্ স্থানে যাওয়া ভাল, বল দেখি, বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলে, সে তৎক্ষণাৎ উত্তরদিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল "চল না, ঐ যে আমাদের পর্ব্বত সকল দেখা যাইতেছে, আমরা সেখানেই ফিরিয়া যাই"। এইরূপে আমি যত২ কৌশল করিতে থাকিলাম, ততই নিষ্ফল হইতে লাগিল। কিছুতে আর কিছুই হইল না। ইহা দেখিয়া আমি মনে২ বিবেচনা করিলাম, যে কোনরূপে ইহার মন হইতে বিরহজনিত মোহ অপসারিত করিতে চেষ্টা করা যাউক। মনে২ এই প্রকার সঙ্কল্প করিয়া আমি উত্তর করিলাম যে, তথায় ফিরিয়া গেলে কোন হানি নাই বটে, যাইতে চাও চল, কিন্তু একটা কথা আছে শুন। তুমি যে ঐ সকল পর্ব্বতে যাইতে চাহিতেছ উহাতে কেবল বর্জিনিয়াই বাস করিত, তথায় গেলে তোমার মনে কতই শান্তি হইবে? তদপেক্ষা অধিক শান্তিকর পদার্থ এখানে বর্ত্তমান রহিয়াছে। তুমি স্বহস্তে বর্জিনিয়ার হস্তেতে যে আপনার ক্ষুদ্র ছবিখানি দিয়াছিলে, এবং সে যখন মরিতে যায় তখন পর্য্যন্তও যাহা দৃঢ়তর যত্নে আপন হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক চাপিয়া রাখিয়াছিল, তাহা আমার নিকটেই রহিয়াছে। তাহা দেখিলেই তুমি জানিতে পারিবে যে, বর্জিনিয়া মরিবার সময়েও তোমার প্রতি কত দূর পর্য্যন্ত প্রীতি প্রকাশ করিয়া গিয়াছে। ফলে এখানে তোমার মনে প্রবোধ দিবার বিলক্ষণ উপায় রহিয়াছে। ইহা বলিয়া আমি

সেই ছবিখানি তাহার হস্তে প্রদান করিলাম। পূর্ব্বে পাল পর্ব্বতের নীচে নারিকেল গাছ তলায় ঐ ছবিখানিই বর্জিনিয়াকে দিয়াছিল। ছবিখানির প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র পালের মুখখানি এককালে মহানন্দে বিকসিত হইয়া উঠিল। ইহাতে সে প্রথমতঃ অতিশয় যত্নপূর্ব্বক তাহা ধারণ করিয়া বারম্বার চুম্বন করিতে লাগিল। ঐ সময়ে বিলক্ষণ অনুভব করিয়া দেখিলাম যে তাহার হৃৎকম্প উপস্থিত, এবং নয়নদ্বয় অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু এক বিন্দুও পতিত হইতেছে না। ইহাতে আমি তাহাকে এই বলিয়া বুঝাইতে লাগিলাম "ভাল, প্রিয়বৎস! একটা কথা বলি শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে আমি তোমার যে প্রকার অকপট বন্ধু ছিলাম এখনও তদ্রূপ আছি। নহিলে তোমাকে এত আগ্রহপূর্ব্বক শোক দ্বারা শরীর ক্ষয় করিতে নিষেধ করিতাম না।

"তুমি অতি দুর্ভাগ্যবান্ এই জন্য এত শোক হইয়াছে। দুর্ভাগ্য না হইলে তুমি তাদৃশ সাধুশীলা বালাকে একেবারে হারাইতে না। আহা! বর্জ্জিনিয়া ত সামান্য মেয়ে ছিল না, বাঁচিয়া থাকিলে সে এক অসামান্য গুণবতী হইয়া উঠিত সন্দেহ নাই। বলিতে গেলে তোমার জন্যই তাহার আপন সুখে জলাঞ্জলি দেওয়া হইয়াছে। কারণ, ধনবান্কে পতিত্বে বরণ করিলে তাহার সুখের ইয়ত্তা থাকিত না; কিন্তু সে কিছুতেও রত না হইয়া কেবল তোমার ধ্যানেতেই কালযাপন করিয়া গিয়াছে। এই সকল তাহার

প্রধান গুণ বটে, কিন্তু সে বাঁচিয়া থাকিলে যে তোমা-কে সুখী করিতে পারিত তাহা নিশ্চয় বলিতে পারা যায় না, বরং তাহাদ্বারা তোমাকে দুঃখভাগীই হইতে হইত। কারণ সে ধনাধিকারিণী হয় নাই, এবং নিজেও ধনবতী ছিল না; সুতরাং তাহার যত সুখভোগ সকলই তোমার শ্রমসাধ্য হইয়া উঠিত। অপর সে ফ্রান্সে প্রধানা বলিয়া গণ্য হইতে পারে নাই বলিয়া নিরুৎসাহিনী হইয়াছিল, তাহাতে আবার তোমাকেও সাহায্য করিতে হইলে তাহার দুর্ব্বলতার আর পরিশেষ থাকিত না। তখন কি তুমি তাহার সে সকল ক্লেশ স্বচক্ষে দেখিতে পারিতে? ইহার উপরি যদি তাহার সন্তান হইত, তাহা বিবে-চনা করিয়া দেখ। হয় ত বৃদ্ধ মাতা ও বর্দ্ধিষ্ণু পরি-বারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদন জন্য তোমাকে দিবারাত্র কায়ক্লেশ করিয়া কালযাপন করিতে হইত। এ বিষয়ে তুমি এক কথা কহিতে পার যে এখানকার গবর্ণর অতি সজ্জন ও দয়াবান্, তিনিই তখন তোমাদের সাহায্য করিতেন। ইহাতে আমার উত্তর এই যে, তিনিই যে তোমাদের ক্রমাগত উপকার করিতেন, তাহাই বা তুমি কিরূপে নিশ্চিত জানিলে?। এতা-দৃশ নববাসিত প্রদেশের কর্ত্তৃত্ব কিছু ক্রমাগত এক জনের হস্তে থাকে না, মধ্যে২ তাঁহারা এক স্থান হইতে স্থানান্তরে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

ভাবে বুঝিতে পারিতেছি তুমি এ কথায় এই উত্তর করিবে, যে যথার্থ সুখের নিমিত্ত ত ধনের প্রয়োজন হয় না। অতএব যাহাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসা

যায়, তাহার সাহায্য করিবার সময়ে যে সকল কষ্ট সহ্য করিতে হয়, তাহাতে কেবল পরস্পরের প্রেমই সমুন্নতি প্রাপ্ত হইতে পারে। প্রাচীনেরা কহেন, দুই জনে একসঙ্গে ক্লেশ ভোগ করিলে পরস্পরের দয়া ধর্ম্মই বৃদ্ধি হয়। এসব কথা সত্য বটে, কিন্তু এখন আর সে ভাবনায় ফল নাই। কারণ বর্জ্জিনিয়া বাঁচিয়া নাই এবং সে আর কিছুতেও ফিরিয়া আসিবে না। সম্প্রতি তোমার স্মরণ করা উচিত যে, বর্জ্জিনিয়া যাহাদিগকে নিতান্ত ভাল বাসিত তাঁহারা বর্ত্তমান, অর্থাৎ তোমার ও তাহার মাতা অদ্যাপি বাঁচিয়া আছেন। এখন তোমাকে এরূপ শোকবিহ্বল দেখিলে তাহাদের প্রাণ বাঁচান ভার হইবেক। অতএব সম্প্রতি এক পরামর্শ বলি শুন, বর্জ্জিনিয়া সর্ব্বদা যাহাদের সেবা শুশ্রূষায় তৎপর থাকিয়া পরিতোষ প্রাপ্ত হইত, তুমিও এখন সেই কর্ম্মেই আত্মসুখ সাধন করিতে যত্নবান্ হও। ধার্ম্মিকেরা সতত পরোপকার করত পরম সুখে কাল যাপন করেন। বিষয়সুখাভিলাষ, আমোদ, প্রমোদ, ধন, জন প্রভৃতি, মনুষ্যকে কেবল সৎপথ-বিমুখ করিয়া ফেলে, ইহা তোমার অবিদিত নাই। দেখ! সৌভাগ্যমঞ্চে আরোহণ করিবার জন্য যে উপায়ের সোপান-পরম্পরা আছে, তাহার প্রথমটিতে পদার্পণ করিবামাত্রই তুমি এককালে দুঃখ ও নৈরাশ্য সাগরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছ, অর্থাৎ যদি বর্জ্জিনিয়ার ধনের জন্য ফ্রান্সদেশে না যাওয়া হইত, তবে আর তোমার এত দুঃখ হইত না। ফলে বিষয় বাসনায় ও আমোদ প্রমোদে রত হইতে

গেলেই এতাদৃশ সুদুস্তর বিপজ্জালে জড়িত হইতে হয়; কিন্তু তুমি যে তেমন গুণের সহচরীকে হারাইয়া বসিয়াছ, সে তোমার দোষে নয়। আর তোমার লোভ বা অহঙ্কারদ্বারা যে সেই বিপদ্ ঘটিয়াছে, তাহাও বলিতে পারি না, কিন্তু যিনি সকলের প্রবৃত্তি প্রবর্ত্তক, তিনিই ইহা ঘটাইয়াছেন স্বীকার করিতে হইবেক।

পরমেশ্বর আদৌ আমাদিগকে সমস্ত বস্তু দেন এবং উপযুক্ত সময় হইলেই তত্তাবৎ পুনর্ব্বার গ্রহণ করেন। ইহাতে তুমি এ কথা বলিতে পার যে, আমি ঐশ্বর্য্যের জন্য ত শোক করিতেছি না, কেবল মরণ হয় না কেন বলিয়াই শোক করিতেছি। কেননা জীবদ্দশায় যে সকল চিন্তা জাজ্বল্যমানা রহিয়াছে, মরণ হইলেই সে সমস্ত এককালে ফুরাইয়া যাইবেক। অথবা আমাদের মন হইতে সাংসারিক সুখ সকল লুপ্ত হইবার সময়েই আমাদের জীবনাকাশ মৃত্যু-মেঘে আচ্ছন্ন হইবেক। ফলে মৃত্যু হইলে আমাদের মন হইতে সমস্ত সুখ দুঃখ দূরীভূত হয় এবং মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিলে ক্লেশেরও লেশ থাকে না। ঐহিক সুখের বিষয়ে সকলে যাহাকে সুখী বলেন সেই সুখী, নহিলে কে প্রকৃত সুখী ইহা বলা অতি দুঃসাধ্য। যে সময়ে বর্জ্জিনিয়া, জাহাজ হইতে এই কূলের উপরি দৃষ্টিপাত করিয়া তোমাকে তাহার রক্ষার্থ প্রাণপণে যত্ন করিতে দেখিল, সেই সময়ে সে, আমাদের তাহার উপরি কি পর্য্যন্ত স্নেহ ছিল তাহা বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারিয়াছিল। বর্জ্জিনিয়া জীবদ্দশায় কোন অংশে

পাপাচরণ করে নাই, এইহেতু পরমেশ্বর তাহাকে লোকান্তর গমনের উপযুক্ত করিয়াছেন। বোধ হইতেছে তিনি তথায় তাহাকে ধর্ম্মের বিশিষ্ট ফলভাগিনী করিয়াছেন।" বর্জিনিয়ার অন্তঃকরণ যেমন দৃঢ় তেমনি সহিষ্ণু ছিল, একারণ সে জীবিতাবস্থায় কোন ক্লেশ পায় নাই, এবং মৃত্যুকালেও তাহার মুখমণ্ডলে কোন ভয়চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয় নাই। শুন পাল! পরমেশ্বর কেবল ধর্ম্ম পরীক্ষা করিবার জন্যই আমাদিগকে ক্লেশে নিক্ষিপ্ত করেন। এই হেতু আমাদিগের প্রকৃত সুখ ও তাঁহার নিকট সমাদর প্রাপ্তির কিঞ্চিন্মাত্র ব্যাঘাত হয় না। পরমেশ্বরের নিয়মে ক্লেশে পতিত হইয়া যিনি সাহসহীন না হন, তিনিই এক প্রকার ধার্ম্মিকের দৃষ্টান্ত স্থল। এতাদৃশ ধার্ম্মিক রাজগণের নাম কালসহকারে লুপ্তপ্রায় হইয়াও রক্ষা প্রাপ্ত হয়।

আমার মতে বর্জিনিয়া এখন পর্য্যন্তও বাঁচিয়া রহিয়াছে। এ কথার ভাব এই যে, যত ভূত ভৌতিক প্রপঞ্চ দৃষ্ট হয়, সকলই বিকৃত, অর্থাৎ রূপান্তর প্রাপ্ত হয় মাত্র; বস্তুতঃ তাহার কিছুই এককালে বিনষ্ট হইয়া লোপ পায় না। পৃথিবীতে অনেক প্রকার শিল্পচাতুরীর প্রচার আছে, কিন্তু তদ্দ্বারা পরমাণুর সৃষ্টি বা ধ্বংস করা কোনমতেই সম্ভব নহে। যদি ইহা স্থির সিদ্ধান্ত হয়, তবে তাদৃশ ধর্ম্মপরায়ণা সুশীলা বালার বিনাশ কিপ্রকারে সম্ভবিতে পারে?। সুতরাং বর্জ্জিনিয়া ও তাহার অকপট ধর্ম্ম অদ্যাপিও বর্ত্তমান রহিয়াছে বলিতে হইবেক। যদি ইহা নিশ্চিত হইল, তবে

এখন সে যেখানে আছে, সেই স্থানেই পরমসুখে কাল-হরণ করিতেছে, তাহার ভাবনা কি?। তাহার বর্ত্তমান বাসস্থানের অধিপতি ন্যায়পরায়ণ জগদীশ্বর ইহা ত তুমি অবগতই আছ। তুমি এই বিশ্বরাজ্যের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া স্থিরচিত্তে বিবেচনা কর দেখি, জগদীশ্বর কেমন দয়ালু! বিবেচনা করিলে তাঁহার অপার অনুকম্পা অবগত হইতে ত্রুটি হইবে না। আর তোমার মনে ২ কি এমন আশঙ্কা হয় না যে তিনিই তোমার বর্জ্জিনিয়াকে লোকলীলা সম্বরণ করাইয়াছেন অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করিলে কি তাহাকে তরঙ্গগ্রাস হইতে বিমুক্ত করিতে সমর্থ হইতেন না?। কারণ মনুষ্য সকল ইহ লোকে পরমসুখে কালহরণ করিবে বলিয়া যে পরমেশ্বর সুচারু নিয়ম সকল ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন, তিনি কি বর্জ্জিনিয়ার জন্য পরলোক-সুখের সাধন কোন বিশেষ বিধি বিধান করেন নাই সম্ভব হয়!। এই যে শত২ যোজন বিস্তীর্ণ মহাসাগর প্রভৃতি দেখিতে পাও; ইহার এক কণামাত্র জলও কোটি২ প্রাণিসমূহে পরিপূর্ণ। ঐ সমস্ত কীটাণু যৎপ-রোনাস্তি সূক্ষ্মতম হইয়াও সেই বিশ্বরাজের ব্যবস্থা-পিত নিয়মে নিযন্ত্রিত হইয়া চলিতেছে। অতএব যে ধর্ম্মপরায়ণ হয় সে তাঁহার নিকট সমুচিত পুরস্কার ভাজন হইয়া থাকে, ইহার অন্যথা হইতে পারে না। ফল কথা এই ঐশ্বরিক নিয়মের প্রভাবে বর্জ্জিনিয়াও স্বর্গবাসিনী হইয়া সাতিশয় সুখসম্ভোগ করিতেছে ইহাতে সন্দেহ নাই।

আহা কি বলিব! যদি বর্জ্জিনিয়া এ সময়ে তোমাকে

স্বর্গ হইতে দেখিতে পাইত, তাহা হইলে সে এখান হইতে গিয়া অবধি সেখানে কেমন ভাবে আছে এবং এখনইবা কি করিতেছে তাহা এই বলিয়া জানাইত যে, “অহে ভাই পাল! মর্ত্ত্যলোকে যে আমাদের জীবন ধারণ করা, সে সকল শোক সন্তাপাদি সহ্য করিয়া ধর্ম্মের পরীক্ষা দিবার জন্য মাত্র। দেখ আমি যাবৎ পর্য্যন্ত জীবদ্দশায় ছিলাম, তাবৎকাল কেবল ধর্ম্মরক্ষায় তৎপর থাকিয়া, মাতার আজ্ঞা পালনার্থ সুদুস্তর মহাসাগর পার হইয়াছি এবং প্রচুর ঐশ্বর্য্য হস্তগতপ্রায় হইলেও কেবল তোমার জন্য তাহা পরিত্যাগ করিয়াছি। এক্ষণে সেই সকল সৎকর্ম্মের প্রভাবে আমাকে আর লোকের দীনভাব, কাতরতা প্রভৃতি দুঃখ দর্শন করিতে হইতেছে না। ফলে এখন কোন সাংসারিক ক্লেশই আমার সন্নিহিত হইতে পারিতেছে না। অতএব ভাই! এ অবস্থায় আমার জন্য তোমার কিছুমাত্র দুঃখ করিবার আবশ্যক নাই; এখন আমি অনন্ত সুখসচ্ছন্দ সম্ভোগ করত কালহরণ করিতেছি। যে অনন্ত ও অপ্রমেয় মহিমা এই চরাচর বিশ্বের সুখের কারণ তাহা এই স্থানেই দেদীপ্যমান। অত্রত্য সুখের ইতর বিশেষ নাই। ইহা অনাদি অনন্ত এবং পরম। অতএব প্রিয়তম পাল! তোমাকে অনুরোধ করিতেছি তুমি আমার সন্তোষ বর্দ্ধনার্থ কিছু দিনের জন্য এতাদৃশ দুঃখ সহ্য কর। যাহাতে অচিরাৎ তোমার শোকাপনোদন ও নয়ন-জল বিমোচন হয়, তদ্বিষয়ে আমি বিশেষ যত্নবতী হইব, ইহাতে তুমি কিছুমাত্র ভাবিত হইও না।

আজি অবধি অনন্ত সুখ সম্ভোগের চিন্তনে মন নিবিষ্ট কর, তাহাতে তোমার অল্প দিনের জন্য যে ক্লেশ হইতেছে, তাহা অক্লেশেই সহ্য হইবেক।”

বৎস পথিক! আমার এই সকল সান্ত্বনাজনক বাক্য সমাপ্ত হইলে পর, পাল আমার মুখের প্রতি একদৃষ্টি হইয়া “হায়২! সে আর নাই, সে আর আসিবে না” বলিতেং মূর্চ্ছিত ও ছিন্নমূল তরুর মত ভূমিতলে পতিত হইল। অনেকক্ষণ বিলম্বে চেতনা হইলে সে প্রকৃতিস্থ হইয়া আমাকে কহিল “ভাল মহাশয়! যদি মরণই এত ভাল বলিতেছেন, ও বর্জ্জিনিয়া মরিয়া সাতিশয় সুখভাগিনী হইয়াছে, তবে আমিও কেন মরি না? মরণ হইলে ত তাহার সঙ্গে একত্রে থাকিতে পারিব”। এইরূপে আমি পালকে শোক-সাগরে মগ্ন না হইতে দিবার জন্য যতং চেষ্টা করিতে লাগিলাম, ততই তাহার শোকসাগর উথলিয়া উত্ত-রোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইহা কিছু বিচিত্র নহে, যাহারা প্রথমে কিঞ্চিৎ ক্লেশ ভোগ করে, তাহা-রাই ক্লেশ বাড়িলে সহিতে সমর্থ হয়। পাল ত তেমন নয়, সে ইতিপূর্ব্বে কখন কোন ক্লেশের মুখও দেখে নাই। ইহাতে সে একেবারে তাদৃশ অসহ্য ক্লেশ কিরূপে সহিতে সমর্থ হইবে?।

যাহা হউক, পরে আমি পালকে গৃহে লইয়া আই-লাম। আসিয়া দেখিলাম যে, মারগ্রেট ও বিবি দিলাতূরের শরীর শোকে বিশীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ মারগ্রেটকে অপেক্ষাকৃত অধিকতর দুর্ব্বল বোধ হইল। কারণ এই, যাহারা অল্প ক্লেশকে ক্লেশ

বলিয়া ধর্ত্তব্য না করে, তাহাদিগকে অধিক ক্লেশের সময়ে সাতিশয় ক্লিষ্ট হইতে হয়। মার্ গ্রেট আমাকে দেখিয়া কহিতে লাগিলেন "হিতৈষিন্, বন্ধু মহাশয়! এক আশ্চর্য্য কথা শ্রবণ করুন্। গতরাত্রে নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নে আমার বোধ হইল, যেন আমি স্বচক্ষে দেখিলাম, বর্জিনিয়া শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিয়া এক আশ্চর্য্য বৃক্ষ-বাটিকার মধ্যে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। সে আমাকে দেখিতে পাইয়া কহিল, মা! আমি এখন যেরূপ অনির্ব্বচনীয় সুখানুভব করিতেছি, তাহাতে অন্যের দ্বেষ জন্মিতে পারে। এই কথা কহিয়া সে অমনি পালের সন্নিধানে উপস্থিত হইল, এবং অবি-লম্বেই তাহাকে আপন সমভিব্যাহারে লইয়া চলিল। আমিও পালকে আনিবার জন্য যাহার পর নাই চেষ্টা করিতে লাগিলাম। তৎকালে আমার বিলক্ষণ অনু-ভব হইল, যেন আমি মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহাদের সঙ্গেং গগণমার্গেই উঠিতে লাগিলাম এবং যাইতেং বোধ হইল, যেন আমি আমার প্রিয়সখীর স্থানে বিদায় চাহিতে লাগিলাম। ইহাতে তিনি ও মেরী এবং দমিঙ্গ ইহারা আমার পশ্চাৎং আসিতে লাগিলেন"। এই সমস্ত কহিয়া সে পুনর্ব্বার কহিল "মহাশয়! আমার এই আশ্চর্য্য স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিলেন, কিন্তু প্রিয়সখী বিবি দিলাতুর যে স্বপ্ন দেখিয়াছেন তাহা আবার অবিকল আমারই স্বপ্নের মত, ইহা আরো এক আশ্চর্য্য"।

এই সকল কথা শুনিয়া আমি উত্তর করিলাম "ভদ্রে! আমি নিশ্চয় অবগত আছি, পরমেশ্বরের ইচ্ছা ব্যতি-

থেকে কোন ব্যাপারই ঘটনা হয় না, কিন্তু স্বপ্নের ফল কখনং সত্য হইতেও দেখা গিয়াছে"।

যাহা হউক, সেই সখীদিগের তাদৃশ স্বপ্ন সিদ্ধ হইতে আর অধিক কাল বিলম্ব হইল না। বর্জ্জিনিয়ার মরণের পর পাল ক্রমাগত দুইমাস কাল দিবারাত্রি তাহার কথা আলাপ করিয়া সংসারলীলা সম্বরণ করিল। মার্‌গ্রেট তন্মরণের সপ্তাহান্তেই কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার মরিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে বিবি দিলাতুরের সন্নিধানে এই বলিয়া বিদায় হইলেন "প্রিয়সখি! আমি ত এখন তোমাকে রাখিয়া অগ্রে চলিলাম, কিন্তু তুমি এই ক্ষণিক বিচ্ছেদে কাতর হইও না, অচিরাৎ আমাদের সেখানে পুনর্ম্মিলন হইবেক। সেই মিলনই মিলন, তাহা কখনই ভঙ্গ হইবার নহে। মরণ আমাদের শান্তিলাভের পথ, মরণ হইলেই আমরা সকল জ্বালার হাত হইতে পরিত্রাণ পাই"। মার্‌গ্রেটের মৃত্যু হইলে গবর্ণর, মেরী ও দমিঙ্গের রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইলেন। আহা! তাহারা তখন জরায় জীর্ণ ও শোকে শীর্ণ হইয়া কর্ম্মকার্য্য করিতে নিতান্তই অক্ষম হইয়াছিল। যাহা হউক তাহাদিগকে তাদৃশ অধীনতাবস্থায় আর অধিক কাল বাঁচিয়া থাকিতে হয় নাই। বাঘা বলিয়া পালের যে কুকুরটা ছিল, সেও প্রভুবিরহে দিন দুয়ের মধ্যে ক্ষীণ হইয়া দেহ ত্যাগ করিল।

অবশেষে আর কেহই অভিভাবক রহিল না দেখিয়া আমি বিবি দিলাতূরকে লইয়া আপনার কুটীরে গমন করিলাম। পূর্ব্বে সর্ব্বদা পালকে ও তাহার মাতাকে

সান্ত্বনা করিতে হইত বলিয়া তাহার শোক বিস্মৃত-প্রায়ই হইয়াছিল, এখন তাহাদের বিরহে সেই শোকা-নল আবার উদ্দীপ্ত হইল, এবং উপায়াভাবে তাহাকে দিনকত কাল ধৈর্য্য পূর্ব্বক সেই দুঃসহ যাতনা সকল সহ্য করিতে হইল। আহা! আমি যখন তাহাকে লইয়া গেলাম তখন তিনি পাগলিনী প্রায়; দিবারাত্রি যেন পার্ল ও বর্জ্জিনিয়ার সঙ্গেই কথোপকথন করি-তেছেন এমনিভাবে আপনা আপনি প্রলাপ করিতে থাকিতেন। যাহা হউক তাহাদের মরণের পর তাঁহা-কে মাসেককাল বৈ আর বাঁচিয়া থাকিতে হয় নাই। বৎস! তাহার গুণের কথা কত বা বলিব, কতই বা শুনিবে। যে পিসী হইতে তাহার সর্ব্বনাশ হইয়া-ছিল, এবং যাহা হইতে তাহাকে অপার শোকসাগরে মজিতে হইল, তাহাকে তিনি মুখব্যাদানে একটি বারও নিন্দা করেন নাই, বরং তাহার সেই দোষ মার্জ্জনার নিমিত্ত পরমেশ্বরের নিকট যখন তখন প্রার্থনা করিয়া কহিতেন "হে করুণাময় জগদীশ! কৃপা করিয়া আমার পিসীকে পাপ হইতে মুক্ত করুন"।

কিছু দিন বিলম্বে কএকখানা ইউরোপীয় জাহাজ এ প্রদেশে আইলে পর, আমি নাবিকদের প্রমুখাৎ শুনিলাম যে, সেই নির্দ্দয়া বৃদ্ধা জ্ঞানকৃত পাপের পরি-পাকে মনঃ-ক্ষোভে উন্মত্ত ও ক্ষিপ্তকারায় প্রেরিত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছে।

পালের শব বর্জ্জিনিয়ার সমাধির এক পার্শ্বেই সমা-হিত হইল। তৎপরে তাহাদের জননী-দ্বয়েরও সেই স্থান সার হইল। প্রভুভক্ত দাস দাসীরাও তাহাদের

আশ্রয় ছাড়া হইল না। তাহাদের সমাধির উপরি কোন স্তম্ভ নির্ম্মিত করিয়া তাহাতে তাহাদের অবিস্মরণীয় গুণ উৎকীর্ত্তন করিতে হয় নাই।

তাহাদের উপলক্ষে এ দ্বীপের অনেক স্থান নূতন নামে বিখ্যাত হইয়া আছে। দেখ অম্বরদ্বীপের নিকটে যে বালুকাময় তটভূমি আছে, তথায় সেন্ট-জিরান্ মারা পড়িয়াছিল বলিয়া তাহা "সেন্টজিরান্" নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এখান হইতে সাড়ে চারি ক্রোশ পথ দূরে একখণ্ড দীর্ঘাকার ভূমিভাগ, যাহা তুমিও পরে দেখিতে পাইবে, তাহার আধখানা সমুদ্রজলে মগ্ন থাকে, তাহার শেষ সীমা "অসৌভাগ্য অন্তরীপ" নামে খ্যাত হইয়াছে। কারণ, সেন্টজিরান যে দিন সেখানে পহুঁছে সেই দিন সন্ধ্যাকাল হইতে আর তাহা কাহারো দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। আমাদের সম্মুখে এই যে গুহার অগ্রভাগ দেখিতে পাও, ইহার নাম "সমাজখাড়ি" কারণ বর্জিনিয়ার শব ঐ স্থানে বালুকায় ঢাকা দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল"।

এই পর্য্যন্ত ইতিহাস কহিয়া সেই বৃদ্ধ মহাশয় "আহা! কোথায় গেলি রে বন্ধু সকল! তোমরা কি অদ্ভুত প্রীতিপাশেই বদ্ধ থাকিয়া কালহরণ করিয়া গিয়াছ! আহা! কোথা গেলি রে মার্ গ্রেট! কোথা রে বিবি দিলাতুর! জগদীশ্বরের ইচ্ছায় তোমরা এক একটী সন্তান পাইয়াছিলে বটে, কিন্তু তোমাদের মত দুর্ভাগ্যবতী আর আমি কোথাও দেখি নাই। আহা! এ সময়ে তোমরা একবার আসিয়া এস্থলের দুরবস্থা দেখিয়া

যাও, এখানকার যে সকল বৃক্ষ পূর্ব্বে তোমাদিগকে ছায়া প্রদান করিত, ও যে সকল নির্ঝর তোমাদিগকে স্নিগ্ধ করিত, এবং যে সমস্ত শৈবালময় তীরে বসিয়া তোমরা শ্রান্তিদূর করিতে; তোমাদের বিরহে এখন সে সকলের কি দুর্গতি হইয়াছে একবার দেখিয়া যাও! দিবারাত্র পাহাড়ের চতুর্দ্দিকে কেবল পেচক ও শীকারী পক্ষীর অমঙ্গল শব্দ বৈ আর এখানে কিছুই কর্ণগোচর হয় না। হায়! আমি তোমাদিগকে না দেখিতে পাইয়া কেবল ক্রমাগত একাকীই ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি। বস্তুতঃ এখন আমি বয়স্য হারা ও সন্তান হারার মত ব্যাকুল হইয়া ফিরিতেছি"।

এই সমস্ত কথা কহিয়া তিনি কাঁদিতে২ আমার নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন। আমিও যতক্ষণ এই দুঃখময় ইতিহাস শুনিতে ছিলাম, তাবৎ মধ্যে২ কত শত বার, আমার বক্ষঃস্থল নয়নজলে প্লাবিত হইয়াছিল তাহা বলিতে পারি না।

সম্পূর্ণ।

VERNACULAR LITERATURE SOCIETY

অনুবাদক সমাজ।

বিজ্ঞাপন।

অনুবাদক সমাজের অধ্যক্ষেরা এই নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, যে কোন ব্যক্তি নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে কোন অভিনব গ্রন্থ রচনা করিয়া উক্ত সমাজের মনোনীত করিতে পারিবেন, তাঁহাকে ২০০ দুই শত টাকা পারিতোষিক প্রদান করা যাইবেক। এই নিয়ম এক জনের এবং একবারের জন্য নহে, যখন যে ব্যক্তি এই নিয়মানুসারে গ্রন্থ রচনা করিবেন, তাঁহাকে উক্ত ২০০ দুই শত টাকা পারিতোষিক দেওয়া যাইবেক।

১ ম। পুস্তকখানি সুনীতিসম্পন্ন বা চরিত্রশোধক হইবেক।

২ য়। নিম্নলিখিত বিষয়ে অথবা তদ্রূপ অন্য কোন বিষয়ে লিখিত হইবে।

১ প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত এবং বিজ্ঞান শাস্ত্র।
২ দেশ প্রদেশের বিবরণ ও ভূগোল বৃত্তান্ত।
৩ বাণিজ্য এবং লোকযাত্রা বিধান।
৪ লোকপ্রিয় ও উপকারক বিজ্ঞান শাস্ত্র।
৫ শিল্পবিদ্যা।
৬ শিক্ষাবিধান।
৭ জীবনচরিত।
৮ নীতিগর্ব্ভ গল্প।

৩ য়। বঙ্গভাষার যথার্থ রীত্যনুসারে অথচ সরল ভাষায় গ্রন্থের রচনা হইবেক; বিশেষতঃ ঐ রচনা ও উহার ভাব এরূপ হওয়া আবশ্যক, যে এতদ্দেশীয় লোকের অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

৪র্থ। পুস্তক খানি মুদ্রিত হইলে তাহার পৃষ্ঠার সঙ্খ্যা ১২ পৃষ্ঠা ফরমার ১০০ এক শত পৃষ্ঠার ন্যূন না হয়। অধিক হইলে হানি নাই, কিন্তু পারিতোষিক বৃদ্ধি হইবে না।

৫ম। যে পুস্তকের নিমিত্ত এই নিয়মানুসারে পুরস্কার প্রদান করা যাইবেক, সেই পুস্তক অনুবাদক সমাজের সম্পত্তি হইবেক, তাহাতে লেখকের কোন স্বত্ব থাকিবেক না।

৬ষ্ঠ। নূতন লিখিত পুস্তক প্রথমতঃ সমাজের অধ্যক্ষগণের বিবেচনাধীন হইবেক, তাঁহারা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া যেরূপ আদেশ করিবেন গ্রন্থকারকে সেইরূপ করিতে হইবেক। গ্রন্থখানি মনোনীত হইলে, তাঁহারা যে যন্ত্রালয়ে কহিবেন গ্রন্থকারকে সেই যন্ত্রালয়েই মুদ্রিত করিয়া দিতে হইবে।

৭ম। পুস্তক প্রচারিত হওনাবধি এক বৎসরের মধ্যে ২০০০ দুই সহস্র পুস্তক যদি যথার্থতঃ বিক্রয় হয়, তবে সমাজের অধ্যক্ষেরা গ্রন্থকারকে পুনর্ব্বার পুরস্কার প্রদান করিবেন। ঐ পুরস্কার ৫০ পঞ্চাশ টাকার ন্যূন হইবেক না।

৮ম। অনুবাদক সমাজের মতানুসারে যে কোন ব্যক্তি অনুবাদ কর্ম্মে নিযুক্ত হইবেন, তন্মধ্যে যিনি ইংরাজী হইতে বঙ্গভাষায় উত্তমরূপ অনুবাদ করিবেন, তিনি প্রতি পৃষ্ঠায় ১৲ টাকা এবং যিনি সংস্কৃত হইতে উত্তমরূপ অনুবাদ করিবেন তিনি প্রতি পৃষ্ঠায় ৸৹ পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন।

৯ম। অনুবাদক সমাজের পুস্তক লেখক ও মুদ্রাকারকদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, সমাজের যে সকল পুস্তক মুদ্রিত হইবে তাহার যেন প্রতি পৃষ্ঠায় ২৩ পঙ্‌ক্তি ও প্রতি পঙ্‌ক্তিতে ২৩ অক্ষর হয়। অন্যথা হইলে পুরস্কার বা মূল্যের বিষয় সমাজের বিবেচনাধীন হইবে।

১০। অনুবাদক সমাজের সাহায্যার্থে যাঁহারা এক টাকা পর্য্যন্ত বার্ষিক দান করিবেন, অধ্যক্ষগণ তাহা কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন। যাঁহারা, দশ টাকার অধিক দিবেন তাঁহারা, নূতন পুস্তক প্রকাশ হইলেই এক এক খানি বিনামূল্যে প্রাপ্ত হইবেন। যাঁহারা পঞ্চাশ টাকার অধিক দিবেন তাঁহারা সভ্য শ্রেণীতে গণনীয় হইবেন।

ই, বি, কাউএল্।

বর্ণাকিউলর লিটরেচর সোসাইটীর সেক্রেটারি।

BENGALI FAMILY LIBRARY.

গার্হস্থ্য বাঙ্গালা পুস্তক সঙ্গ্রহ

ব্রজকিশোর গুপ্তের ব্যাকরণ .. .. ।৵

পিয়ার্স সাহেবের ভূগোল বৃত্তান্ত.. .. .. .. ।৵

উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের গণিতসার .. .. .. ।৵

হারন্ সাহেবের গণিতাঙ্ক.. .. .. ॥

মে সাহেবের অঙ্কপুস্তক .. .. ৵

বঙ্গভাষা বর্ণমালা .. .. /

বর্ণমালা প্রথম ভাগ.. .. .. /

ঐ দ্বিতীয় ভাগ.. .. .. /১

নীতিকথা প্রথম ভাগ .. .. /

ঐ দ্বিতীয় ভাগ .. .. /

ঐ তৃতীয় ভাগ .. .. /।

মনোরঞ্জন ইতিহাস.. .. .. /১

পত্রকৌমুদী .. .. ৶।

অদ্ভুত ইতিহাস, জঙ্গিস্ খাঁর বৃত্তান্ত .. .. /১

ঐ সিকন্দর সাহের দিগ্বিজয় .. /।

ঐ তৈমুর লঙ্গের বৃত্তান্ত.. .. ৵১।

ঐ উইলিয়ম টেল.. .. .. /।

স্ত্রী শিক্ষা বিধায়ক .. .. /।

শিশু পালন .. .. ॥

মনোহর উপন্যাস .. ..

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জীবন চরিত .. .. ..

চপলাচিত্তচাপল্য নাটক .. ..

জ্ঞানদীপিকা .. .. [illegible]

দশকুমার.. .. .. ১[illegible]

ভূমণ্ডলের মানচিত্র .. .. ৬[illegible]

ভারতবর্ষের মানচিত্র.. .. .. ৪[illegible]